বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন

Bangladesh Trade and Tariff Commission

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২৩-২০২৪

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন

১ম ১২ তলা সরকারি অফিস ভবন (১০ ও ১২ তলা)
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
www.btc.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২৩-২০২৪

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন

প্রধান উপদেষ্টা

ড. মইনুল খান
চেয়ারম্যান (সচিব), বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন

উপদেষ্টা

জনাব শীষ হায়দার চৌধুরী, এনডিসি, সাবেক সদস্য (আঃ সঃ), বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন ও সচিব, আইসিটি বিভাগ
জনাব খন্দকার জহিরুল ইসলাম, সদস্য (বাঃ নীঃ), বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন

সম্পাদনা পর্ষদ

জনাব মোঃ এনামুল হক, সদস্য (বাঃ প্রঃ), বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	আহবায়ক
জনাব মোঃ মশিউল আলম, যুগ্মপ্রধান, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	সদস্য
জনাব আবদুল্লাহ আল মামুন, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	সদস্য
জনাব মোঃ মাহমুদুল হাসান, উপপ্রধান, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	সদস্য
মিজ্ এস, এম সুমাইয়া জাবীন, উপপ্রধান, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	সদস্য
জনাব মোঃ ময়েন উদ্দিন মোল্লা, গ্রন্থাগারিক, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	সদস্য
জনাব মহিনুল করিম খন্দকার, সহকারী প্রধান, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	সদস্য সচিব

প্রকাশকাল

সেপ্টেম্বর, ২০২৪

প্রকাশক: বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন

মুদ্রণ:

পানশুছি কালার গ্রাফিক্স
১৩১ ডিআইটি এক্স, রোড ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০
মোবাইল: ০১৭১৬-৮৩৯৩৯৬

চেয়ারম্যান (সচিব)
বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন

মুখবন্ধ

দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে Protective Duties Act, 1950 (Act no. LXI of 1950) মোতাবেক ২৮ শে জুলাই ১৯৭৩ সালে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে সরকারি দপ্তর হিসেবে "ট্যারিফ কমিশন" প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এর পর হতেই দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গতিশীলতা বৃদ্ধিতে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণে কমিশন কাজ করছে। পরবর্তীতে ৬ নভেম্বর ১৯৯২ তারিখে "ট্যারিফ কমিশন" বিলুপ্ত করে একটি বিধিবদ্ধ সংস্থারূপে (Statutory Public Authority) "বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন" প্রতিষ্ঠা করা হয়। একটি স্বাধীন ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে কমিশনের কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০২০ এর মাধ্যমে কমিশনের নাম পরিবর্তন করে 'বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন' করা হয়। বস্তুনিষ্ঠ ও প্রায়োগিক পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সুরক্ষা এবং বিশ্ব বাণিজ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ়করণে এ প্রতিষ্ঠান অনন্য ভূমিকা পালন করে চলেছে।

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন তার নিজস্ব আইনের আওতায় বিশ্লেণাত্মক ও গবেষণাধর্মী কার্যক্রমের মাধ্যমে সরকারকে বাণিজ্য বিষয়ক কৌশলগত ও প্রায়োগিক সার্বিক পরামর্শ প্রদান করে আসছে। বিশ্বব্যপী যে বাণিজ্যের প্রসার তার সূত্র ধরেই কমিশনের কার্যক্রম আরও গতিশীলতা লাভ করেছে। বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থার পরিবর্তন ও কমিশনের কার্যপরিধি ব্যাপ্তির কারণে কমিশনের সার্বিক কার্যাবলী মাত্র শুল্কহার পর্যালোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। দেশের বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও শুল্কনীতি প্রণয়নের বিষয়ে সরকারকে গবেষণালব্ধ তথ্য ও পরামর্শ দেয়ার পাশাপাশি বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থার বিভিন্ন পেক্ষাপট বিবেচনায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা রক্ষা, সময়োপযোগী বাণিজ্য নীতি প্রণয়ন, বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনে কমিশন সহায়তা প্রদান করে থাকে। এছাড়া, অসাধু বাণিজ্য প্রতিরোধে বাণিজ্য প্রতিবিধান ব্যবস্থা (এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড মেজার্স) গ্রহণের মাধ্যমে দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সুরক্ষায় কমিশন নিয়মিত কাজ করছে।

বাংলাদেশ ব্যবসা বাণিজ্যে ক্রমাগত উন্নতি ও স্বল্পোন্নত দেশের পর্যায় হতে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উত্তরণের ফলে বহির্বিশ্বের সাথে আরো প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হবে। সে হিসেবে প্রাপ্ত শুল্ক সুবিধার বিকল্প হিসেবে বিভিন্ন দেশের সাথে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি এবং মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করা অপরিহার্য হয়ে পড়বে। এক্ষেত্রে কমিশন দেশীয় স্বার্থে অগ্রাধিকারমূলক/মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাব্যতা যাচাই কার্যক্রমে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিজস্ব আইনের ১৮(১) উপ-ধারা অনুযায়ী নিয়মিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় কমিশনের সার্বিক কার্যক্রমের তথ্যাদি সন্নিবেশ করে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ বার্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কমিশনের গঠন কাঠামো, কর্মপরিধি এবং কর্মবিন্যাসসহ কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত বিভিন্ন কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা লাভ করা যাবে বলে আমি মনে করি ।

বার্ষিক প্রতিবেদনটি সম্পাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট কমিশনের সম্মানিত সদস্যসহ সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ড. মইনুল খান

সদস্য (যুগ্মসচিব)
বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন

আহ্বায়কের কথা

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০২০ অনুসারে বিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে গঠিত বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের অন্যতম কার্যাবলী হলো দেশীয় শিল্পের সুষ্ঠু বিকাশ ও স্বার্থ সংরক্ষণ, উৎপাদিত শিল্প পণ্যের সুষ্ঠু ব্যবহার ও মানোন্নয়ন, বিশ্ব বাণিজ্যের অসাধু চর্চা (Unfair Trade Practice) হতে দেশীয় শিল্পকে সুরক্ষা প্রদান এবং আন্তর্জাতিক বাজারে দেশীয় পণ্য ও সেবার প্রবেশগম্যতা এবং প্রতিযোগিতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন দ্বি-পাক্ষিক, আঞ্চলিক এবং বহু-পাক্ষিক চুক্তি সম্পাদনে সরকারকে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করা।

একটি দ্রুত বিকশিত বিশ্ব অর্থনীতিতে ধারাবাহিকভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উদীয়মান চ্যালেঞ্জগুলির সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার লক্ষ্যে কমিশন বাণিজ্য তথ্য (Trade Data) বিশ্লেষণ, বাণিজ্য এবং শুল্ক-সম্পর্কিত বিষয়ে সরকারকে নিয়মিত পরামর্শ দিয়ে থাকে। এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ডিউটি এবং সুরক্ষা ব্যবস্থার (Safeguard Measures) উপর অন্যায্য আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে দেশীয় শিল্পকে সুরক্ষা প্রদানে আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এছাড়াও কমিশন তার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে সহযোগিতা এবং সমন্বয় বৃদ্ধিতে বিভিন্নমুখী কাযক্রম গ্রহণ করে থাকে।

কমিশন গঠনের পর হতে দেশীয় শিল্পের উৎপাদিত পন্য ও সেবার বাজার সম্প্রসারণে ইতোমধ্যে ৩০ (ত্রিশ) টির অধিক PTA/FTA চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে Feasibility Study সম্পন্ন করেছে। ভুটানের সাথে বাংলাদেশের PTA সম্পাদনে কমিশন সরকারকে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা প্রদান করেছে। পাশাপাশি কমিশন হতে Walton , Runner এর মতো দেশীয় শিল্পের প্রতিষ্ঠায় এবং তাদের স্বার্থ সংরক্ষণে বিভিন্ন প্রকার নীতি সহযোগিতা প্রদান করেছে। এছাড়াও সরকার কর্তৃক বিভিন্ন বছরে ধারাবাহিকভাবে Trade Policy Review of Bangladesh সংক্রান্ত বিভিন্ন ইস্যুতে কমিশন সরকারকে পরামর্শ প্রদান করে আসছে। একইভাবে ভারত কর্তৃক বাংলাদেশের শিল্প প্রতিষ্ঠান রহিম আফরোজ লিমিটেড এর উৎপাদিত Lead Acid ব্যাটারির উপর Anti-Dumping Duty আরোপের প্রেক্ষিতে WTO এর Dispute Settlement Body (DSB) তে প্রতিষ্ঠানটি কর্তৃক সুরক্ষামূলক পদক্ষেপ গ্রহণে কমিশন সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করায় ভারত সরকার রহিম আফরোজ লিমিটেড এর উপর আরোপিত শুল্ক প্রত্যাহার করে নেয়।

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ এর ধারা-১৮(১) অনুসারে প্রতিবছরের ন্যায় কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত ২০২৩-২০২৪ আর্থিক বছরের বিভিন্ন কার্যক্রমের সচিত্র তথ্য সন্নিবেশ করে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রতিবেদন প্রনয়নে কমিশনের সম্মানিত সদস্য, কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট কর্মচারীবৃন্দের নিরলস প্রচেষ্টা ও সহযোগিতার জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশেষ করে প্রতিবেদনটি সুষ্ঠুভাবে সংকলনে সার্বিক পরামর্শ প্রদানের জন্য কমিশনের সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয়কে আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনে সংকলিত তথ্যাদি দ্বারা গবেষক, ব্যবসায়ী সংগঠক এবং বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারগণ উপকৃত হবেন বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

মোঃ এনামুল হক

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন

ড. মইনুল খান
চেয়ারম্যান (সচিব)

শীষ হায়দার চৌধুরী, এনডিসি
সাবেক সদস্য (আঃ সঃ) ও
সচিব, আইসিটি বিভাগ

খন্দকার জহিরুল ইসলাম
সদস্য
(বাঃ নিঃ)

মোঃ এনামুল হক
সদস্য
(বাঃ প্রঃ)

আবদুল্লাহ আল মামুন
পরিচালক
(প্রশাসন ও অর্থ)

সূচিপত্র

ক্র. নং.	শিরোনাম	পৃষ্ঠা নম্বর
প্রথম অধ্যায়	কমিশনের গঠন, দায়িত্ব ও প্রশাসনিক কাঠামো	১১-২২
দ্বিতীয় অধ্যায়	প্রশাসন উইং এর কার্যক্রম	২৩-৩২
তৃতীয় অধ্যায়	কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক ও মানব সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম	৩৩-৪৩
চতুর্থ অধ্যায়	আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগের কার্যক্রম	৪৪-৫৮
পঞ্চম অধ্যায়	বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের কার্যক্রম	৫৯-৭২
ষষ্ঠ অধ্যায়	বাণিজ্য নীতি বিভাগের কার্যক্রম	৭৩-৮৯
সপ্তম অধ্যায়	প্রকল্প সংক্রান্ত কার্যক্রম	৯০-৯১
অষ্টম অধ্যায়	কমিশনের সাফল্য ও চ্যালেঞ্জসমূহ	৯২

সারণি

সারণি: ০১	স্থায়ী কমিটি	১৩
সারণি: ০২	কমিশনের জনবল কাঠামো	১৪
সারণি: ০৩	কমিশনে কর্মরত জনবল ও শূন্য পদের বিবরণী	১৫
সারণি: ০৪	কমিশনের চেয়ারম্যানগণের কার্যকাল বিবরণী	১৬
সারণি: ০৫	কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা	১৯
সারণি: ০৬	তথ্য প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিস্তারিত বিবরণ	২৭
সারণি: ০৭	বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিস্তারিত বিবরণ	২৮
সারণি: ০৮	আপিল কর্তৃপক্ষের বিস্তারিত তথ্য	২৮
সারণি: ০৯	বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য (মিলিয়ন ইউ, এস ডলার)	৫৪
সারণি: ১০	বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য (মিলিয়ন ইউ, এস ডলার)	৫৫
সারণি: ১১	বাংলাদেশ ও জাপানের আর্থ-সামাজিক অবস্থার তুলনামূলক চিত্র	৫৫
সারণি: ১২	কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত PTA/FTA Feasibility Study Report	৫৮

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট: ০১	স্থায়ী কমিটি	৯৩
পরিশিষ্ট: ০২	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০২০	৯৪
পরিশিষ্ট: ০৩	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০২৪	৯৯
পরিশিষ্ট: ০৪	বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সাধারণ কার্যনির্বাহের পদ্ধতিমূলক প্রবিধানমালা, ১৯৯২	১০১
পরিশিষ্ট: ০৫	অর্থ ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-২ শাখা হতে ০৪/০২/১৯৯৩ তারিখের বাম/প্র-২/টিসি/৫(৬)/১০ (অংশ-১) নম্বর স্মারক মূলে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের জন্য ১১৫ (একশত পনের) জন জনবলের মঞ্জুরি আদেশ	১০৯
পরিশিষ্ট: ০৬	সাংগঠনিক কাঠামো	১১২

প্রথম অধ্যায়

কমিশনের গঠন, দায়িত্ব ও প্রশাসনিক কাঠামো

১.১ কমিশনের গঠনের আইনগত ভিত্তি

সরকার ১৯৭৩ সালে Protective Duties Act, 1950 (Act No. LXI of 1950) (পরিশিষ্ট-০১) মোতাবেক দেশীয় শিল্পের বিকাশ ও স্বার্থ সুরক্ষা এবং রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন ট্যারিফ কমিশন নামে একটি দপ্তর প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তিতে ১৯৯২ সালে 'ট্যারিফ কমিশন' নামীয় দপ্তরটিকে বিলুপ্ত করে একটি বিধিবদ্ধ সংস্থারূপে (Statutory Public Authority) 'বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন' প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থার পরিবর্তন, কমিশনের কার্যপরিধিতে ব্যাপ্তি এবং কমিশন কর্তৃক বর্তমানে সম্পাদিত কার্যাবলি সুনির্দিষ্টকরণের লক্ষ্যে ২৮ জানুয়ারি ২০২০ কমিশনের বিদ্যমান ১৯৯২ সালের আইন সংশোধন করা হয়। এছাড়াও এ সংশোধনীর মাধ্যমে কমিশনের নাম "বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন" পরিবর্তন করে 'বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন' করা হয়। দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণের মৌলিক দায়িত্ব নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও পরবর্তীতে কমিশন বহুপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য ও বাণিজ্য সংক্রান্ত চুক্তি এবং শুল্ক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পর্যালোচনাপূর্বক সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে আসছে। এ ছাড়া, বহির্বিশ্বে বাংলাদেশী পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার ও অবাধ সেবা-বাণিজ্য নিশ্চিতকল্পে কর্মপন্থা প্রণয়নে কমিশন সরকারকে নিয়মিত পরামর্শমূলক সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে।

১.২ ভিশন

বস্তুনিষ্ঠ ও প্রয়োগিক পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সুরক্ষা এবং বিশ্ব বাণিজ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ়করণ।

১.৩ মিশন

সরকারকে কৌশলগত পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে শুল্কহার যৌক্তিকীকরণ (Tariff Rationalization), দেশীয় শিল্পের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ সংরক্ষণ, দ্বি-পাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক চুক্তির আওতায় দেশীয় পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ, নিয়মিত বাজার পরীক্ষণের মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের বাজারদর স্থিতিশীল রাখার ক্ষেত্রে সরকারকে সহযোগিতা প্রদান।

১.৪ কমিশনের দায়িত্ব

কমিশন সরকারের চাহিদা এবং বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অথবা স্ব-উদ্যোগে শুল্কহার যৌক্তিকীকরণ ও বাণিজ্য নীতি বিষয়ে সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে। নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের বাজারদর স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে কমিশন নিয়মিতভাবে পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারদর সংক্রান্ত প্রতিবেদন সরকারের নিকট প্রেরণ করে। তাছাড়া, আপদকালীন সংকট মোকাবেলায় পণ্যের মজুদ, সরবরাহ, ইত্যাদির হালনাগাদ তথ্য সরকারকে সরবরাহ করে। বিভিন্ন দ্বি-পাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির আওতায় বাণিজ্য সুবিধা আদায় ও প্রদানের বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান নির্ধারণে কমিশন সরকারকে বস্তুনিষ্ঠ ও প্রায়োগিক পরামর্শ প্রদান করে। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন (সংশোধন) আইন ২০২০ (পরিশিষ্ট-০২) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কমিশন মুক্ত বাণিজ্য এলাকা সম্পর্কিত চুক্তির সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের সমীক্ষা পরিচালনা করে থাকে। কাষ্টমস আইন, ২০২৩ এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে অসাধু বাণিজ্যের হাত থেকে দেশীয় শিল্পকে সুরক্ষা প্রদানের নিমিত্ত এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড শুল্কারোপ সংক্রান্ত তদন্ত ও সুপারিশ প্রদান করার বিষয়ে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ হিসেবে (Designated Authority) দায়িত্বপালন করে আসছে।

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন (সংশোধিত) আইন, ২০২০ এর ৭ ধারা অনুযায়ী কমিশন দেশীয় পণ্য ও সেবা রপ্তানি বৃদ্ধিকল্পে দেশীয় শিল্পের বিকাশ স্বার্থ সংরক্ষণ শিল্পপণ্য উৎপাদন ও বিপণনে দক্ষতাবৃদ্ধি, প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি এবং আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে তুলনামূলক সুবিধা (comparative advantage) নিরূপণকল্পে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে কমিশন সরকারকে পরামর্শ প্রদান করবে:

(ক) শুল্কনীতি পর্যালোচনাক্রমে শুল্কহার যৌক্তিকীকরণ;

(খ) আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও বহু-পাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি;

(গ) এন্টি ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড সংক্রান্ত আইন ও বিধি অনুযায়ী দেশিয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ;

(ঘ) ট্রানজিট ও ট্রান্সশিপমেন্ট ট্রেড, জিএসপি (Generalized szstem of Preference), রুলস অব অরিজিন (Rules of Origin) ও অন্যান্য অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য;

(ঙ) শিল্প, বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও শুল্ক নীতি প্রণয়ন;

(চ) বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ে উদ্ভূত যে কোন সমস্যা সমাধানে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ছ) Protective Duties Act, 1950 (Act No. LXI of 1950) এর আলোকে সুনির্দিষ্ট মেয়াদে সংরক্ষণমূলক আমদানি শুল্ক (Protective Duties of Customs) আরোপ;

(জ) শিল্প সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণপূর্বক দেশীয় পণ্য ও সেবার রপ্তানি বৃদ্ধি;

(ঝ) আমদানি ও রপ্তানিযোগ্য পণ্য বা সেবাসমূহের হারমোনাইজড সিস্টেম কোড;

(ঞ) বৈদেশিক বাণিজ্য পরিবীক্ষণ; এবং

(ট) আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তারকারী নীতিমালা ও রীতিনীতি।

উপরে উল্লেখিত বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান ছাড়াও কমিশন নিম্নোক্ত কার্যাবলি পরিচালনা করে থাকে-

(ক) এন্টি-সারকামভেনশন সংক্রান্ত তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা;

(খ) বাংলাদেশ হইতে রপ্তানিকৃত পণ্য ও বাণিজ্যের উপর অন্য দেশ কর্তৃক গৃহীত বাণিজ্য প্রতিবিধান সংক্রান্ত পদক্ষেপ (এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং, সেইফগার্ড মেজার্স ও এন্টি-সারকামভেনশন) এর পরিপ্রেক্ষিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত দেশীয় রপ্তানিকারকগণকে সহায়তা প্রদান;

(গ) নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাজারদর নিরীক্ষণ ও পর্যালোচনা;

(ঘ) বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আওতায় বিভিন্ন বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তিতে সরকারকে সহায়তা প্রদান;

(ঙ) বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ, ডাটাবেজ সংরক্ষণ, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ এবং জনস্বার্থে উক্ত তথ্যসমূহ সরকার ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ;

(চ) অন্যান্য দেশের সহিত বাংলাদেশের অগ্রাধিকারমূলক বা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাব্যতা যাচাই এবং এতদসংক্রান্ত চুক্তির ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর সম্ভাব্য প্রভাব মূল্যায়ন;

(ছ) সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প, ভোক্তা ও জনসাধারণের স্বার্থ বিবেচনার উদ্দেশ্যে গণশুনানির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ চিহ্নিতকরণ;

(জ) দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অংশীজনদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম (সেমিনার, কর্মশালা ইত্যাদি) গ্রহণ; এবং

(ঝ) দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্যের স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা এবং সমীক্ষা পরিচালনা।

১.৫ বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন এর প্রশাসনিক কাঠামো

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ (৪৩ নং আইন) এর ধারা-৫ অনুসারে একজন চেয়ারম্যান এবং অনূর্ধ্ব তিনজন সদস্য সমন্বয়ে কমিশন গঠিত। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং তাদের চাকুরীর শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হয়। বর্ণিত আইন এর ধারা- ৬ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে চেয়ারম্যান কমিশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেন এবং কমিশনের সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করেন। বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান সরকারের সচিব পদমর্যাদার এবং সদস্যগণ সরকারের অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা। তাছাড়া উক্ত আইনের ধারা-১১ মতে কমিশনের একজন সচিব আছেন যিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং তাঁর চাকুরীর শর্তাবলি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হয়। সম্প্রতি বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০২৪ (পরিশিষ্ট-০৩) এ কমিশনের সচিব পদটির নাম পরিবর্তন করে পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) করা হয়েছে।

কমিশন এর বিভাগসমূহ:

কমিশনের কাজে কাঙ্ক্ষিত গতিশীলতা আনায়ন ও প্রাত্যহিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে কমিশনকে তিনটি বিভাগে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রত্যেক বিভাগে একজন করে সদস্য বিভাগীয় প্রধান হিসাবে কাজ করেন। এ তিন বিভাগের কাজ সুচারুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রতিটি বিভাগের দায়িত্ব সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা আছে।

এছাড়াও বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ এর ধারা-১৩ এবং বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের সাধারণ কার্যনির্বাহের পদ্ধতিমূলক প্রবিধানমালা, ১৯৯২ (পরিশিষ্ট-০৪) এর বিধি-৬ (২) অনুযায়ী নির্ধারিত ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কমিশনকে আলোচনাভিত্তিক, পর্যবেক্ষণমূলক বা বিশ্লেষণাত্মক সহায়তা প্রদান করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি স্থায়ী কমিটি (সারণি-০১) গঠনের বিধান রয়েছে।

সারণি-০১: স্থায়ী কমিটি

ক্রমিক নং	সদস্যগণের পদমর্যাদা	কমিটিতে দায়িত্ব
০১	কমিশনের চেয়ারম্যান	চেয়ারম্যান
০২	কমিশনের সদস্যগণ	সদস্য
০৩	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য (শুল্ক)	সদস্য
০৪	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত ১ জন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	সদস্য
০৫	শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত ১ জন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	সদস্য
০৬	অর্থ মন্ত্রণালয় অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত ১ জন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	সদস্য
০৭	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত ১ জন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	সদস্য
০৮	বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক মনোনীত ১ জন সদস্য	সদস্য
০৯	কমিশনের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	সদস্য-সচিব

১.২ কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো

অর্থ ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-২ শাখা হতে ০৪/০২/১৯৯৩ তারিখের বাম/প্র-২/টিসি/৫(৬)/১০(অংশ-১) নম্বর স্মারক মূলে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশনের জন্য ১১৫ (একশত পনের) জন জনবলের মঞ্জুরি আদেশ (পরিশিষ্ট-০৫) জারি করা হয়। কমিশনের জন্য অনুমোদিত ১১৫ জন জনবলের মধ্যে সরকারের সচিব পদমর্যাদা সম্পন্ন একজন চেয়ারম্যান এবং অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব পদমর্যাদায় তিন জন সদস্যসহ মোট ৩৯ টি পদে কর্মকর্তা এবং অবশিষ্ট ৭৬ টি পদে কর্মচারীর পদ সৃজন করা হয়েছে (সারণি-০২)। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কমিশনের মঞ্জুরীকৃত শ্রেণীভিত্তিক পদসমূহের বিপরীতে কর্মরত জনবল, শূন্য পদের বিবরণী (সারণি-০৩) এবং সাংগঠনিক কাঠামো (পরিশিষ্ট-০৬) দেখানো হলো। এছাড়াও কমিশন গঠনের পর হতে এখন পর্যন্ত দায়িত্ব পালনকারী চেয়ারম্যানগনের নামের তালিকা (সারণি-০৪) এ দেখানো হলো। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী বিধিমালা, ১৯৯৩ অনুযায়ী যুগ্মপ্রধান ও উপপ্রধান পর্যায়ে ৫০% পদে সরকার প্রেষণে কর্মকর্তা নিয়োগ করে থাকে এবং কমিশনের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী সরাসরি/পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কমিশনের মঞ্জুরীকৃত পদসমূহের বিপরীতে কর্মরত জনবল এবং শূন্য পদের বিবরণী (সারণি-০৩) এবং সাংগঠনিক কাঠামো (পরিশিষ্ট-০৬) দেখানো হলোঃ

সারণি-০২: জনবল কাঠামো

ক্রমিক নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	কর্মরত
০১।	চেয়ারম্যান (সরকারের সচিব পদমর্যাদা)	১	১
০২।	সদস্য (অতিরিক্ত/যুগ্মসচিব পদমর্যাদা)	৩	২
০৩।	যুগ্মপ্রধান	৪	৩
০৪।	পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	১	১
০৫।	সিস্টেম এনালিস্ট	১	-
০৬।	উপপ্রধান	৮	৫
০৭।	সহকারী প্রধান	৮	৩
০৮।	গবেষণা কর্মকর্তা	৮	৪
০৯।	একান্ত সচিব	১	০
১০।	সহকারী সচিব (প্রশাসন)	১	১
১১।	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১	১
১২।	লাইব্রেরিয়ান	১	১
১৩।	পাবলিক রিলেশন এন্ড পাবলিকেশন অফিসার	১	১
১৪।	প্রধান সহকারী	১	১
১৫।	একান্ত সহকারী	৪	৪
১৬।	সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর	৫	৪
১৭।	সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	৪	৪
১৮।	উচ্চমান সহকারী	২	২
১৯।	উচ্চমান সহকারী কাম হিসাবরক্ষক	১	১
২০।	ক্যাশিয়ার/কোষাধ্যক্ষ	১	১
২১।	কেয়ারটেকার	১	১
২২।	অভ্যর্থনাকারী	১	১
২৩।	হিসাব সহকারী	২	২
২৪।	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৯	৭
২৫।	কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৪	৪
২৬।	গাড়িচালক	৮	৬
২৭।	ডেসপ্যাচ রাইডার	১	১
২৮।	অফিস সহায়ক	২৬	২৫
২৯।	নিরাপত্তা প্রহরী	৪	৪
৩০।	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	২	১
	সর্বমোট	১১৫	৯২

সারণি-০৩: শ্রেণীভিত্তিক কর্মরত জনবল এবং শূন্য পদের বিবরণী

শ্রেণী বিন্যাস	অনুমোদিত পদসংখ্যা	কর্মরত জনবল	শূন্য পদের সংখ্যা
১ম শ্রেণী	৩৯	২৪	১৫
২য় শ্রেণী	--	--	--
৩য় শ্রেণী	৪৩	৩৭	০৬
৪র্থ শ্রেণী	৩৩	৩১	০২
মোট	১১৫	৯২	২৩

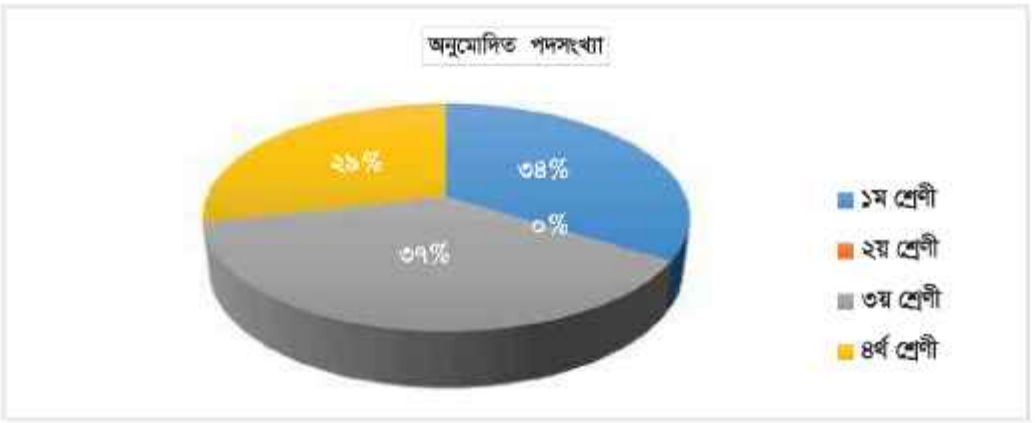

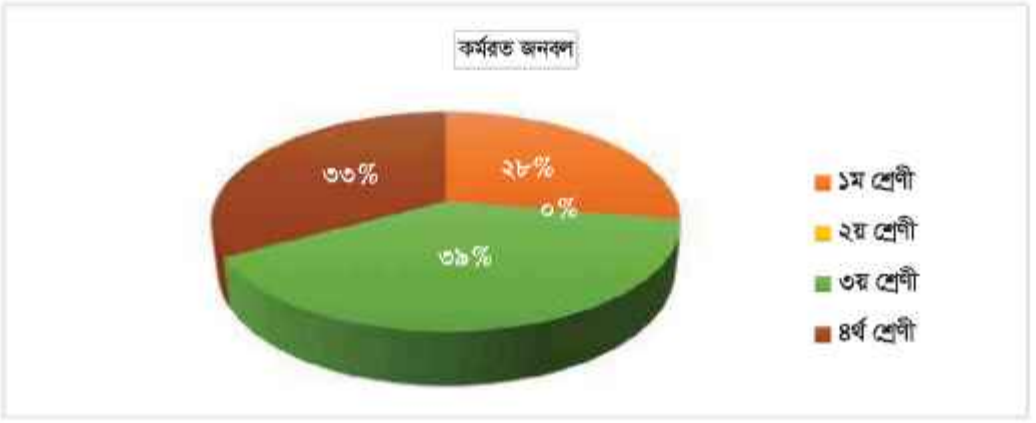

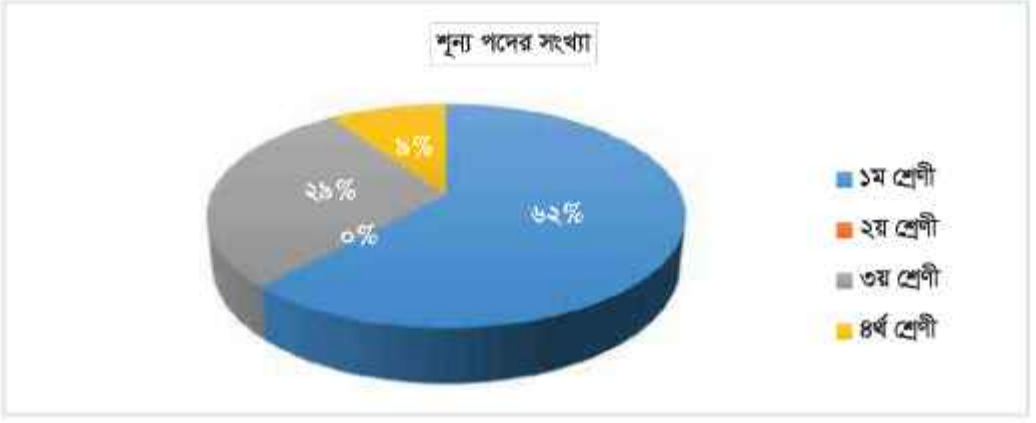

সারণি-০৪: কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয়গণের কার্যকাল বিবরণী

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম	কার্যকাল	
		হতে	পর্যন্ত
১.	আনোয়ারুল হক খান	৩০.১২.১৯৭২	১৫.০৩.১৯৭৬
২.	আব্দুস সামাদ	১৯.০৭.১৯৭৬	২৫.১০.১৯৭৬
৩.	এ. এম. আনিসুজ্জামান	২৬.১০.১৯৭৬	১৯.০১.১৯৭৭
৪.	এ. এম. হায়দার হোসাইন	২০.০১.১৯৭৭	১৪.০২.১৯৮০
৫.	কাজী মোশাররফ হোসেন	১৫.০২.১৯৮০	২৬.১০.১৯৮০
৬.	কমোডর এম. এ রহমান (অবসর প্রাপ্ত)	২৭.১০.১৯৮০	৩০.০১.১৯৮৪
৭.	খঃ মোঃ নূরুল ইসলাম (ভারপ্রাপ্ত)	৩০.০১.১৯৮৪	০৬.০৬.১৯৮৪
৮.	মঞ্জুর মোর্শেদ	০৬.০৬.১৯৮৪	৩১.১০.১৯৮৫
৯.	নাসিম উদ্দীন আহমেদ	০২.১১.১৯৮৫	০৮.০৭.১৯৮৬
১০.	মুসলেহ উদ্দীন আহমদ	০৮.০৭.১৯৮৬	২৯.১১.১৯৮৯
১১.	এম. এ. মালিক	১০.০১.১৯৯০	১৫.১২.১৯৯০
১২.	হাসান আহমদ	১৫.১২.১৯৯০	১৯.০৬.১৯৯১
১৩.	আমিনুল ইসলাম	১৯.০৬.১৯৯১	২৩.১০.১৯৯১
১৪.	ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর	২৩.১০.১৯৯১	০৫.১০.১৯৯৪
১৫.	আবদুল হামিদ চৌধুরী	০৫.১০.১৯৯৪	২২.০৪.১৯৯৬
১৬.	মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম	২৬.০৫.১৯৯৬	২৩.০৭.১৯৯৬
১৭.	এম. এ. এম. জিয়াউদ্দিন	২২.০৮.১৯৯৬	২৩.০২.১৯৯৭
১৮.	আজাদ রুহুল আমিন	০১.০৩.১৯৯৭	০৭.১০.১৯৯৭
১৯.	শামসুজ্জামান চৌধুরী	১৫.১০.১৯৯৭	০৯.১২.১৯৯৭
২০.	মো: মোরশেদ হোসেন	১৮.০২.১৯৯৮	০৪.০১.১৯৯৯
২১.	ড. মোঃ ওসমান আলী	১৫.০২.১৯৯৯	২৬.১০.১৯৯৯
২২.	মোঃ মোরশেদ হোসেন	১৫.১১.১৯৯৯	২৯.০৫.২০০০
২৩.	এ.ওয়াই.বি.আই.সিদ্দিকি	০৭.০৬.২০০০	২২.০৪.২০০১
২৪.	এম আই চৌধুরী	০৭.০৫.২০০১	০৮.০৮.২০০১
২৫.	দেলোয়ার হোসেন (অতিঃ দায়িত্ব)	১১.০৯.২০০১	১৪.১১.২০০১
২৬.	কাজী হুমায়ূন আজাদ বকস্ (অতিঃ দায়িত্ব)	১৫.১১.২০০১	২৩.০৬.২০০২
২৭.	অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী তসলিম	২৩.০৬.২০০২	২২.০৬.২০০৪
২৮.	কাজী মহুমায়ুন আজাদ বকস্ (অতিঃ দায়িত্ব)	২৪.০৬.২০০৪	২৮.১২.২০০৪

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম	কার্যকাল	
		হতে	পর্যন্ত
২৯.	এ.এস.এম. সারওয়ার উদ-দীন (অতিঃ দায়িত্ব)	২৯.১২.২০০৪	০৫.০১.২০০৫
৩০.	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া	০৫.০১.২০০৫	১২.০৯.২০০৫
৩১.	সৈয়দ সুজাউদ্দিন আহম্মদ	১২.০৯.২০০৫	২৭.০৪.২০০৬
৩২.	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	০৩.০৫.২০০৬	০৩.০৭.২০০৬
৩৩.	এ. এফ. এম. সাইফুল ইসলাম (অতিঃ দায়িত্ব)	২৪.০৭.২০০৬	২০.০৮.২০০৬
৩৪.	এবিএম আবদুল হক চৌধুরী	২০.০৮.২০০৬	১৯.০৯.২০০৬
৩৫.	মোঃ আবদুল ওয়াহাব	০৮.১০.২০০৬	২৬.১২.২০০৬
৩৬.	মোঃ শফিকুল ইসলাম	০৯.০১.২০০৭	০৩.০২.২০০৮
৩৭.	ড. সৈয়দ নকীব মুসলিম	১২.০২.২০০৮	১৭.১২.২০০৮
৩৮.	এ.কে.এম আজিজুল হক	১৮.০১.২০০৯	১৯.০৭.২০০৯
৩৯.	ড. মোঃ মজিবুর রহমান	২০.০৭.২০০৯	১৯.০৭.২০১২
৪০.	মোঃ সাহাব উল্লাহ	২২.০৭.২০১২	০৬.০৩.২০১৪
৪১.	মোঃ ইকবাল খান চৌধুরী	০৪.০৩.২০১৪	২৮.০৯.২০১৪
৪২.	ড. মোঃ আজিজুর রহমান	২৮.০৯.২০১৪	১৩.০৯.২০১৫
৪৩.	এটিএম মুর্তজা রেজা চৌধুরী, এনডিসি	১৪.০৯.২০১৫	১২.০১.২০১৬
৪৪.	মুশফেকা ইকফাৎ	২৪.০২.২০১৬	২৬.১০.২০১৭
৪৫.	জহির উদ্দিন আহমেদ, এনডিসি	২৬.১০.২০১৭	২৬.১২.২০১৮
৪৬.	জ্যোতির্ময় দত্ত	২৬.১২.২০১৮	২৬.০৯.২০১৯
৪৭.	মোঃ নূর-উর-রহমান	২৬.০৯.২০১৯	০৮.১২.২০১৯
৪৮.	তপন কান্তি ঘোষ	০৮.১২.২০১৯	০৭.০৭.২০২০
৪৯.	মুনশী শাহাবুদ্দীন আহমেদ	০৭.০৭.২০২০	০৪.১১.২০২১
৫০.	মোঃ আফজাল হোসেন	০৪.১১.২০২১	১৮.০৫.২০২২
৫১.	মাহফুজা আখতার	১৯.০৫.২০২২	২০.০২.২০২৩
৫২.	মোঃ ফয়জুল ইসলাম	২২.০২.২০২৩	৩১.১২.২০২৩
৫৩.	ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন	০১.০১.২০২৪	২৭.০৮.২০২৪
৫৪.	ড. মইনুল খান	২৮.০৮.২০২৪	-

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক ৩১/১২/২০২৩ তারিখ বিদায়ী চেয়ারম্যান জনাব ফয়জুল ইসলাম (সচিব) বিদায় সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক ০১/০১/২০২৪ তারিখ নবাগত চেয়ারম্যান জনাব আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন (সিনিয়র সচিব)কে বরণ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়

সারণি-০৫: কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	টেলিফোন, মোবাইল ও ই-মেইল	ছবি
১	**ড. মইনুল খান** চেয়ারম্যান (সচিব)	ফোন : +৮৮০২২২২২২০২০৯ ফ্যাক্স : +৮৮ ০২ ৯৩৪০২৪৫ মোবাইল : ০১৭৮৭৬৬২৮৯৯ ইমেইল : chairman@btc.gov.bd	
২	সদস্য (আন্তর্জাতিক সহযোগিতা)	ফোন : +৮৮-০২-৪৮৩১৩৫৬৫ মোবাইল : ইমেইল : member_icd@btc.gov.bd	
৩	**খন্দকার জহিরুল ইসলাম** সদস্য (বাণিজ্য নীতি)	ফোন : +৮৮-০২-৫৮৩১০৪৯৬ মোবাইল : ০১৭১৫১৪৬১৪৪ ইমেইল : member_tpd@btc.gov.bd	
৪	**মোঃ এনামুল হক** সদস্য (বাণিজ্য প্রতিবিধান)	ফোন : +৮৮-০২-৫৮৩১০৪৯৯ মোবাইল : ০১৭২৬৭৫৯৩৮৩ ইমেইল : member_trd@btc.gov.bd	
৫	**এ কে এম মকসুদুল আরেফীন** যুগ্মপ্রধান (বাণিজ্য নীতি)	ফোন : +৮৮-০২-৫৮৩১০৪৯৯ মোবাইল : ০১৭১১৭৮০৬২৬ ইমেইল : arefin4600@gmail.com	
৬	যুগ্মপ্রধান (বাণিজ্য প্রতিবিধান)	ফোন : +৮৮-০২-৫৮৩১১৭৩০ মোবাইল : ইমেইল :	
৭	**আবদুল্লাহ আল মামুন** পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	ফোন : +৮৮-০২-৫৮৩১০৩৩২ মোবাইল : ০১৩১৯৮৭১৫৯০ ইমেইল : secretary@btc.gov.bd	

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	টেলিফোন, মোবাইল ও ই-মেইল	ছবি
৮	**মোঃ মশিউল আলম** যুগ্মপ্রধান (আন্তর্জাতিক সহযোগিতা)	ফোন : +৮৮-০২- ৫৮৩১০৩৪১ মোবাইল : ০১৭১১২৪২৮২৩ ইমেইল : moshiul.alam@btc.gov.bd	
৯	**মোঃ মামুন-উর-রশীদ আসকারী** যুগ্মপ্রধান (আন্তর্জাতিক সহযোগিতা)	ফোন : +৮৮-০২-৫৮৩১১৭৬৭ মোবাইল : ০১৭১২১৬৯৮৫৫ ইমেইল : mamun.askari@btc.gov.bd	
১০	**মোঃ রায়হান উবায়দুল্লাহ** উপপ্রধান (বাণিজ্য প্রতিবিধান)	ফোন : +৮৮-০২-৫৮৩১০৩৩৫ মোবাইল : ০১৯১১২৩৩৬৪১ ইমেইল : raihan.ubaidullah@btc.gov.bd	
১১	**মোঃ আব্দুল জব্বার** উপপ্রধান (বাণিজ্য প্রতিবিধান)	ফোন : +৮৮-০২- মোবাইল : ০১৯১১৯২৮৭০৫ ইমেইল : jabbar212du@yahoo.com	
১২	**মোঃ মাহমুদুল হাসান** উপপ্রধান (বাণিজ্য নীতি)	ফোন : +৮৮-০২-৪৮৩২০৩৮৯ মোবাইল : ০১৭১২২৮৪৬৯১ ইমেইল : mahmodul.hasan@btc.gov.bd	
১৩	**এস, এম, সুমাইয়া জাবীন** উপপ্রধান (আন্তর্জাতিক সহযোগিতা)	ফোন : +৮৮-০২-৫৮৩১০৫১৯ মোবাইল : ০১৭৫২৫২৯৭৬৫ ইমেইল : sumaiya.zabeen@btc.gov.bd	
১৪	**মোঃ আব্দুল লতিফ** উপপ্রধান (আন্তর্জাতিক সহযোগিতা)	ফোন : +৮৮-০২-৫৮৩১০৫০৫ মোবাইল : ০১৭১৭৪০৮৭৬৫ ইমেইল : abdul.latif@btc.gov.bd	

ক্রম নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	টেলিফোন, মোবাইল ও ই-মেইল	ছবি
১৫	চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব	ফোন : +৮৮-০২-২২২২০২৫ মোবাইল : ইমেইল : pschairman@btc.gov.bd	
১৬	**মির্জা আবুল ফজল মোঃ তৌহীদুর রহমান** সহকারী প্রধান (আন্তর্জাতিক সহযোগিতা)	ফোন : +৮৮-০২-৪৮৩১৬১০৪ মোবাইল : ০১৯৩৭৮৫৯৮৪৩ ইমেইল : mirza.rahman@btc.gov.bd	
১৭	**মহিনুল করিম খন্দকার** সহকারী প্রধান (বাণিজ্য প্রতিবিধান)	ফোন : +৮৮-০২-৪৮৩১৬১০৪ মোবাইল : ০১৬৮৬২৬৭৩৯৬ ইমেইল : mohinul.karim@gmail.com	
১৮	**কাজী মনির উদ্দীন** সহকারী প্রধান (আন্তর্জাতিক সহযোগিতা)	ফোন : +৮৮-০২-৪৮৩১৬১০৪ মোবাইল : ০১৯১১৭২১৮৯৮ ইমেইল : kazi.monir@btc.gov.bd	
১৯	**লোকমান হোসেন** সহকারী প্রধান (চলতি দায়িত্ব) (বাণিজ্য নীতি)	ফোন : +৮৮-০২-৫৮৩১০৩২৩ মোবাইল : ০১৭১৭৩৪৪৮৯৩ ইমেইল : lokman.hossain@btc.gov.bd	
২০	**মোঃ ময়েন উদ্দিন মোল্লা** গ্রন্থাগারিক (প্রশাসন শাখা)	ফোন : +৮৮-০২-৪৮৩১৬১০৪ মোবাইল : ০১৯১২০২৩৫৫২ ইমেইল : mayen.molla@btc.gov.bd	
২১	**এইচ. এম. শরিফুল ইসলাম** পিআর এন্ড পিও (প্রশাসন শাখা)	ফোন : +৮৮-০২-৪৮৩১৬১০৪ মোবাইল : ০১৭২৪৮৯৪০৩৬ ইমেইল : prandpo@btc.gov.bd	

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	টেলিফোন, মোবাইল ও ই-মেইল	ছবি
২২	**মোহাম্মদ রায়হান** গবেষণা কর্মকর্তা (বাণিজ্য নীতি)	ফোন : +৮৮-০২-৪৮৩১৬১০৪ মোবাইল : ০১৫৩৪৬৫৮৪৯৬ ইমেইল : mohammad.rayhan@btc.gov.bd	
২৩	**মুহাম্মদ মিনহাজ উদ্দিন** গবেষণা কর্মকর্তা (আন্তর্জাতিক সহযোগিতা)	ফান : +৮৮-০২-৪৮৩১৬১০৪ মোবাইল : ০১৭১৯০৫৬৭৪২ ইমেইল : minhaj.uddin@btc.gov.bd	
২৪	**মোঃ আরিফ হোসেন** গবেষণা কর্মকর্তা	ফোন : +৮৮-০২-৪৮৩১৬১০৪ মোবাইল : ০১৬২২৭৫৭১১৭ ইমেইল : arif.hossain@btc.gov.bd	
২৫	**মোহাম্মদ হুমায়ূন কবীর** সহকারী সচিব (প্রশাসন)	ফোন : +৮৮-০২-৪৮৩১৬১০৪ মোবাইল : ০১৭১৫৪৪০৪৭৮ ইমেইল : ass tsecretary@btc.gov.bd	
২৬	**ইউছুপ মোহাম্মদ তউলাদ ইকবাল** হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (প্রশাসন শাখা)	ফোন : +৮৮-০২-৫৮৩১০৫১১ মোবাইল : ০১৭১১০০১৭০২ ইমেইল : accounts_office@btc.gov.bd	

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রশাসন উইং এর কার্যক্রম

২.০ প্রশাসন বিভাগ

কমিশনের প্রশাসনিক কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য সরকার কর্তৃক নিয়োজিত একজন পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) রয়েছেন। তিনি বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ এর ধারা-১১ অনুসারে কমিশনের বাজেট প্রস্তুত করে অনুমোদনের জন্য কমিশনের নিকট উপস্থাপন, কমিশনের হিসাব সংরক্ষণ, হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রণয়ন, অর্থ ও সম্পত্তি সংরক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন এবং দলিল ও কাগজপত্র সংরক্ষণ করেন। কমিশনের প্রশাসনিক কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা তাঁর দায়িত্ব। প্রশাসনিক, আর্থিক ও অন্যান্য কার্যক্রমে পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) সহায়তা প্রদানের জন্য একজন সহকারী সচিব (প্রশাসন), একজন হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, একজন গ্রন্থাগারিক এবং একজন জনসংযোগ ও প্রকাশনা কর্মকর্তা রয়েছেন।

২.১.০ কমিশনের আর্থিক প্রতিবেদন

কমিশনের বাজেট সরকারের রাজস্ব বাজেটের প্রাতিষ্ঠানিক কোড/অপারেশন কোড নং ১৩১ ০০২৮০০- বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন ৩৬৩১- আবর্তক অনুদান ও ৩৬৩২- মূলধন অনুদান এর অন্তর্ভুক্ত। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কমিশনের জন্য ৩৬৩১- আবর্তক অনুদান খাতে ১২,০৩,০০,০০০.০০ (বার কোটি তিন লক্ষ) টাকা এবং ৩৬৩২- মূলধন অনুদান খাতে ৩২,০০,০০০.০০ (বত্রিশ লক্ষ) টাকাসহ সর্বমোট ১২,৩৫,০০,০০০.০০ (বার কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ) টাকা মাত্র বরাদ্দ পাওয়া যায়।

২.১.১ বিভিন্ন খাতে বরাদ্দের বিবরণ (অর্থবছর: ২০২৩-২০২৪)

ক্রমিক নম্বর	কোড নম্বর	খাতসমূহ	বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)
০১	৩১১১	নগদ মজুরি ও বেতন	৭,৫৬,৬০,০০০/-
০২	৩২১১	প্রশাসনিক ব্যয়	৯৬,০০,০০০/-
০৩	৩২২১	ফি, চার্জ ও কমিশন	৪,০০,০০০/-
০৪	৩২৩১	প্রশিক্ষণ	৩২,০০,০০০/-
০৫	৩২৪৩	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	২৮,৪০,০০০/-
০৬	৩২৪৪	ভ্রমণ ও বদলি	৩০,০০,০০০/-
০৭	৩২৫৫	মুদ্রণ ও মনিহারি	২৬,০০,০০০/-
০৮	৩২৫৬	সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল	৯,০০,০০০/-
০৯	৩২৫৭	পেশাগত সেবা, সম্মানী ও বিশেষ ব্যয়	৯৮,০০,০০০/-
১০	৩২৫৮	মেরামত ও সংরক্ষণ	৪০,০০,০০০/-
১১	৩৪২১	অভ্যন্তরীণ ঋণের ওপর সুদ	২৫,০০,০০০/-
১২	৩৭৩১	চাকরি সম্পর্কীয় নগদ সামাজিক সুবিধাদি	৫৮,০০,০০০/-
১৩	৪১২২	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	২৪,০০,০০০/-
১৪	৪১১৩	অন্যান্য স্থায়ী সম্পদ	৮,০০,০০০/-
		সর্বমোট	১২,৩৫,০০,০০০/-

২.১.২ বিভিন্ন খাতে ব্যয়ের বিবরণ (অর্থবছর: ২০২৩-২০২৪)

ক্রমিক নম্বর	কোড নম্বর	খাতসমূহ	ব্যয়ের পরিমাণ (টাকা)
০১	৩১১১	নগদ মজুরি ও বেতন	৬,৫৩,৮৪,৩৮০.৬৩/-
০২	৩২১১	প্রশাসনিক ব্যয়	৭১,২৯,৬৯৫.৬৬/-
০৩	৩২২১	ফি, চার্জ ও কমিশন	৩,১৭,৩৪৯.০০/-
০৪	৩২৩১	প্রশিক্ষণ	২২,১৫,৮৩১.০০/-
০৫	৩২৪৩	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	২৫,৭৯,৫৩৩.৫০/-
০৬	৩২৪৪	ভ্রমণ ও বদলি	২৪,৮৫,৪৩৮.০৩/-
০৭	৩২৫৫	মুদ্রণ ও মনিহারি	১৬,৯৬,৩০৬.৮৩/-
০৮	৩২৫৬	সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল	৪,৩৫২৬৫.০০/-
০৯	৩২৫৭	পেশাগত সেবা, সম্মানী ও বিশেষ ব্যয়	৬১,৪৭,৯৯০.০০/-
১০	৩২৫৮	মেরামত ও সংরক্ষণ	২৯,০০,৪৫১.০০/-
১১	৩৪২১	অভ্যন্তরীণ ঋণের ওপর সুদ	১৮,৩৮,৭০১.২৪/-
১২	৩৭৩১	চাকরি সম্পর্কীয় নগদ সামাজিক সুবিধাদি	৪৫,৭৭,৫৩২.০০/-
১৩	৪১২২	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	১৮,১৫,২৬৪.৬১/-
১৪	৪১১৩	অন্যান্য স্থায়ী সম্পদ	১,৩৩,৪৮৪.০০/-
		সর্বমোট	**৯,৯৬,৫৪,২২২.৫০/-**

২.১.৩ বিভিন্ন বছরের মোট বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের তুলনামূলক বিবরণী

অর্থ বছর	মোট বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)	মোট ব্যয়ের পরিমাণ (টাকা)	ব্যয়ের শতকরা হার
২০২০-২০২১	১২,৯৮,১৫,০০০/-	৮,৬৪,১৬,০৬৭/-	৬৭%
২০২১-২০২২	১৩,১৪,৮৯,০০০/-	৯,৩৩,৮৪,৯২২/-	৭১%
২০২২-২০২৩	১৩,১৭,০০,০০০/-	৭,৯৮,১৪,৩৬৩/-	৬১%
২০২৩-২০২৪	১২,৩৫,০০,০০০/-	৯,৯৬,৫৪,২২২/-	৮১%

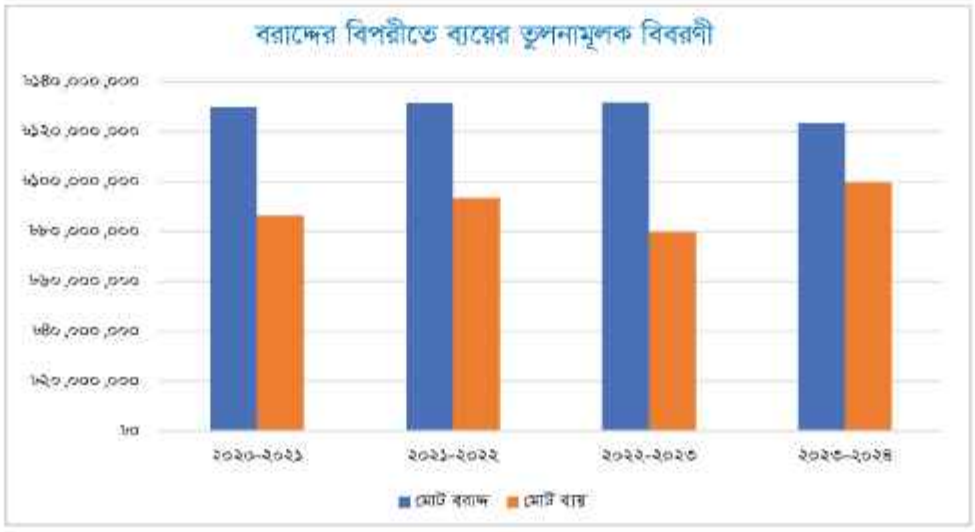

২.১.৪ সরকারি কোষাগারে জমা

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত ১২,৩৫,০০,০০০.০০ (বার কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ) টাকার বিপরীতে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ৯,৯৬,৫৪,২২২/৫০ (নয় কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ চুয়ান্ন হাজার দুইশত বাইশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা) মাত্র। ০২ (দুই) জন গবেষণা কর্মকর্তার পদ নিয়োগে বিলম্ব হওয়ায় ও ০১ (এক) জন সদস্য, ০৩ (তিন) জন যুগ্মপ্রধান এবং ০৫ (পাঁচ) জন উপপ্রধান প্রেষণে কর্মকর্তার বদলীজনিত কারণে পদ শূন্য থাকায়, ০৭ (সাত) জন কর্মচারী চাকরি ত্যাগ করার কারণে শূন্য থাকায়, ০১ (এক) জন কর্মচারী মৃত্যুবরণ করায়, ০১ (এক) জন কর্মকর্তা ও ০২ (দুই) জন কর্মচারী বাসা বরাদ্দ পাওয়ায়, সময়মত সেমিনার অনুষ্ঠান করা সম্ভবপর না হওয়ায়, সময়মত বিল না পাওয়ায়, প্রকাশনার বিল প্রাপ্তিতে বিলম্বের কারণে, বৈদেশিক প্রশিক্ষণ বন্ধ থাকায়, ই-জিপি টেন্ডার সম্পন্ন হতে বিলম্ব হওয়ায়, জার্নাল প্রকাশে বিলম্বের কারণে, গবেষণা নীতিমালা অনুমোদিত না হওয়ায়, সিস্টেম এনালিস্ট এর পদটি শূন্য থাকায় তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি ক্রয়ে বিলম্বের কারণে ৩৬৩১-আবর্তক অনুদান খাতে ২,২২,৪৬,৫২৬/১১ (দুই কোটি বাইশ লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার পাঁচশত ছাব্বিশ টাকা এগার পয়সা) মাত্র এবং ৩৬৩২-মূলধন অনুদান খাতে ১২,৫১,২৫১/৩৯ (বার লক্ষ একান্ন হাজার দুইশত একান্ন টাকা উনচল্লিশ পয়সা) মাত্রসহ সর্বমোট ২,৩৪,৯৭,৭৭৭/৫০ (দুই কোটি চৌত্রিশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার সাতশত সাতাত্তর টাকা পঞ্চাশ পয়সা) মাত্র অব্যয়িত/উদ্বৃত্ত থাকার প্রধান কারণ। এছাড়া, অর্থ বিভাগের পরিপত্রের আলোকে অতিরিক্ত বিভাজনকৃত অর্থ এ-চালান নং-২৩২৪-০০৪১৪৭৯৬৯৫১ তারিখ: ২৩-০৬-২০২৪ এর মাধ্যমে কোড নং-৮১১৩৫০৯-ব্যক্তিগত লেজার অ্যাকাউন্টে জমাকৃত ৩,৪৮,০০০/- (তিন লক্ষ আটচল্লিশ হাজার) টাকা মাত্রসহ সর্বমোট অব্যয়িত ২,৩৮,৪৫,৭৭৭/৫০ (দুই কোটি আটত্রিশ লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার সাতশত সাতাত্তর টাকা পঞ্চাশ পয়সা) মাত্র iBAS++ সিস্টেমে PL-Account এ থেকে যায়।

২.২ গ্রন্থাগার

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের গ্রন্থাগারটি বাণিজ্য ও শিল্প বিষয়ে একটি বিশেষায়িত গ্রন্থাগার। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের রাজস্ব খাত হতে কমিশনের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা অটোমেশন (Library Management System) করা হয়। গ্রন্থাগারের দায়িত্ব কমিশনের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) এর তত্ত্বাবধানে একজন গ্রন্থাগারিকের ওপর ন্যস্ত। গ্রন্থাগারে সংগ্রহ সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

- শিল্প, বাণিজ্য, অর্থনীতি, ব্যবস্থাপনা, ব্যবসায় প্রশাসন, পরিসংখ্যান, বাংলাপিডিয়া, বিশ্বকোষ এবং বাংলাদেশের আইন ও সংশ্লিষ্ট বিধি সংক্রান্ত পুস্তকাদি।
- কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন, বাণিজ্য ও শিল্প বিষয়ে প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন সেক্টরের ওপর গবেষণা প্রতিবেদন।
- বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনা।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত ট্যারিফ ভ্যালু, বাজেট বক্তৃতা, অর্থ বিল, অর্থ আইন, ট্যারিফ সিডিউল, শুল্ক প্রজ্ঞাপন, ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক।
- WTO, UNCTAD, World Bank, IMF ইত্যাদি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্য তথ্যভিত্তিক প্রকাশনা।
- FBCCI, DCCI, MCCI ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের শিল্প ও বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বিশেষ প্রতিবেদনসমূহ ।
- কমিশনের কাজের সাথে সম্পৃক্ত ব্যবসা-বাণিজ্য ও সরকারি চাকুরি সংক্রান্ত আইন ও বিধানাবলী ওপর পুস্তকাদি।
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিভিন্ন পুস্তকাদি।

২.৩ গবেষণা ও প্রকাশনা

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের প্রকাশনা সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) তত্ত্বাবধানে একজন জনসংযোগ ও প্রকাশনা কর্মকর্তা রয়েছে। কমিশনের প্রতি অর্থবছরের সামগ্রিক কার্যাবলীর ওপর প্রণীত বার্ষিক প্রতিবেদন, কমিশন প্রণীত "Bangladesh Journal of Tariff and Trade" শীর্ষক জার্নাল প্রকাশনার দায়িত্ব জনসংযোগ ও প্রকাশনা কর্মকর্তার ওপর ন্যস্ত। এছাড়া কমিশন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মূলত একটি গবেষণাধর্মী সংস্থা হওয়ায় সরকার

নির্দেশিত দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয় ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কিত সুপারিশ এবং স্বপ্রণোদিতভাবে দেশের সম্ভাবনাময় স্থানীয় বিভিন্ন খাতের উন্নয়ন সংক্রান্ত সুপারিশ প্রতিবেদন আকারে সরকারের কাছে প্রেরণ করে থাকে। এসব প্রতিবেদন প্রথমে কমিশনের ওয়েবসাইটে এবং পরবর্তীতে মুদ্রণ করে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

২.৩. কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত প্রকাশনা

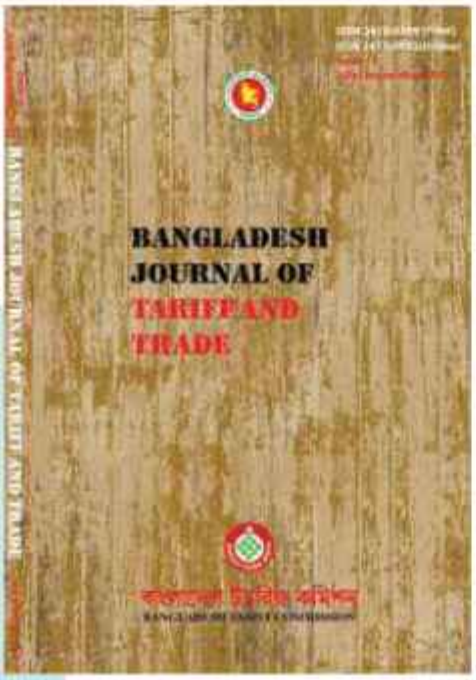

Bangladesh Journal of
Tariff and Trade

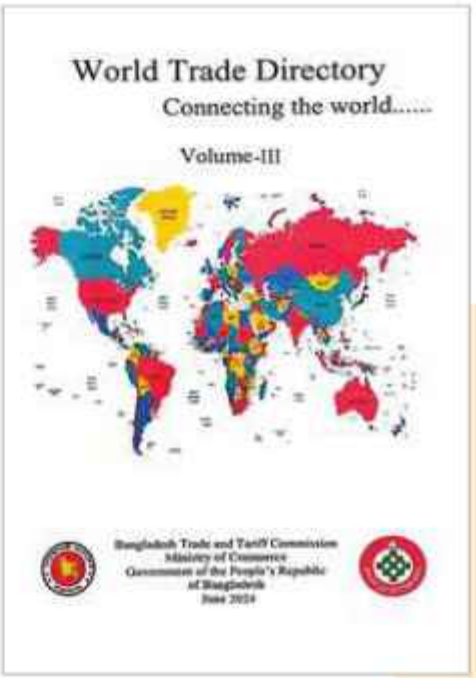

World Trade Directory
2012 & 2024

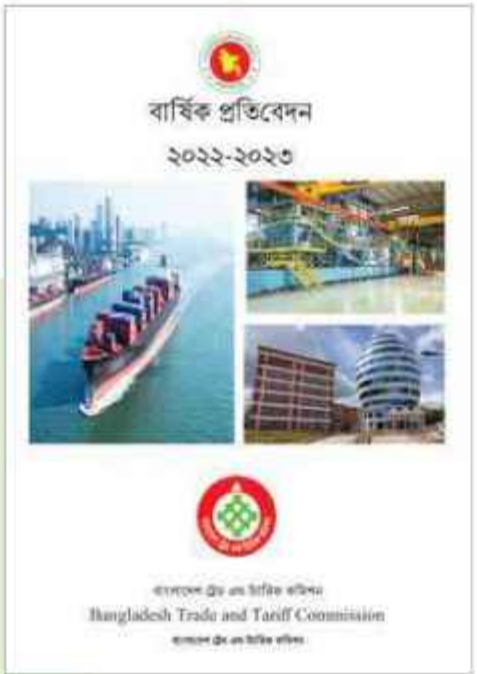

Annual Report of BTTC

২.৪ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়ন

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নে তথ্য কমিশন প্রণীত তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়ন নির্দেশিকা অনুসরণে প্রণয়নকৃত বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা, ২০১৫ বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয় (বিজি প্রেস), তেজগাঁও, ঢাকা হতে প্রকাশিত হয় । তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ধারা ১০ (১) অনুসারে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনে তথ্য প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সারণি-০৬) ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সারণি-০৭) নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। আপিল কর্তৃপক্ষসহ তাদের নাম ও বিস্তারিত তথ্য (সারণি-০৮) কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে এবং তথ্য কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশন প্রণীত তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা প্রণয়ন নির্দেশিকা অনুসরণে প্রণয়নকৃত বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা, ২০১৫ বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয় (বিজি প্রেস), তেজগাঁও, ঢাকা হতে প্রকাশিত হয়। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ধারা ১০ (১) অনুসারে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনে তথ্য প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সারণি-০৬) ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সারণি-০৭) নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। আপিল কর্তৃপক্ষসহ তাদের নাম ও বিস্তারিত তথ্য (সারণি-০৮) কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে এবং তথ্য কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

গত ১২ জুন ২০২৪ তারিখে কমিশনের সম্মেলন কক্ষে কমিশনের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত "তথ্য অধিকার আইন, ২০১৯ ও এর বিধিমালা" বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমিশনের চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন।

আপিল কর্তৃপক্ষসহ বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিয়োগকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিস্তারিত তথ্য নিম্নরূপ:

সারণি-০৬: তথ্য প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিস্তারিত বিবরণ

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও পদবি	ফোন, মোবাইল, ফ্যাক্স,	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও পদবি
এইচ.এম. শরিফুল ইসলাম পাবলিক রিলেশন এন্ড পাবলিকেশন অফিসার বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	ফোন : ৪৮৩১৬১৪০ মোবাইল : ০১৭২৪৮৯৪০৩৬ ফ্যাক্স : ৯৩৪০২৪৫ ই-মেইল : prandpo@btc.gov.bd	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন ১ম ১২ তলা সরকারি অফিস ভবন সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

সারণি-০৭: বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিস্তারিত তথ্য

বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	ফোন, মোবাইল, ফ্যাক্স,	বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
মোহাম্মদ হুমায়ূন কবীর সহকারী সচিব (প্রশাসন) বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	ফোন : ৪৮৩১৬১৪০ মোবাইল : ০১৭১৫৪৪০৪৭৮ ফ্যাক্স : ৯৩৪০২৪৫ ই-মেইল : asstsecretary@btc.gov.bd	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন ১ম ১২ তলা সরকারি অফিস ভবন সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

সারণি-০৮: আপিল কর্তৃপক্ষের তথ্য

আপিল কর্তৃপক্ষ	ফোন, মোবাইল, ফ্যাক্স,	আপিল কর্তৃপক্ষ
চেয়ারম্যান বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	ফোন : ৯৩৪০২০৯ মোবাইল : ০১৭৮৭৬৬২৮৯৯ ফ্যাক্স : ৯৩৪০২৪৫ ই-মেইল : chairman@btc.gov.bd	ফোন : ৯৩৪০২০৯ মোবাইল : ০১৭৮৭৬৬২৮৯৯ ফ্যাক্স : ৯৩৪০২৪৫ ই-মেইল : chairman@btc.gov.bd

২.৫ ইনোভেশন ও সংস্কার কার্যক্রম

২.৫.১ ই-রিকুইজিশন ও ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার বাস্তবায়নের মাধ্যমে অভিযান প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ

ই-রিকুইজিশন ও ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারটি বাস্তবায়ন অনলাইন ভিত্তিক বিধায় এটি দাপ্তরিক কাজের সময় সাশ্রয় করে এবং এর মাধ্যমে স্টোরের মালামাল/দ্রব্যাদির সঠিক হিসাব রাখা সম্ভব হচ্ছে ও প্রাপ্যতা অনুযায়ী বিতরণ সহজ হচ্ছে।

বর্ণিত সিস্টেমে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্টসমূহ নিম্নরূপ:

- স্টোরের বিদ্যমান মালামাল/দ্রব্যাদির হিসাব সংরক্ষণ ও প্রতিবেদন তৈরি;
- বিদ্যমান মালামাল/দ্রব্যাদি বিতরণের হিসাব সংরক্ষণ ও প্রতিবেদন তৈরি;
- স্টোরের বিদ্যমান মালামাল/দ্রব্যাদির পরিমাণ যাচাইপুর্ব মালামাল/দ্রব্যাদির তালিকা তৈরি;
- স্টোরের মালামাল/দ্রব্যাদির ক্রয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ক্রয়ের অধিযাচন পত্র দাখিল করা;
- স্টোরের মালামাল/দ্রব্যাদির ক্রয় সম্পন্ন হলে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের ম্যামো/ইনভয়েস সফটওয়্যারের মাধ্যমে গ্রহণ;
- মেমো/ইনভয়েস অনুসারে মালামালের সঠিক পরিমাণ সফটওয়্যারে লিপিবদ্ধকরণ ও যাচাইপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গ্রহণকৃত মালামাল/দ্রব্যাদি তালিকা।

২.৫.২ ই-লাইব্রেরি

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের রাজস্ব খাত হতে কমিশনের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা অটোমেশন (Library Management System) করা হয়। লাইব্রেরি অটোমেশন ব্যবস্থায় অনুমোদিত ব্যবহারকারী যে কোন স্থান থেকে তার প্রয়োজনীয় বই-পুস্তক/প্রতিবেদন অনুসন্ধান করতে পারবে এবং তার চাহিদার কথা জানাতে পারবে। ই-লাইব্রেরির (Library Management System) এ অংশ হিসেবে কমিশনের সকল প্রকার পুস্তক ও প্রকাশনা সফটওয়ারে ইনডেক্সিকরণসহ প্রতিবেদনসমূহ স্ক্যানপূর্বক সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিদ্যমান ব্যবস্থায় সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত যে কোন প্রতিবেদন পড়া, ডাউনলোড ও প্রিন্ট করার সুযোগ রয়েছে।

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের Help Desk এর সংস্কার সাধন করা হয়

২০২৩-২৪ অর্থ বছরে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের লাইব্রেরি আধুনিকায়ন করা হয়

২.৫.৩ ওয়ার্ল্ড ট্রেড ডিরেক্টরি-২০২৪

WTO-এর সদস্যভুক্ত ১৬৪টি দেশ এবং অবজারভার ২৫টিসহ মোট ১৮৯টি সদস্যের Director তৈরির উদ্দেশ্যে কমিশনের সাবেক সদস্য জনাব শীষ হায়দার চৌধুরী এনডিসি এর নেতৃত্বে এবং কমিশনের উপ-প্রধান মোঃ আব্দুল লতিফ-কে সদস্য-সচিব করে ২২ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তিতে কমিটিতে আর ৪জন অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কমিটি দীর্ঘ ৫মাস নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে WTO এর ১৮৯টি সদস্যের বিভিন্ন তথ্য সম্বলিত World Trade Directory প্রস্তুত করা হয়। এই Directory-টি গবেষক, একাডেমিক, শিক্ষক/প্রশিক্ষক এবং নেগোশিয়েটরের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। Directory-টিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে WTO -এর সদস্যের ম্যাপ, মহাদেশ, রাজধানী, মুদ্রা, আয়তন, জনসংখ্যা, ভাষা, মোট জিডিপি, জিডিপিতে বিভিন্ন সেক্টরের অবদান, মাথাপিছু আয়, প্রধান কৃষিপণ্যসমূহের তালিকা, প্রধান খনিজ পণ্যসমূহ তালিকা, সমুদ্রবন্দরের তালিকা, বিমানবন্দরের তালিকা, ট্যারিফ হার, WTO সদস্যভুক্তির তারিখ ও সাল, আঞ্চলিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণের তালিকা, সর্বশেষ ০৫ বছরের পণ্য ও সেবার আমদানি ও রপ্তানির চিত্র, প্রধান রপ্তানি ও আমদানি পণ্যের তালিকা, প্রধান রপ্তানি ও আমদানি সেবার তালিকা, সর্বোচ্চ আমদানি ও রপ্তানিভুক্ত ১০টি গন্তব্যের নাম, ১০টি সর্বোচ্চ আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের তালিকা, বাংলাদেশের সাথে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্যের চিত্র, বাংলাদেশের সাথে প্রধান প্রধান আমদানি ও রপ্তানি পণ্য ও সেবার তালিকা, বাংলাদেশের সাথে বিভিন্ন বাণিজ্যিক চুক্তির তথ্য, বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানিতে নন-ট্যারিফ বাধার চিত্র, সংশ্লিষ্ট দেশে পণ্য রপ্তানিতে প্রযোজ্য শুল্কহার ইত্যাদি বিষয়। উল্লিখিত বিষয়গুলো সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের গবেষক, একাডেমিক, শিক্ষক/প্রশিক্ষক এবং নেগোশিয়েটরের তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে মর্মে প্রতিয়মান হয়।

২.৬ অন্যান্য কার্যক্রম

২.৬.১ মাসিক সমন্বয় সভা

কমিশনে প্রতিমাসে ০১ (এক) টি করে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ১২ (বার) টি মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্তসমূহ কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত রয়েছে এবং কমিশনের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

কমিশনের সদস্য, কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের সমন্বয়ে মাসিক সমন্বয় সভায় সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কমিশনের সম্মানিত চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন।

২.৬.২ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

গত ১৮ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে কমিশনের সম্মেলন কক্ষে কমিশনের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত "অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা ও জিআরএস সফটওয়্যার" বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমিশনের চেয়ারম্যান (সচিব) জনাব ফয়জুল ইসলাম।

গত ৩১ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখে কমিশনের সম্মেলন কক্ষে কমিশনের ৩য় শ্রেণির কর্মচারীগণের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত "শুদ্ধাচার" বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমিশনের চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন।

২.৬.৩ কমিশন জনসেবা প্রদানে মনোনিবেশ বৃদ্ধি এবং প্রণোদনা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিবছর কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের মধ্যে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন করে থাকে

গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব তপন কান্তি ঘোষ।

তৃতীয় অধ্যায়

কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক ও মানব সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম

৩.০ বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন দেশীয় শিল্পের বিকাশ ও সুরক্ষা প্রদান এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রবেশাধিকার সুগম এবং সম্প্রসারণে বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদনে সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে থাকে। এছাড়া শিল্প ও বাণিজ্য সংক্রান্ত নীতি প্রণয়নে কমিশন সরকারের থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করে। সে লক্ষ্যে কমিশনে নিয়োজিত জনবলের প্রয়োগিক জ্ঞান বৃদ্ধির নিমিত্ত দেশে ও বিদেশে নানামুখী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া সরকারি ও বেসরকারি অংশীজনদের মাঝে এ সংক্রান্ত সচেতনতা ও সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

৩.১ ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কমিশন কর্তৃক আয়োজিত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

ক্রম নং	অংশগ্রহণকারী	সংখ্যা	প্রশিক্ষণ এর বিষয়	সময়
১.	কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ	২৫ জন	কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের শুদ্ধাচার বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	২০ সেপ্টেম্বর ২০২৩
২.	কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ	১৮ জন	কমিশনের কর্মকর্তাদের Trade Data Modeling/ Analysis বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩
৩.	কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ	১৭ জন	তথ্য অধিকার বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	০২ অক্টোবর ২০২৩
৪.	কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ	১৪ জন	PPR-২০০৮ সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	৩০ নভেম্বর ২০২৩
৫.	কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ	৭১ জন	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং GRS সফটওয়্যার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	১৮ ডিসেম্বর ২০২৩
৬.	কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ	২৪ জন	শুল্কহার যৌক্তিকীকরণ (Trist Modeling) বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	২৮ ডিসেম্বর ২০২৩
৭.	কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ	১৬ জন	শুল্কহার যৌক্তিকীকরণ (Protection Measurement Indicators) বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	১৭ জানুয়ারি ২০২৪
৮.	কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ	২৮ জন	প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নেগোশিয়েশনের দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	২১ জানুয়ারি ২০২৪
৯.	কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ	২৫ জন	কাস্টমস আইন, ২০২৩, ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২ বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	০৬ মার্চ ২০২৪
১০.	কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ ও স্টেকহোল্ডারগণ	২৪ জন	বাণিজ্য প্রতিবিধান ব্যবস্থা/এসপিএস-টিবিটি বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধিতে দিনব্যাপী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	১০ মার্চ ২০২৪
১১.	কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ	২৫ জন	এসপিএস-টিসিবি বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধিতে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	১০ মার্চ ২০২৪
১২.	কমিশনের ৩য় শ্রেণির কর্মচারীবৃন্দ	৩৪ জন	কমিশনের ৩য় শ্রেণীর কর্মচারীদের (গ্রেড ১২-১৬) শুদ্ধাচার বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	৩১ মার্চ ২০২৪
১৩.	কমিশনের ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীবৃন্দ	৩০ জন	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের নিমিত্ত শুদ্ধাচার বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	২৬ মে ২০২৪
১৪.	কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট স্টেক হোল্ডারগণ	২৫ জন	এন্টি-ডাম্পিং প্রশ্নমালা পূরণ সংক্রান্ত বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ	১২ জুন ২০২৪
১৫.	কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ	৭৯ জন	তথ্য অধিকার সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	১২ জুন ২০২৪
১৬.	কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ	২০ জন	PTA/FTA সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন প্রণয়নে দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	১৩ জুন ২০২৪

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক শুল্কহার যৌক্তিকীকরণ শীর্ষক বিষয়ে আয়োজিত প্রশিক্ষণে জনাব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন (সিনিয়র সচিব) প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক "নিগোসিয়েশনের দক্ষতা" শীর্ষক বিষয়ে আয়োজিত প্রশিক্ষণে জনাব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন (সিনিয়র সচিব) প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক "LDC Graduation of Bangladesh and Role of BTTC" শীর্ষক বিষয়ে আয়োজিত প্রশিক্ষণে জনাব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন (সিনিয়র সচিব) প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

বিশ্বব্যাংক কর্তৃক Tariff Reform Impact Simulation Tool (TRIST) এর উপর প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন এর সম্মানিত চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) জনাব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন এর সাথে ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসি বিষয়ে আলোচনা করছেন বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধিবৃন্দ

৩.২ ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কমিশন কর্তৃক আয়োজিত অভ্যন্তরীণ কর্মশালা ও সেমিনার

ক্রম নং	অংশগ্রহণকারী	সংখ্যা	প্রশিক্ষণ এর বিষয়	সময়
১.	কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট স্টেক হোল্ডারগণ	৩৪ জন	স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মশালা	০৫ মার্চ ২০২৪
২.	কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ	৭৭ জন	কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক কর্মশালা	২৭ মে ২০২৪
৩.	কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ	৭৭ জন	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত সেমিনার	০২ জুন ২০২৪
৪.	কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ	৮১ জন	দুর্নীতি প্রতিরোধকল্পে দুর্নীতি বিরোধী কর্মশালা	০৯ জুন ২০২৪
৫.	কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ	৮১ জন	স্মার্ট বাংলাদেশ বিষয়ক কর্মশালা	১১ জুন ২০২৪
৬.	কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ	১৫ জন	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন ট্রেড পলিসি সেমিনার ২০২৪	২০ জুন ২০২৪

বাংলাদেশ এবং ভারত এর মধ্যে Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) সম্পাদনের লক্ষ্যে উভয় দেশের Joint Working Group সভা অনুষ্ঠিত হয়

০২ জুন ২০২৪ তারিখে কমিশনের চেয়ারম্যান ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীনের সভাপতিত্বে কমিশনের সম্মেলন কক্ষে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

গত ১১ জুন ২০২৪ তারিখে কমিশনের সম্মেলন কক্ষে কমিশনের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত "স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ" শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমিশনের চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন।

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন ও দি চিটাগং চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি কর্তৃক আয়োজিত দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে বাংলাদশে ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের ভূমিকা শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমিশনের চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন।

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন ও দি চিটাগং চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি কর্তৃক আয়োজিত দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের ভূমিকা শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমিশনের চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন।

৩.৩ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান/সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের তালিকা:

ক্রঃ নং	কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবি	প্রশিক্ষণের বিষয়	আয়োজক প্রতিষ্ঠান	সময়
১.	**জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ** উপপ্রধান	Procurement Management Course.	আরপিএটিসি, ঢাকা	১৬-২৭ জুলাই ২০২৩
২.	**জনাব মোঃ মশিউল আলম** যুগ্মপ্রধান ও প্রকল্প পরিচালক	iBAS++ এ ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের উন্নয়ন বাজেট বাস্তবায়ন মডিউল বিষয়ক প্রশিক্ষণ	অর্থ বিভাগ অর্থ মন্ত্রণালয়	৩০ আগস্ট ২০২৩
৩.	**জনাব ইউছুপ মোহাম্মদ তউলাদ ইকবাল** হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা			
৪.	**জনাব মোঃ মেহেদী হাসান** সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পি: অপা:	অফিস ব্যবস্থাপনা ও আইসিটি কোর্স	আরপিএটিসি, ঢাকা	০৩-১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩
৫.	**জনাব মোহাম্মদ রায়হান** গবেষণা কর্মকর্তা	iBAS++ সিস্টেম ব্যবহার করে অনলাইনে বিল দাখিল ও পরিশোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ।	BACS & iBASS++ ফিম, এসপিএফএমএস	১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩
৬.	**জনাব ইউছুপ মোহাম্মদ তউলাদ ইকবাল** হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা			
৭.	**জনাব আবদুল্লাহ আল মামুন** সচিব (উপসচিব)	Project Planning and Management (PPM) শীর্ষক সান্ধ্যকালীন প্রশিক্ষণ	জাতীয় পরিকল্পনা একাডেমি	২৪-৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩

ক্রম নং	কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবি	প্রশিক্ষণের বিষয়	আয়োজক প্রতিষ্ঠান	সময়
৮.	**জনাব মোহাম্মদ রায়হান** গবেষণা কর্মকর্তা	Specialized Training Program on Emerging Issues in WTO and International Trade শীর্ষক প্রশিক্ষণ	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	
৯.	**জনাব আবদুল্লাহ আল মামুন** সচিব (উপসচিব)	Project Planning and Managemnet (PPM) শীর্ষক সান্ধ্যকালীন প্রশিক্ষণ	জাতীয় পরিকল্পনা একাডেমি	০১-৩১ অক্টোবর ২০২৩
১০.	**জনাব মোঃ হামিদুর রহমান** উপপ্রধান	৩৯ তম সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	২২-৩১ অক্টোবর ২০২৩
১১.	**জনাব হামিদুর রহমান** উপপ্রধান	৩৯ তম সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	০১-০২ নভেম্বর ২০২৩
১২.	**জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ** উপপ্রধান	International Halal Standards and Certificaton Requirements" বিষয়ে প্রশিক্ষণ	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১৯-২১ নভেম্বর ২০২৩
১৩.	**জনাব নাহিদ আহমেদ** সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পি: অপা:	Fundamental Training Course. মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স	আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	১৯-৩০ নভেম্বর ২০২৩
১৪.	**জনাব আবদুল্লাহ আল মামুন** সচিব (উপসচিব)	Project Planning and Managemnet (PPM) 13 th Batch শীর্ষক সান্ধ্যকালীন প্রশিক্ষণ	জাতীয় পরিকল্পনা একাডেমি	০১-৩০ নভেম্বর ২০২৩
১৫.	**জনাব আরেফিন আখতার নূর** চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব	Fiscal Economic and Economic management (FEEM) শীর্ষক প্রশিক্ষণ	অর্থবিভাগ অর্থমন্ত্রণালয়	০৩-৩১ ডিসেম্বর ২০২৩
১৬.	**জনাব হামিদুর রহমান** উপপ্রধান	Fiscal Economic and Economic management (FEEM) শীর্ষক প্রশিক্ষণ	অর্থবিভাগ অর্থমন্ত্রণালয়	০৩-৩১ ডিসেম্বর ২০২৩
১৭.	**জনাব মুহাম্মদ মিনহাজ উদ্দিন** গবেষণা কর্মকর্তা	Research Methodology (15th Batch) শীর্ষক প্রশিক্ষণ	জাতীয় পরিকল্পনা একাডেমি	১০-২১ ডিসেম্বর ২০২৩

ক্রঃ নং	কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবি	প্রশিক্ষণের বিষয়	আয়োজক প্রতিষ্ঠান	সময়
১৮.	**জনাব আরেফিন আখতার নূর** চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব	Fiscal Economic and Economic management (FEEM) শীর্ষক প্রশিক্ষণ	অর্থ বিভাগ অর্থ মন্ত্রণালয়	১-৩১ জানুয়ারি ২০২৪
১৯.	**জনাব হামিদুর রহমান** উপপ্রধান			
২০.	**জনাব আবদুল্লাহ আল মামুন** সচিব (উপসচিব)	Blue Economy (3rd Batch) শীর্ষক প্রশিক্ষণ	জাতীয় পরিকল্পনা একাডেমি	২৮ জানুয়ারি-হতে ০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
২১.	**জনাব আবদুল্লাহ আল মামুন** সচিব (উপসচিব)	"Project Management Skills for Executives (23rd Batch)" শীর্ষক প্রশিক্ষণ	জাতীয় পরিকল্পনা একাডেমি	২১-২৫ জানুয়ারি ২০২৪
২২.	**জনাব মোঃ ময়েন উদ্দিন মোল্লা** গ্রন্থাগারিক	ডি নথির ব্যবহার ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	এটুআই, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	২৪-২৫ জানুয়ারি ২০২৪
২৩.	**জনাব মোহাম্মদ হুমায়ূন কবীর** সহকারী সচিব (প্রশাসন)			
২৪.	**মিজ বিনতে নাহার** সাঁটলিপিকার কাম কম্পিঃ অপারেটর			
২৫.	**জনাব মোঃ মেহেদী হাসান** সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পি: অপা:			
২৬.	**জনাব আবদুল্লাহ আল মামুন** সচিব (উপসচিব)	Blue Economy (3rd Batch) শীর্ষক প্রশিক্ষণ	জাতীয় পরিকল্পনা একাডেমি	০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
২৭.	**জনাব আরেফিন আখতার নূর** চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব	Fiscal Economic and Economic management (FEEM) শীর্ষক প্রশিক্ষণ	অর্থ মন্ত্রণালয়	
২৮.	**জনাব হামিদুর রহমান** উপপ্রধান	Fiscal Economic and Economic management (FEEM) শীর্ষক প্রশিক্ষণ	অর্থ বিভাগ অর্থ মন্ত্রণালয়	০৩-১১ ডিসেম্বর ২০২৩ হতে ১০ সপ্তাহ
২৯.	**জনাব আবদুল্লাহ আল মামুন** সচিব (উপসচিব)	e-GP সিস্টেমের উপর PE User হিসেবে প্রশিক্ষণ	বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটি	১৮-২২ মার্চ ২০২৪
৩০.	**জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ** উপপ্রধান			
৩১.	**জনাব মোঃ ময়েন উদ্দিন মোল্লা** গ্রন্থাগারিক			

ক্রম নং	কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবি	প্রশিক্ষণের বিষয়	আয়োজক প্রতিষ্ঠান	সময়
৩২.	**জনাব মোহাম্মদ হুমায়ূন কবীর** সহকারী সচিব (প্রশাসন)			
৩৩.	**জনাব মোঃ মেহেদী হাসান** সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পি: অপা:			
৩৪.	**জনাব মোহাম্মদ নূরুল আবছার** অফিস সহা: কাম কম্পি: মুদ্রাক্ষরিক			
৩৫.	**জনাব মোঃ খায়রুল হক** কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক			
৩৬.	**জনাব আবদুল্লাহ আল মামুন** সচিব	Contract Management (1th Batch) শীর্ষক প্রশিক্ষণ	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি (এনএপিডি)	২৯ এপ্রিল হতে ০৩ মে ২০৪ পর্যন্ত
৩৭.	**জনাব মোঃ রায়হান উবায়দুল্লাহ্,** উপপ্রধান	"Capacity Building Training on Public Procurement: Intellectual and Professional Services" শীর্ষক প্রশিক্ষণ	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১৯-২১ মে ২০২৪
৩৮.	**জনাব মোঃ রায়হান উবায়দুল্লাহ্,** উপপ্রধান	"Capacity Building Training on Trade Policy and Regulatory Framework" শীর্ষক প্রশিক্ষণ	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২৬-২৮ মে
৩৯.	**জনাব মোঃ ময়েন উদ্দিন মোল্লা** গ্রন্থাগারিক	GEMS-এর আওতায় OMS বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও বিদ্যমান অরগানোগ্রামের উপাত্ত ভান্ডার তৈরিতে প্রশিক্ষণ	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	০২-০৬ জুন ২০২৪
৪০.	**জনাব মোঃ খায়রুল হক** কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক			

৩.৪ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী কমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা:

ক্রঃ নং	কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবি	প্রশিক্ষণ/কর্মশালা	আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠান	দেশ	তারিখ
১.	**মিজ এস. এম. সুমাইয়া** জাবীন	WTO French-Irish Mission Internship Program এ ইন্টার্ন ট্রেইনি হিসেবে যোগদান Workshop on	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	জেনেভা সুইজারল্যান্ড	১ জুলাই-১৫ ডিসেম্বর ২০২৩
২.	**জনাব মোঃ মশিউল আলম** যুগ্মপ্রধান	Study on Harmonization of 8-Digit HS Tariff Lines of SAARC Member States under ADB's Current TA for SAARC	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	কলম্বো, শ্রিলঙ্কা	১১-১২ সেপ্টেম্বর ২০২৩
৩.	**জনাব মোঃ মাহমুদুল হাসান** উপপ্রধান	Three-day training on Eu rules applicable to the authorization and placing on the market of novel foods and traditional foods coming from non-EU countries	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	নয়াদিল্লী ভারত	৩১ অক্টোবর-৩ নভেম্বও ২০২৩
৪.	**জনাব মোঃ মাহমুদুল হাসান** উপপ্রধান	The WTO Trade Policy Review Roundtable Workshop for LDCs	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সাঙ্গাই চায়না	৭-৯ নভেম্বর ২০২৩
৫.	**কাজী মনির উদ্দীন** সহকারী প্রধান				
৬.	**জনাব মোঃ ওয়াদুদ হোসেন** সদস্য	Workshop on Trade Remedies Discipline	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সিঙ্গাপুর	২৮-৩০ নভেম্বর ২০২৩
	জনাব মোঃ মামুন-উর-রশীদ আসকারী যুগ্মপ্রধান	Final phase of the WTO workshop on the notification of subsidies	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	জেনেভা সুইজারল্যান্ড	১১-১২ ডিসেম্বর ২০২৩

চতুর্থ অধ্যায়

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগের কার্যক্রম

৪.১ ভূমিকা

স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ়করণে কমিশন বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। সরকার বিভিন্ন নেগোশিয়েসনে বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণপূর্বক বাজার সম্প্রসারণ করা, অবকাঠামোর উন্নয়ন, বাণিজ্য সহজীকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। সরকারের এ সকল কার্যক্রমের অংশ হিসেবে কমিশনের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগ দেশি পণ্য রপ্তানির উন্নয়ন ও রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন নেগোশিয়েসনে ইনপুট হিসেবে বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য অফার/অনুরোধ তালিকা, সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন, মতামত ইত্যাদি প্রণয়নসহ বিভিন্ন সুপারিশ প্রেরণের মাধ্যমে কৌশলগত সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে।

৪.২ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগের প্রধান কার্যাবলি

৪.২.১ দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি;

৪.২.২ আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত (SAPTA, SAFTA, BIMSTEC, APTA, D-8, TPS-OIC, GSTP) বিষয়াদি;

৪.২.৩ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা সংক্রান্ত বিষয়াদি: GATT & Other issues; TRIPS, TRIMs, Dispute Settlement, Regional Integration, Trade Policy Review Mechanism (TPRM), GATS ইত্যাদি:

৪.২.৪ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়াদি: UNCTAD, UNDP, ITC, G-77 ইত্যাদি

৪.৩ আর্ন্তজাতিক সহযোগিতা বিভাগের ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা

৪.৩.১ জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য নেগোসিয়েশন ও চুক্তির ক্ষেত্রে কৌশলগত সহায়তা প্রদান

(ক) ৫০ (পঞ্চাশ) টি ব্রিফ/মতামত/কৌশলপত্র/ইনপুটস প্রস্তুতকরণ।

(খ) ০৫ (পাঁচ) টি দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য সংক্রান্ত নেগোসিয়েশনে বাংলাদেশের অবস্থান নির্ধারণের লক্ষ্যে স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন পরিচালনা।

(গ) ১০ (দশ) টি বাণিজ্য সংক্রান্ত নেগোসিয়েশনে অংশগ্রহণ।

(ঘ) ১২ (বার) জনকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নেগোশিয়েসনের দক্ষতা বৃদ্ধি।

৪.৩.২ নির্বাচিত সাব-সেক্টরসমূহের বাণিজ্যিক ও অন্যান্য প্রভাব মূল্যায়ন এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংক্রান্ত সমীক্ষা পরিচালনা

(ক) ০৫ (পাঁচ) টি PTA/FTA Feasibily Study/Impact Analysis প্রতিবেদন প্রণয়ন।

(খ) ১২ (বার) জনকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে PTA/FTA সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন প্রণয়নে দক্ষতা বৃদ্ধি।

৪.৪ ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগের সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ:

৪.৪.১ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন-এর ট্রেড পলিসি রিভিউ সম্পর্কিত লিখিত প্রশ্ন (মতামত) প্রেরণ

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) সদস্য দেশসমূহের বাণিজ্য নীতির স্বচ্ছতা নিশ্চিতকল্পে নির্দিষ্ট সময়ান্তে প্রতিটি সদস্য দেশের বাণিজ্য নীতি WTO এর নিয়ম নীতির আলোকে পর্যালোচনা করা হয়ে থাকে, যা ট্রেড পলিসি রিভিউ নামে পরিচিত। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত সভায় কোন সদস্য দেশের ট্রেড পলিসি সদস্য দেশের সরকার ও WTO সচিবালয় কর্তৃক পৃথকভাবে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে থাকে যার ওপর অন্যান্য সদস্য দেশসমূহের প্রশ্ন উত্থাপনের সুযোগ থাকে। ২০২৩ সালে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ট্রেড পলিসি রিভিউ সম্পর্কে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন ও ডব্লিউটিও সচিবালয়

কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনের ওপর প্রশ্ন প্রেরণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে ডব্লিউটিও সেক্রেটারিয়েট এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন দু'টি পর্যালোচনা করে বাংলাদেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে লিখিত মতামত প্রদান করা হয়।

৪.৪.২ বাংলাদেশ ও কাতার-এর মধ্যকার দ্বি-পাক্ষিক বিনিয়োগ চুক্তির ওপর মতামত

শিল্প মন্ত্রণালয় হতে কাতার কর্তৃক প্রস্তাবিত "Agreement between the Government of the State of Qatar and the Government of the People's Republic of Bangladesh on Reciprocal Promotion and Protection of Inves tments"-এর ওপর মতামত প্রেরণের জন্য কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানো হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে কাতার কর্তৃক প্রস্তাবিত খসড়া টেক্সটি সংযোজন, বিয়োজন এবং পরিমার্জন করে মতামত প্রেরণ করা হয়।

৪.৪.৩ 'Cross Border Paperless Trade (CBPT) Roadmap'- খসড়া রিপোর্টের উপর মতামত প্রদান

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত খসড়া "Cross Border Paperless Trade (CBPT) Roadmap"- এর ওপর মতামত প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানো হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত খসড়া পলিসি গাইডলাইন পর্যালোচনাপূর্বক প্রস্তাবনা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, অন্তর্ভুক্তিযোগ্য বিষয়াদি এবং পরিধি, বাস্তবায়ন ও অভিঘাত নির্ধারণ, ট্রেড এক্সপার্ট পুলসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহে প্রয়োজনীয় সংযোজন, বিয়োজন এবং পরিমার্জনের প্রস্তাব বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.৪.৪ Harmonization of Standards and Mutual Recognition of Standards বিষয়ক ধারণাপত্র (Concept Note) এবং সম্ভাব্য Products চিহ্নিত করে মতামত প্রেরণ

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক Harmonization of Standards and Mutual Recognition of Standards বিষয়ক ধারণাপত্র (Concept Note) এর উপর মতামত প্রদান এবং Harmonization -এর জন্য প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে যে সীমিত সংখ্যক পণ্য নির্বাচন করা যেতে পারে তা নির্ধারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট সম্ভাব্য Products Identify করে মতামত প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। বর্ণিত ধারণাপত্র (Concept Note) পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে বেশকিছু বিষয়ে স্পষ্টীকরণের প্রয়োজন রয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিষয়সমূহে বাংলাদেশ ভারতের নিকট হতে বিস্তারিত ধারণা পাওয়ার উদ্দেশ্যে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে বিবেচনায় এবং সম্ভাব্য পণ্য নির্বাচনে এ ধরণের কিছু বিষয় চিহ্নিত করে কমিশন হতে মতামত প্রেরণ করা হয়।

৪.৪.৫ যুক্তরাজ্য সরকার কর্তৃক প্রস্তাবিত Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)- এর ওপর মতামত প্রদান

যুক্তরাজ্য সরকার কর্তৃক প্রস্তাবিত "Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)"-এর ওপর মতামত প্রদান করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানো হয়। কমিশন বিষয়টি পর্যালোচনা করে মতামত প্রেরণ করে।

৪.৪.৬ বাংলাদেশ-ভারত Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) সম্পাদনের ক্ষেত্রে Trade in Goods, Trade in Services, Investment ইত্যাদি বিষয়ে প্রত্যাশা ও সংশয় সংক্রান্ত মতামত প্রদান

বাংলাদেশ-ভারত Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) সম্পাদনের ক্ষেত্রে Trade in Goods, Trade in Services, Investment ইত্যাদি বিষয়ে প্রত্যাশা ও সংশয় সংক্রান্ত মতামত প্রদানের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট মতামত প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। সে মোতাবেক ভারতের সম্ভাব্য প্রত্যাশা (Expectation) এবং বাংলাদেশের বিদ্যমান চর্চা (Practice) বিবেচনায় নিয়ে এ বিষয়ে মতামত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.৪.৭ "আন্তঃসীমান্ত ডিজিটাল বাণিজ্য নীতিমালা ২০২৩" বিষয়ে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের মতামত

"আন্তঃসীমান্ত ডিজিটাল বাণিজ্য নীতিমালা ২০২৩" বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানো হয়। বাংলাদেশের বিদ্যমান আইন, বিধি ও নীতি এবং গাইডলাইন পর্যালোচনাপূর্বক এ বিষয়ে একটি মতামত প্রেরণ করা হয়।

৪.৪.৮ এলডিসি ট্রেড মিনিস্টারদের MC13 ডিক্লেয়ারেশন ড্রাফট এর বিষয়ে মতামত প্রদান

গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪- ২মার্চ ২০২৪ ডব্লিউটিওর ১৩তম মিনিস্টারিয়াল কনফারেন্স আবুধাবিতে অনুষ্ঠিত হয়। MC ১৩-কে

সামনে রেখে দেশসমূহের ট্রেড মিনিস্টারদের ডিক্লেয়ারেশন ড্রাফট এর বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মতামত গ্রহণের নিমিত্ত বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন থেকে মতামত প্রেরণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুরোধ জানানো হয়। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ ট্রেড ও ট্যারিফ কমিশন এ সংক্রান্ত একটি ড্রাফট প্রণয়ন করে।

৪.৪.৯ Report of the Joint Study Group on the possibility of an Economic Partnership Agreement (EPA) between Japan and the People's Republic of Bangladesh. এর বিষয়ে মতামত

Report of the Joint Study Group on the possibility of an Economic Partnership Agreement (EPA) between Japan and the People's Republic of Bangladesh- এর বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানো হয়। সে মোতাবেক একটি মতামত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.৪.১০ Revised Draft MoU on Trial run for movement transit of Indian Railways (IR) Cargo Trains for Bhutan Via Bangladesh-এর উপর মতামত

গত ২৯ মে ২০২৪ তারিখ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ইমেইল মারফত ভারতীয় হাইকমিশন, ঢাকা-এর একটি পত্র প্রেরণ করে। ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশনের প্রেরিত পত্র হতে দেখা যায় যে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ বিদ্যমান গেদে (ভারত)-দর্শনা (বাংলাদেশ)-ঈশ্বরদী-আব্দুলপুর-পার্বতীপুর- চিলাহাটি (বাংলাদেশ)-হলদিবাড়ি (ভারত)-ডালগাঁও (ভারত) রেলপথে একটি ভারতীয় মালবাহী ট্রেনের ট্রায়াল চালানোর প্রস্তাব করেছে। বর্ণিত পরিস্থিতির বিবেচনায়, ভারতের মধ্য দিয়ে রেলপথে বাংলাদেশী পণ্য ভুটানে প্রেরণ করা যাবে কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার বিষয়ে এবং যৌথ সমীক্ষার পক্ষে কমিশন মতামত প্রদান করে।

৪.৪.১১ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আওতায় তাইওয়ান ও আইসল্যান্ড-এর বাণিজ্য নীতি পর্যালোচনা

সাধারণত "ট্রেড পলিসি রিভিউ"-তে দেশের বাণিজ্য নীতির প্রায় সকল দিক অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে, যার মধ্যে দেশীয় আইন ও প্রবিধান, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, দ্বি-পাক্ষিক, আঞ্চলিক এবং অন্যান্য অগ্রাধিকার চুক্তি, বৃহত্তর অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা এবং বৈদেশিক বাণিজ্য ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ট্রেড পলিসি রিভিউ মেকানিজম প্রতিষ্ঠার চুক্তি অনুসারে (বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা প্রতিষ্ঠার মারাকেশ চুক্তির অ্যানেক্স ৩), প্রতিটি সদস্য দেশ নির্দিষ্ট সময় পরপর উক্ত বাণিজ্য বা বিনিয়োগ ইত্যাদিকে প্রভাবিত করে এমন পদক্ষেপসমূহ বা ব্যবস্থাসমূহ সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রদান করে থাকে। দেশসমূহের সরকার কর্তৃক সম্পাদিত প্রতিবেদনে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সম্ভাবনা এবং বাণিজ্য নীতির উপর আলোকপাত করা হয়েছে। অন্যদিকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সচিবালয়ের প্রতিবেদনে অর্থনৈতিক পরিবেশ, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ ব্যবস্থা, বাণিজ্য নীতি ও এর চর্চা অনুসারে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ এবং সেক্টর অনুযায়ী বাণিজ্য নীতি ইত্যাদির উপর আলোকপাত করা হয়েছে। সে অনুযায়ী তাইওয়ান এবং আইসল্যান্ড-এর বাণিজ্য নীতিসমূহ পর্যালোচনামূলক প্রতিবেদনসমূহ সম্পর্কে কমিশনের মতামত চাওয়া হলে এ সংক্রান্ত মতামত/প্রশ্নমালা প্রস্তুত করে প্রেরণ করা হয়।

৪.৪.১২ চীনের সাথে সম্পাদিতব্য "Memorandam of Understanding on Trade Promotion Cooperation Between The Ministry of Commerce of The People's Republic of China And The Ministry of Commerce of The People's Republic of Bangladesh" শীর্ষক সমঝোতা স্মারকের ওপর মতামত প্রদান

চীন এর সাথে "Memorandam of Understanding on Trade Promotion Cooperation Between The Ministry of Commerce of The People's Republic of China and The Ministry of Commerce of The People's Republic of Bangladesh" শীর্ষক সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষরের লক্ষ্যে খসড়া সমঝোতা স্মারকের ওপর মতামত প্রদানের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ করা হয়।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের আলোকে খসড়া সমঝোতা স্মারক পর্যালোচনাপূর্বক মতামত প্রণয়ন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.৪.১৩ বাংলাদেশ-চীন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রণীত যৌথ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদনের ওপর মতামত প্রদান

চীন হতে প্রাপ্ত বাংলাদেশ-চীন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির যৌথ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদনের খসড়া ওপর মতামত প্রদানের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ করা হয়।

একটি agreed outline এর ভিত্তিতে বাংলাদেশ হতে বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য অংশ গ্রহণপূর্বক চীন কর্তৃক তাদের জন্য প্রযোজ্য অংশ অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে এ খসড়া প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছিলো। চীন কর্তৃক সংকলনের ক্ষেত্রে agreed outline হতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিচ্যুতির কথা উল্লেখসহ কমিশন বেশ কয়েকটি মতামত প্রদান করে।

৪.৪.১৪ কাস্টমস ইউনিয়নভুক্ত দেশ হওয়া সত্ত্বেও কোন সম্ভাবনাময় আফ্রিকান দেশ কাস্টমস ইউনিয়ন বহির্ভূত কোন দেশের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করেছে কিনা- তা চিহ্নিতকরণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ

আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দেশের সাথে Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA) সম্পাদনের লক্ষ্যে Potential Country চিহ্নিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদনের ওপর গত ১ আগস্ট ২০২৩ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত উপস্থাপনায় পরিলক্ষিত হয় যে আফ্রিকা মহাদেশের বেশ কয়েকটি সম্ভাবনাময় দেশ বিভিন্ন কাস্টমস ইউনিয়নের সদস্য। তাত্ত্বিকভাবে, একটি কাস্টমস ইউনিয়ন ভুক্ত সকল দেশকে ইউনিয়ন বহির্ভূত বিশ্বের জন্য Common External Tariff (CET) আরোপ করতে হয় বিধায় কোন দেশ এককভাবে ইউনিয়ন বহির্ভূত দেশের সাথে মুক্ত বাণিজ্য সম্পাদন করতে পারে না। উক্ত কর্মশালায় কাস্টমস ইউনিয়নভুক্ত দেশ হওয়া সত্ত্বেও কোন সম্ভাবনাময় আফ্রিকান দেশ কাস্টমস ইউনিয়ন বহির্ভূত কোন দেশের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করেছে কিনা- তা চিহ্নিতকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আফ্রিকা মহাদেশের ৫৪টি আফ্রিকান দেশের মধ্যে ৪৯ টি দেশ কোন না কোন কাস্টমস ইউনিয়নের সদস্য। এ সকল মধ্যে ১০ টি দেশ (যথাঃ- Cameroon, Cote d Ivoire, Egzpt, Ghana, Kezna, Mauritius, Namibia, South Africa, Tunisia ও Zimbabwe) কাস্টমস ইউনিয়ন ভুক্ত দেশ হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন দ্বি-পাক্ষিক এফটিএ সম্পাদন করেছে এবং ২৬টি দেশ (যথাঃ- Benin, Burkina Faso, Comoros, Cameroon, Chad, Côte d'Ivoire, Congo DR, Egzpt, Gabon, Ghana Guinea, Guinea-Bissau, Gambia, Niger, Nigeria, Namibia, Sezchelles, Sudan, Senegal, Sierra Leone, Tanzania, Tunisia, Uganda ও Zimbabwe)। বিভিন্ন কাস্টমস ইউনিয়নের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও এমন কিছু কিছু আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তির সদস্যপদ গ্রহণ করেছে যেখানে উক্ত কাস্টমস ইউনিয়নের সকল সদস্য উক্ত আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তির সদস্যপদ গ্রহণ করেনি। উল্লেখ্য, ১০ টি দেশ, যারা কাষ্টমস ইউনিয়নভুক্ত দেশ হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন দেশের সাথে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করেছে-তাদের মধ্যে কমিশন কর্তৃক ইতোপূর্বে প্রণীত প্রতিবেদনে (মার্চ ২০২৩) রপ্তানির দৃষ্টিকোন থেকে সম্ভাবনাময় দেশ হিসেবে ৮ টি দেশকে চিহ্নিত করা হয়েছিল (যথাঃ- South Africa, Nigeria, Egypt, Ghana, Cameroon, Tunisia, Côte d'Ivoire I Kenza)। তুতরাং দেখা যায় যে আফ্রিকান অঞ্চলে কাস্টমস ইউনিয়ন সম্পাদনের ফলে একধরণের জটিলতা বিদ্যমান রয়েছে। ফলে এসকল দেশ হতে এফটিএ/পিটিএ এর বিষয়ে যেকোন প্রস্তাব পাওয়া গেলে সে সকল দেশ কর্তৃক সম্পাদিত কাস্টমস ইউনিয়ন চুক্তির বাধ্যবাধকতাসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য চাওয়া যেতে পারে বলে খসড়া প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এসকল মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করা সময় সাপেক্ষ বিষয়। অতএব, মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করার লক্ষ্যে সম্ভাবনাময় দেশ নির্বাচন করা সমীচীন এবং এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নেগোসিয়েশন ও সম্পাদনে কতখানি স্বাধীন তা গুরুত্বের সাথে বিবেচনার দাবী রাখে বলে কমিশন মনে করে বলে খসড়া প্রতিবেদনে অভিমত ব্যক্ত করা হয়।

৪.৪.১৫ D-8 PTA কার্যকর করণের লক্ষ্যে Capacity Building এর জন্য Need Assessment বিষয়ে মতামত প্রদান

গত ৪ মার্চ ২০২৪ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত 7th Session of Supervisory Committee of the D-8 PTA এর Agenda Item 8 এ Discussion on Capacity Building for the implementation on D-8 PTA এর আওতায় সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে D-8 PTA কার্যকর করতে D-8 Secretariat কর্তৃক Capacitz Building এর জন্য নির্দিষ্ট কি কি উদ্যোগ/needs গ্রহণ করা প্রয়োজন তার তালিকা প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। এমতাবস্থায়, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে (১) Rules of Origin (২) Operational Certification Procedure এবং (৩) Trade Facilitation Mechanism পর্যালোচনাপূর্বক D-8 PTA smooth implementation এর জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত আইটেম ভিত্তিক needs এর সাথে আরো কিছু যোগ করার প্রয়োজন রয়েছে কিনা তা জানানোর জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ করা হয়।

D-8 PTA কার্যকর করণের লক্ষ্যে Capacity Building এর জন্য Need Assessment বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়য় কর্তৃক প্রণীত আইটেম ভিত্তিক needs সমূহ পর্যালচনাপূর্বক প্রণীত needs সমূহ কতিপয় ক্ষেত্রে সংশোধন করার করার বিষয়ে আইটেম ভিত্তিক মতামত প্রদান করা হয়।

৪.৪.১৬ ট্রেড পলিসি রিভিউ অব কানাডা এর ওপর মতামত প্রদান

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার Trade Policy Review Mechanism এর আওতায় কানাডা'র জন্য প্রণীত Trade Policy Review (TPR) এর ওপর মতামত প্রদান করার জন্য বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন এর নিকট অনুরোধ করা হয়। উল্লেখ্য, Trade Policy Review Mechanism এর আওতায় প্রতিটি সদস্য দেশের জন্য বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা একটি প্রতিবেদন WTO Secretariat report প্রণয়ন করে থাকে এবং এর পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার একটি প্রতিবেদন (Report by WTO Member- এক্ষেত্রে কানাডা) প্রণয়ন করে থাকে। এরপর এ দুটি প্রতিবেদন অন্যান্য সদস্য দেশসমূহের নিকট মতামতের জন্য প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে এ দু'টি প্রতিবেদনের ওপর বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা সভা আয়োজন করে। এ সভায় প্রণীত প্রতিবেদনের ওপর প্রশ্ন করার সুযোগ থাকে।

স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ কানাডা হতে শুল্কমুক্ত সুবিধা পেয়ে থাকে। স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের পর একটি ট্রানজিশন সময়ের জন্য বাংলাদেশের শুল্কমুক্ত সুবিধা থাকবে কিনা এটিই মূলত বাংলাদেশের মূল আগ্রহের বিষয় বলে মনে হয়। পাশাপাশি, কানাডাতে বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য হলো তৈরি পোশাক। তৈরি পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে যে কোনো বৈষম্যমূলক পরিস্থিতি এড়ানো বাংলাদেশের জন্য অতীব জরুরি। এ বিষয় বিবেচনা করে WTO Secretariat Report এর ওপর দুটি প্রশ্ন এবং কানাডা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন হতে একটি প্রশ্ন প্রস্তুত করা হয়।

৪.৪.১৭ বাংলাদেশ-নেপাল Joint Group of Customs (JGoC) এর ২য় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও ৩য় সভায় আলোচ্য সূচিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য এজেন্ডা প্রণয়ন

বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য কাস্টমস ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিদ্যমান সমস্যা ও আলোচনার মাধ্যমে তার সুষ্ঠু সমাধানের উদ্দেশ্যে দুই দেশের কাস্টমস কর্মকর্তাদের মধ্যে Joint Group of Customs (JGoC) অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সর্বশেষ ২য় সভাটি গত ০১-০২ মার্চ, ২০২০ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এ সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও ৩য় সভার জন্য যৌক্তিকতাসহ এজেন্ডা প্রেরণের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ করা হয়।

কমিশন সর্বশেষ অনুষ্ঠিত ২য় সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনাপূর্বক নেপালের সাথে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য বিষয়ে কমিশনের অভিজ্ঞতার আলোকে কয়েকটি এজেন্ডা অন্তর্ভুক্ত করে কমিশনের খসড়া মতামত প্রণয়ন করা হয়।

৪.৪.১৮ ভারত থেকে Boneless bovine meat (HS code 0202) আমদানির ওপর আরোপিত Supplementary duty এবং Assessment value সংক্রান্ত সুপারিশ সহ প্রতিবেদন প্রণয়ন

South Asian Free Trade Agreement (SAFTA) চুক্তির আলোকে ভারত থেকে Boneless Bovine Meat (HS code 0202) আমদানির ওপর আরোপিত ২০% Supplementary duty প্রত্যাহার এবং দীর্ঘমেয়াদী Assessment value (অর্থাৎ, minimum import value) প্রতি কেজিতে ৫ মার্কিন ডলার এর পরিবর্তে পূর্বের Assessment value প্রতি কেজির Assessment value ৪ মার্কিন ডলার পুনর্বহাল করার জন্য ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা কর্তৃক অনুরোধ করা হয়। প্রাপ্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি পর্যালোচনাপূর্বক সুপারিশসহ প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ করা হয়।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে গত ৩১ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে কমিশনে একটি অংশীজন সভা আয়োজন করা হয়। এছাড়া, SAFTA চুক্তি ও এ চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের কমিটমেন্ট ও নেগোসিয়েশনের অগ্রগতি, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আওতায় বাংলাদেশের বাউন্ড ট্যারিফ ইত্যাদিসহ বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার আওতায় অন্যান্য চুক্তি পর্যালোচনা করে Frozen Boneless Bovine Meat (HS code 020230) এর Assessment value US$ 5.0/kg এর পরিবর্তে US$ 4.0/kg পুনর্বহালের ক্ষেত্রে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর নিকট অনুরোধ করতে পারে মর্মে মতামত ব্যক্ত করার পাশাপাশি 20% সম্পূরক শুল্ক হ্রাস না করার পক্ষে যুক্তিসহ মতামত ব্যক্ত করা হয়।

৪.৪.১৯ European Union এর বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশী Fabrics ব্যবহারের মাধ্যমে Regional Cumulation করার লক্ষ্যে শ্রিলংকার অনুরোধ সংক্রান্ত মতামত প্রণয়ন

European Union (EU) এর জিএসপি প্লাস সুবিধার আওতায় বাংলাদেশ হতে আমদানিকৃত fabrics ব্যবহার করে জিএসপি এর জন্য প্রযোজ্য Rules of Origin এর Regional Cumulation সুবিধা কাজে লাগিয়ে শ্রিলংকা উট এর বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানি করতে আগ্রহী। এ বিষয়ে শ্রিলংকার আবেদনের ইমেইল মারফত প্রেরিত পরিপ্রেক্ষিতে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর নিকট বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক মতামত চাওয়া হয়। প্রত্যুত্তরে, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে ২৬.০২.০০০০.০২১.১৫.৫০.২৩১.৫৪২ নম্বর স্মারকমূলে এ বিষয়ে notification জারির বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নিকট সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়। Regional Cumulation এর সুবিধা ও অসুবিধা বিষয়ে in-depth study করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ করা হয়।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, EURO Stat, WITS ইত্যাদি উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করার পাশাপাশি ইউরোপীয় ইউনিয়নের জিএসপি সংক্রান্ত হালনাগাদ বিধি-বিধান ও এ বিষয়ে কমিশনের ইতোপূর্বে সম্পাদিত কাজ পর্যালোচনা করা হয়। উপরন্তু এ বিষয়ে গত ৩০ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে কমিশনে একটি অংশীজন সভা আয়োজনের মাধ্যমে অংশীজনদের মতামত গ্রহণপূর্বক একটি বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। প্রতিবেদনে দেখানো হয় যে, Regional Cumulation দেশের বস্ত্র শিল্পের জন্য ক্ষতির কারণ হওয়ার সম্ভাবনা নেই বরং এতে করে দেশের বস্ত্র শিল্পের বাজার তৈরি হবে এবং দেশের তৈরি পোশাকের পশ্চাৎসংযোগ শিল্প উন্নয়নে কিছুটা হলেও ভূমিকা রাখতে পারে। যেহেতু নোটিফিকেশনের বিষয়টি ২০০০ সালে সম্পন্ন হয়েছে সেহেতু নতুন করে নোটিফিকেশন জারির প্রয়োজন নেই। শ্রিলংকার অনুরোধের বিষয়ে এ প্রতিবেদনে বলা হয় যে, ৩০ জুন ২০২০ সালের পর Certificate of Origin (Form A) ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কর্তৃক গৃহীত হয় না মর্মে EU এর ওয়েবসাইটে তথ্য পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে Statement of Origin with Rex no. ইস্যু করা বা না করা রপ্তানিকারকদের এখতিয়ার মর্মে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক শ্রিলংকান হাই কমিশনকে অবহিত করা যেতে পারে।

৪.৪.২০ বাংলাদেশ ও মালদ্বীপের মধ্যে স্বাক্ষরতব্য 'Agreement between the Government of People's Republic of Bangladesh and Bangladesh and the Government of the Republic of Maldives on Cooperation and Mutual Administration in Customs Matters' শীর্ষক খসড়া চুক্তির বিষয়ে মতামত প্রদান

বাংলাদেশ ও মালদ্বীপের মধ্যে "Agreement between the Government of People's Republic of Bangladesh and Bangladesh and the Government of the Republic of Maldives on Cooperation and Mutual Administration in Customs Matters" শীর্ষক একটি চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়ে আলোচনা চলছে। খসড়া চুক্তির ওপর মতামত প্রদান করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ করা হয়।

বাংলাদেশ ও মালদ্বীপ উভয়ে South Asian Association for regional Cooperation (SAARC) এর সদস্য দেশ। SAARC এর সদস্য দেশসমূহের মধ্যে ২০০৫ সালে "SAARC Agreement on Mutual Adminis trative Assistance in Cus toms Matters" শীর্ষক একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তিটি বিবেচনায় নিয়ে "Agreement between the Government of People's Republic of Bangladesh and Bangladesh and the Government of the Republic of Maldives on Cooperation and Mutual Administration in Customs Matters" শীর্ষক খসড়া চুক্তিটির কিছু কিছু স্থানে সংশোধনের প্রস্তাব (যুক্তিসহ) করে মতামত প্রণয়ন করা হয়।

৪.৪.২১ বাংলাদেশ ও ইরানের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে Feasibility study পরিচালনাপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণ

বাংলাদেশ ও ইরানের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের Regional Trade Agreement (RTA) Policy, 2022 অনুযায়ী বাংলাদেশ ও ইরানের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে Feasibility study পরিচালনাপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণ করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ করা হয়।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ও ইরানের অর্থনীতি ও বাণিজ্য পরিস্থিতি, দু'দেশের শুল্কনীতি, অ-শুল্ক বাধাসমূহ, দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য, রপ্তানি ও আমদানিযোগ্য পণ্য ইত্যাদি তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দু'দেশের মধ্যে মুক্ত/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশ ও ইরানের মধ্যে ২০০৬ সালে একটি অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও চুক্তিটি অদ্যাবধি বাস্তবায়িত হয়নি। বাংলাদেশ-ইরান বাণিজ্য পরিস্থিতি বিবেচনায় মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করার পরিবর্তে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত আলোচনা পুনরায় চালু করা যেতে পারে মর্মে মতামত প্রদান করা হয়।

৪.৪.২২ বাংলাদেশ-মেক্সিকো অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (PTA)/ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) সম্পাদনের লক্ষ্যে Feasibility Study পরিচালনাপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন

মেক্সিকো'র সাথে বাংলাদেশের অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি/মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির স্বাক্ষরের সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এমতাবস্থায়, মেক্সিকো'র সাথে বাংলাদেশের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি বিষয়ে একটি Feasibility Study Report প্রদান করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন এর নিকট অনুরোধ করা হয়।

বিভিন্ন উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণপূর্বক বাংলাদেশ ও মেক্সিকো'র অর্থনৈতিক চালচিত্র, বিশ্ববাজারে পণ্য ও সেবাখাতে দু'দেশের বাণিজ্য, মেক্সিকো'র সাথে বাংলাদেশের পণ্য ও সেবাখাতে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য, মেক্সিকো হতে আগত বিনিয়োগ পরিস্থিতি, মেক্সিকো হতে প্রাপ্ত রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্য, সম্ভাব্য রাজস্ব ক্ষতি ইত্যাদি বিশ্লেষণপূর্বক একটি Feasibility Study Report প্রণয়ন করা হয়। সরকার পণ্য বাণিজ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করা হয়। যদি সেটি সম্ভব না হয়, তাহলে মেক্সিকো'র সাথে একটি কম্প্রিহেনসিভ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করা যেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিধি-বিধানে পরিবর্তন আনার প্রয়োজন পড়তে পারে বলে প্রতিবেদনে অভিমত ব্যক্ত করা হয়।

৪.৪.২৩ বাংলাদেশ ও লেবাননের মধ্যে Preferential or Free Trade Agreement এর সম্ভাব্যতা যাচাই করে Analytical Report প্রণয়ন

বাংলাদেশ ও লেবাননের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে Preferential Trade Agreement (PTA) এর খসড়া প্রেরণের জন্য বাংলাদেশ দূতাবাস, লেবানন কর্তৃক বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নিকট অনুরোধ করা হয়। এ অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ও লেবাননের মধ্যে PTA এর সম্ভাব্যতা যাচাই করে Analytical Report প্রেরণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ করা হয়।

বাংলাদেশ দূতাবাস, লেবানন- এর পত্র পর্যালোচনা করা হয় এবং বাংলাদেশ ও লেবাননের অর্থনৈতিক গতি-প্রকৃতি, বিশ্ববাজারে পণ্য ও সেবাখাতে দু'দশের বাণিজ্য, লেবাননের সাথে বাংলাদেশের দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য, লেবানন- হতে আগত বিনিয়োগ পরিস্থিতি, মেক্সিকো হতে প্রাপ্ত রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্য, সম্ভাব্য রাজস্ব ক্ষতি ইত্যাদি বিশ্লেষণপূর্বক বাংলাদেশ ও লেবাননের মধ্যে PTA এর সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। উক্ত প্রতিবেদনে বাংলাদেশ Margin of Preference (MoP) এর ভিত্তিতে এইচ এস ৬ ডিজিট লেভেলে ৭৫ টি পণ্যের একটি অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করে যেতে পারে মর্মে মতামত প্রদান করা হয়।

৪.৪.২৪ গেদে (ভারত)-দর্শনা (বাংলাদেশ)-ঈশ্বরদী-আব্দুলপুর-পার্বতীপুর-চিলাহাটি (বাংলাদেশ)-হলদিবাড়ী (ভারত) রুটে এস্পটি এবং লোড রেক দিয়ে ট্রেন ট্রায়াল রান পরিচালনা প্রসঙ্গে

ভারতীয় মালবাহী ট্রেনের ট্রায়াল রানের প্রস্তাবের উপর রেলপথ মন্ত্রণালয়ে বাংলাদেশ রেলওয়ে, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং জননিরাপত্তা বিভাগের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বর্ণিত রুটে পরীক্ষামূলক ট্রেন পরিচালনা করার জন্য ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে সুনির্দিষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব প্রেরণের জন্য পত্র দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে পত্র প্রেরণ করা হলে ভারতীয় রেলওয়ে বোর্ড ট্রানজিটের মাধ্যমে বর্ণিত রুটে মালবাহী ট্রেনের পরীক্ষামূলক পরিচালনার জন্য Movement of IR trains on BR network বিষয়ে অনুরোধ করে এবং উভয় দেশের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠনের প্রস্তাব দেয়। এ সংক্রান্ত মতামতের জন্য কমিশনের নিকট পত্র

প্রেরণ করা হলে কমিশন এ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় যেমন- ব্যয়, সুযোগ-সুবিধা, অন্য দেশে বাংলাদেশের পণ্য পরিবহন সুযোগ ইত্যাদি বিবেচনা করে মতামত প্রেরণ করে। এছাড়াও মতামত প্রস্তুতের ক্ষেত্রে GATT ১৯৯৪ এর আওতায় কাস্টমস শুল্ক বা ট্রানজিট সংক্রান্ত অন্য চার্জ সংক্রান্ত বিষয়াদিও পর্যবেক্ষণ করা হয়।

৪.৪.২৫ বিভিন্ন দেশের সাথে বাণিজ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য প্রেরণ

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশের সাথে দ্বি-পাক্ষিক ফরেন অফিস কন্সালটেশন, নেগোসিয়েশন, ইত্যাদি কাজের জন্য দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য পরিসংখ্যান, বাণিজ্য সম্পর্কিত তথ্য, আমদানি-রপ্তানি পণ্য, শুল্ক, বাণিজ্য সম্ভাবনাসমূহ ইত্যাদি তথ্যসহ Country Brief প্রেরণের অনুরোধ করে থাকে। এর পরিপ্রেক্ষিতে জাপান, নেদারল্যান্ড, ব্রাজিল, জার্মানি ও চেক প্রজাতন্ত্র -এর সাথে উক্ত দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্যাদি প্রেরণ করা হয়েছে।

৪.৪.২৬ বাংলাদেশের সাথে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহের বাণিজ্য সহযোগিতা সার্বিক পরিস্থিতি সংক্রান্ত আপডেটেড তথ্যাদি প্রেরণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আসন্ন বিদেশ সফর উপলক্ষ্যে ডকুমেন্ট প্রস্তুতকরণের লক্ষ্যে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতার, ওমান, বাহরাইন, ইরাক, ইরান, জর্ডান, সিরিয়া, ইয়েমেন ও লেবাননের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য সহযোগিতা সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রেরণের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নিকট অনুরোধ করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে বর্ণিত দেশসমূহের সাথে বাংলাদেশের দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য প্রেরণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ করা হয়।

৪.৪.২৭ নেপাল হতে মশুর ডাল (Lentil) আমদানির সম্ভাব্যতা বিষয়ক প্রতিবেদন প্রণয়ন

গত ১৮-১৯ এপ্রিল ২০২৪ সময়ে নেপালে অনুষ্ঠেয় বাংলাদেশ-নেপাল বাণিজ্য সচিব পর্যায়ের ৭ম সভার উপলক্ষ্যে ৩১ মার্চ ২০২৪ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতিমূলক সভায় নেপাল হতে ডাল আমদানির সম্ভাব্যতা (বিশেষত, ডাল রপ্তানিতে নেপালের সক্ষমতা) বিষয়ে জরুরি ভিত্তিতে একটি প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয় কমিশনের প্রতিনিধিদের মৌখিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

এ অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববাজারে প্রধান প্রধান ডাল রপ্তানিকারক দেশ (রপ্তানির পরিমান ও রপ্তানি মূল্যসহ) জরুরি ভিত্তিতে একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। এ প্রতিবেদনে দেখানো হয় যে, ডাল বাংলাদেশে নেপালের প্রধান রপ্তানিপণ্য হলেও বিশ্ববাজারে নেপাল একটি ক্ষুদ্র ডাল রপ্তানিকারক দেশ। ২০০৯ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখানো হয় যে, বিশ্ববাজারে বাংলাদেশই নেপালের ডালের মূল গন্তব্য। বর্ণিত সময়ে বিশ্ব বাজার ও বাংলাদেশ উভয় ক্ষেত্রে নেপালের ডাল রপ্তানির পরিমাণ ধীরে ধীরে বেশ হ্রাস পেয়েছে। বাংলাদেশের চাহিদা মেটানোর মতো যথেষ্ট সামর্থ্য নেপালের নাও থাকতে পারে।

৪.৪.২৮ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪ বাংলা সংস্করণে অন্তর্ভুক্তির জন্য তথ্যাদি পরিসংখ্যান সহ প্রতিবেদন প্রেরণ

"বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪" বাংলা সংস্করণে অন্তর্ভুক্তির জন্য তথ্যাদি/পরিসংখ্যানসহ (ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত হালনাগাদকৃত) প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য অর্থ বিভাগ কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ করা হয়।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪ প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন এঁর কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট অংশ তথা- বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষার ৬ষ্ঠ অধ্যায় (বহিঃ খাত) এ অন্তর্ভুক্ত ট্যারিফ এবং বাণিজ্য চুক্তিসমূহ অংশের ওপর ইনপুটস প্রণয়ন করা হয়।

৪.৪.২৯ বাংলাদেশ-চীন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) সম্পাদনের লক্ষ্যে যৌথ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রেরণ

বাংলাদেশ-চীন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) সম্পাদনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক প্রণীত যৌথ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন হালনাগাদপূর্বক ০৭ (সাত) কপি বাইন্ডিং করে ০৩ (তিন) দিনের মধ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য গত ০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে কমিশন এর নিকট অনুরোধ করা হয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ও চীন কর্তৃক যৌথভাবে প্রণীত একটি agreed outline এর উপর ২০১৯ সালে কমিশন কর্তৃক এ প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়েছিলো। পরবর্তীতে, ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত তথ্য সন্নিবেশিত করে সর্বশেষ হালানাগাদ করা হয়েছিলো।

কাজটি জরুরি বিবেচনার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুরোধ করা হয় বিধায় যথাসম্ভব দ্রুততার সাথে ২০২২-২৩ অর্থবছরের তথ্য অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৩ হতে অর্থনৈতিক নির্দেশক সংক্রান্ত তথ্য, বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত সেবাখাত ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত, রপ্তানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক অনলাইনে প্রকাশিত রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্য বিশেষণ করে প্রতিবেদনটি হালনাগাদ করা হয়। এছাড়া, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ২০২২-২৩ অর্থবছরের অপারেটিভ ট্যারিফ শিডিউল হতে শুল্ক সংক্রান্ত তথ্য, বোর্ড হতে কমিশনে প্রতি মাসে প্রাপ্ত মাসভিত্তিক আমদানি সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণপূর্বক প্রতিবেদনটি হালনাগাদ করা হয়। ০৭ (সাত) কপি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। কাজটি সম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন অনলাইন উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণপূর্বক প্রতিবেদনটি হালনাগাদ করা হয়। প্রতিবেদনটিতে বিভিন্ন নীতিগত বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকায় প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করার পূর্বে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক মূল্যায়িত হওয়া প্রয়োজন বলে মতামত প্রদান করা হয়।

৪.৪.৩০ বাংলাদেশ ও নাইজেরিয়ার মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ) করার লক্ষ্যে সমীক্ষা করে সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন

বাংলাদেশ ও নাইজেরিয়ার মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ) সম্পাদন করার জন্য নাইজেরিয়া কর্তৃক খসড়া Preferential Trade Agreement Text পাঠানোর অনুরোধ করার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ও নাইজেরিয়ার মধ্যে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ) সম্পাদন করার জন্য FTA Policy Guideline, ২০১০ অনুযায়ী একটি Feasibility Study সম্পন্ন করে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ করা হয়।

বাংলাদেশ ও নাইজেরিয়ার অর্থনীতি, বিশ্ব বাজারে বাণিজ্য, শুল্ক ও অশুল্ক বাধা, নাইজেরিয়া কর্তৃক স্বাক্ষরিত আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি সমূহ, বাংলাদেশ ও নাইজেরিয়ার দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে Regional Trade Agreement (RTA) Policy. 2022 অনুযায়ী একটি সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। উক্ত সমীক্ষায় দেখা যায়, নাইজেরিয়ার সাথে পিটিএ সম্পাদন করা বাংলাদেশের পক্ষ্যে লাভজনক হলেও পিটিএ চুক্তি সম্পাদন করা সম্ভব নয়। কেননা, নাইজেরিয়া Economic Community of West African States (ECOWAS) নামক একটি Customs Union এর সদস্য। Customs Union এর সদস্য দেশসমূহ নিজেদের মধ্যে পণ্য বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শুল্ক প্রত্যাহার করে এবং বাদ বাকী বিশ্বের জন্য সকল সদস্যদেশ মিলে Common External Tariff আরোপ করে থাকে। যদিও নাইজেরিয়া ও বাংলাদেশ উভয় দেশ Developing-8 PTA এর সদস্য, Developing-8 PTA এর আওতায় শুল্ক সুবিধার মাত্রা খুবই কম বা বাণিজ্য বৃদ্ধি করার মতো প্রকৃত অর্থে শুল্ক সুবিধা নেই বললেও চলে। এমতাবস্থায়, পিটিএ চুক্তি সম্পাদন করা সম্ভব নয় বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। একই সঙ্গে ECOWAS এর অন্যান্য সদস্য দেশসমূহ নাইজেরিয়া কে সতন্ত্রভাবে পিটিএ চুক্তি সম্পাদন করার ক্ষেত্রে অনুমতি দেবে কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন উত্তাপন করা যেতে পারে মর্মে মতামত প্রদানের পাশাপাশি এ প্রতিবেদনে Economic Community of West African States (ECOWAS) এর সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত সমীক্ষা পরিচালনার প্রস্তাব করা হয়।

৪.৪.৩১ বাংলাদেশ ও শ্রিলংকার মধ্যে সম্পাদিতব্য দ্বি-পাক্ষিক অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (BS-PTA) এর আওতায় বাংলাদেশের Revised Request List প্রণয়ন

বাংলাদেশ ও শ্রিলংকার মধ্যে সম্পাদিতব্য দ্বি-পাক্ষিক অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (BS-PTA) সংক্রান্ত নেগোসিয়েশনের অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে গত ২৯ মে ২০২৩ তারিখে ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠিত দ্বি-পাক্ষিক সভার প্রণীত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়য় কর্তৃক ইমেইল মারফত কমিশনের নিকট অনুরোধ করা হয়।

এ কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী দু'দেশের মধ্যে ৩১ জুলাই ২০২৩ এর মধ্যে revised Request List প্রেরণের কথা ছিল। কিন্তু বিগত তিন বছরে বিশ্ববাজার ও বাংলাদেশ হতে শ্রিলংকার হালনাগাদ আমদানির তথ্য না পাওয়ায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে শ্রিলংকা হতে হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং গত BS-PTA এর আওতায় বাংলাদেশের revised request list প্রণয়নের লক্ষ্যে গত ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে কমিশনের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ব বাজার ও শ্রিলংকার বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি, বিশ্ব বাজার হতে শ্রিলংকার আমদানি, শ্রিলংকা কর্তৃক আরোপিত শুল্ক, এইচএস ভার্সন ২০১৭ হতে ২০২২ এ পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয়সহ বিভিন্ন অংশিজন হতে প্রাপ্ত মতামত পর্যালোচনা করে ১৩২টি এইচএস লাইন বিশিষ্ট একটি পণ্য তালিকা প্রণয়ন করা হয়।

৪.৪.৩২ বাংলাদেশ ও শ্রিলংকার মধ্যে প্রস্তাবিত দ্বি-পাক্ষিক অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের Draft Offer List প্রণয়ন

বাংলাদেশ ও শ্রিলংকার মধ্যে প্রস্তাবিত দ্বি-পাক্ষিক অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তির আওতায় শ্রিলংকা কর্তৃক এইচ এস ৮-ডিজিটে ১১০ টি পণ্যের একটি Revised Request List প্রেরণ করা হয়েছে। এ Revised Request List হতে বাংলাদেশের Offer List প্রণয়নের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ করা হয়।

এ অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক গত ১৪ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে কমিশনে একটি অংশীজন সভার অনুষ্ঠিত হয়। এ সভার আলোচনা ও বিভিন্ন অংশীজন হতে প্রাপ্ত মতামত পর্যালোচনা করে ৫৬টি পণ্যবিশিষ্ট একটি খসড়া Offer List সহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়।

৪.৪.৩৩ শ্রীলংকা'র Country Profile প্রণয়ন

শ্রিলংকার Country brief প্রেরণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ করা হয়। শ্রিলংকার আয়তন, ভাষা, জিডিপি, মাথাপিচু আয়, জনসংখ্যা, প্রধান প্রধান কৃষিপণ্য, শিল্পসমূহ, সমুদ্র বন্দর ও আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, ট্যারির প্রোফাইল, বিশ্ব বাজারে পণ্য ও সেবাখাতে বাণিজ্য, শ্রিলংকা কর্তৃক স্বাক্ষরিত আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তিসমূহ, শ্রিলংকার সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য, শ্রিলংকার সাথে বাংলাদেশ কর্তৃক স্বাক্ষরিত ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত দ্বি-পাক্ষিক চুক্তিসমূহ, বাংলাদেশ হতে শ্রিলংকায় রপ্তানিকৃত প্রধান প্রধান পণ্যে বিদ্যমান শুল্কহার, শ্রিলংকার বাজারে বাংলাদেশের সম্ভানাময় রপ্তানি পণ্য, সাম্প্রতিক দ্বি-পাক্ষিক আলোচনাধীন কতিপয় বিষয় ইত্যাদি তথ্য অন্তর্ভুক্ত করে একটি Country Profile প্রণয়ন করা হয়।

৪.৪.৩৪ বাংলাদেশের সাথে ফিলিপাইন-এর বাণিজ্য সহযোগিতার সার্বিক পরিস্থিতি বিষয়ক হালনাগাদ তথ্যাদি (ইনপুটস) প্রেরণ

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে বাংলাদেশের সাথে ফিলিপাইন-এর বাণিজ্য সহযোগিতার সার্বিক পরিস্থিতি বিষয়ক হালনাগাদ তথ্যাদি প্রেরণের জন্য বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানো হয়। গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে ফিলিপাইনের সাথে বাংলাদেশের দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য ছিলো ১৪৯.০২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ফিলিপাইনের সাথে বিগত পাঁচ বছরের দ্বি-পাক্ষিক পণ্য বাণিজ্যের চিত্র নিম্নরূপঃ

বাংলাদেশ ও ফিলিপাইন-এর মাধ্যকার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য (মিলিয়ন ডলার)

তথ্য সূত্র ঃ: ইপিবি, বাংলাদেশ ব্যাংক

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ফিলিপাইনের অর্থনীতি ও বাণিজ্য পরিস্থিতি, ফিলিপাইনের বৈশ্বিক বাণিজ্য, বিনিয়োগ, ফিলিপাইনের বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি সম্ভাবনা এবং রেমিটেন্স প্রবাহ, বাংলাদেশ ও ফিলিপাইনের মধ্যকার দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য, উভয় দেশের মোট বাণিজ্যে উক্ত দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্যের অবস্থান, পণ্যভিত্তিক বাণিজ্য পর্যালোচনা, ফিলিপাইনের বাজারে বিদ্যমান ট্যারিফ এবং আমদানি বিষয়ক অন্যান্য নিয়মনীতি, জনশক্তি রপ্তানি ইত্যাদি বিবেচনাপূর্বক ইনপুটস প্রেরণ করা হয়।

৪.৪.৩৫ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর থাইল্যান্ড সফরের নিমিত্ত ইনপুট প্রেরণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গত ২২-২৬ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে থাইল্যান্ড সফরের নিমিত্ত দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য সংশিষ্ট তথ্যাদি প্রেরণের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে কমিশন বরাবর অনুরোধ জানানো হয়। বিগত ৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক পণ্য বাণিজ্যের পর্যালোচনায় থাইল্যান্ড বাংলাদেশের জন্য রাপ্তানি বাজারের চেয়ে আমদানী উৎস হিসেবেই মূলত প্রতীয়মান হয়। বিগত ৫ অর্থবছরের দ্বিপাক্ষিক পণ্য বাণিজ্য চিত্র নিম্নরূপ:

সারণি-০৯: বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডের মাধ্যকার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য (মিলিয়ন ইউএস ডলার)

বিষয়	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
রপ্তানি	৪৪.০৭	৩৫.৪৬	৩৯	৪৪.০৫	৭১.৭১
আমদানি	৯৫৭.০৪৮	৮০১.৫৭	৭৬৫.৪৪	১,১৪২.৩২	৯৪৫.১৭
মোট দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য	১,০০১.১২	৮৩৭.০৩	৮০৪.৪৫	১,১৮৬.৩৭	১,০১৬.৮৯

তথ্যসূত্র ঃ ইপিবি, বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রাপ্ত অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডের মধ্যকার দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য, উভয় দেশের মোট বাণিজ্যে উক্ত দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্যের অবস্থান, পণ্যভিত্তিক বাণিজ্য পর্যালোচনা, থাইল্যান্ডের বাজারে বিদ্যমান ট্যারিফ এবং আমদানি বিষয়ক অন্যান্য নিয়মনীতি, জনশক্তি রপ্তানি ইত্যাদি বিষয়ে তথ্যসহ সম্ভাব্য আলোচ্য/বিবেচ্য বিষয়সমূহ প্রস্তাবপূর্বক প্রণীত ইনপুটস পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.৪.৩৬ বাংলাদেশ ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে আপডেটেড ইনপুটস/তথ্যাদি প্রেরণ

বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্যের আপডেটস ইনপুটস/তথ্যাদি প্রেরণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন বরাবর অনুরোধ জানানো হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে উভয় দেশের বৈশ্বিক বাণিজ্য পরিস্থিতি, ট্যারিফ কাঠামো, বৈদেশিক বিনিয়োগ পরিস্থিতি, দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ কাঠামো ইত্যাদি বিষয়ে হালনাগাদ ইনপুটস/তথ্যাদি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.৪.৩৭ বাংলাদেশ ও মঙ্গোলিয়ার মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্যের আপডেটেড ইনপুটস/তথ্যাদি প্রেরণ

বাংলাদেশ- মঙ্গোলিয়ার দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্যের আপডেটেড ইনপুটস/তথ্যাদি প্রেরণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ জানানো হয়। এর আলোকে উভয় দেশের বৈশ্বিক বাণিজ্য পরিস্থিতি, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ কাঠামো ইত্যাদি বিষয়ে তথ্যসহ দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য-এর আপডেটেড ইনপুটস/তথ্যাদি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.৪.৩৮ বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে ঢাকায় অনুষ্ঠিত "5th Foreign Office Consultation (FOC)" সভার জন্য হালনাগাদ তথ্য

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে পত্র মারফত বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে ঢাকায় অনুষ্ঠিত "5th Foreign Office Consultation (FOC)" সভার জন্য হালনাগাদ তথ্য প্রেরণের নিমিত্ত বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানো হয়। সে মোতাবেক উভয় দেশের বৈশ্বিক বাণিজ্য পরিস্থিতি, পণ্যভিত্তিক বাণিজ্য কাঠামো, ট্যারিফ কাঠামো, বৈদেশিক বিনিয়োগ পরিস্থিতি, দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ কাঠামো ইত্যাদি বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য সম্বলিত একটি ইনপুটস প্রণয়নপূর্বক বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.৪.৩৯ বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে আপডেটেড ইনপুটস/তথ্যাদি প্রেরণ

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে বাংলাদেশের সাথে দক্ষিণ কোরিয়ার দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্যের হালনাগাদ তথ্যাদি প্রেরণের জন্য বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের-এর নিকট অনুরোধ জানানো হয়। সে মোতাবেক উভয় দেশের বৈশ্বিক বাণিজ্য পরিস্থিতি,

দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ কাঠামো ইত্যাদি বিষয়ে তথ্যসহ দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্যের আপডেটেড তথ্য প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যকার বিগত ০৭ (সাত) অর্থবছরের পণ্য বাণিজ্যের পর্যালোচনায় ২০১৯-২০ এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরকে ব্যতিক্রমী হিসাবে ধরে নিলে একটি সাধারণ ক্রমবর্ধমান ধারা পরিলক্ষিত হয়। বছরওয়ারী দ্বিপাক্ষিক পণ্য বাণিজ্যের চিত্র নিম্নরূপঃ

সারণি-১০: বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার মাধ্যকার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য (মিলিয়ন ইউএস ডলার)

বিষয়	১৬-১৭	১৭-১৮	১৮-১৯	১৯-২০	২০-২১	২১-২২	২২-২৩
রপ্তানি	২৩৮.২৩	২৫৪.৮৪	৩৭০.৬৫	৩৫২.৮২	৩৯৮.৬৭	৫৩০.২৫	৬২৩.৭৯
আমদানি	১,২৭৭.৫০	১,২৭৩.৭৮	১,৩১৪.৬৯	১,০৩০.৩৩	১১২৬.৬	১,৪৯২.৬৪	১,২৪০.৯০
মোট দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য	১,৫১৫.৭৩	১,৫২৮.৬২	১,৬৮৫.৩৪	১,৩৮৩.১৪	১৫২৫.২৭	২০২২.৮৯	১৮৬৪.৬৯

তথ্যসূত্র ঃ ইপিবি, বাংলাদেশ ব্যাংক

৪.৪.৪০ ট্রানজিট নীতিমালার Terms of Reference (ToR)-এ অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে ইনপুটস প্রদান

বাণিজ্যিক ট্রানজিট নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাণিজ্যিক ট্রানজিট নীতিমালার Terms of Reference (ToR)-এ অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশ বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন ইনপুটস প্রদান করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে মোতাবেক মতামত আকারে একটি ইনপুটস বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.৪.৪১ বাংলাদেশ ও কম্বোডিয়ার মধ্যে আপডেটেড ইনপুটস/তথ্যাদি প্রেরণ

বাংলাদেশ-কম্বোডিয়ার দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্যের আপডেটেড ইনপুটস/তথ্যাদি প্রেরণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ জানানো হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে উভয় দেশের বৈশ্বিক বাণিজ্য পরিস্থিতি, পণ্যভিত্তিক বাণিজ্য কাঠামো, ট্যারিফ কাঠামো, বৈদেশিক বিনিয়োগ পরিস্থিতি, দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ কাঠামো ইত্যাদি বিষয়ে তথ্যসহ দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য-এর আপডেটেড ইনপুটস/তথ্যাদি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.৪.৪২ বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে আপডেটেড ইনপুটস/তথ্যাদি প্রেরণ

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে বাংলাদেশের সাথে জাপানের বাণিজ্য সহযোগিতার সার্বিক পরিস্থিতি বিষয়ক হালনাগাদ তথ্যাদি প্রেরণের জন্য বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ জানানো হয়। উভয় দেশের জিডিপি, জনসংখ্যা, বৈশ্বিক বাণিজ্য চিত্র ইত্যাদির একটি তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপঃ

সারণি-১১: বাংলাদেশ ও জাপানের আর্থ-সামাজিক অবস্থার তুলনামূলক চিত্র

বিষয়	জাপান (২০২২)	বাংলাদেশ (২০২১-২২)
জিডিপি (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)	৪৯০০	৪৬৫
জিডিপি বৃদ্ধির হার (%)	১.৬	৭.২৫
জনসংখ্যা, মোট (মিলিয়নে)	১২৬.২৬	১৬৫.৬০
বৈশ্বিক রপ্তানি (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)	৭০৫.৬৪	৬০.৯৭
বৈশ্বিক আমদানি (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)	৭২০.৯০	৮৯.৩৪
মাথাপিছু জিডিপি (মার্কিন ডলার)	৪০,০৪৮	২৭২৩
জিএনআই (মার্কিন ডলার)	৫১২০	৪৮২.২৪
প্রাকৃতিক সম্পদ	বন, মৎস্য	প্রাকৃতিক গ্যাস, আবাদি জমি, মৎস্য চাষ

তথ্যসূত্র ঃ World Development Indicators, Bangladesh Bank, EPB and WITS Data, World Bank

প্রাপ্ত অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে উভয় দেশের বৈশ্বিক বাণিজ্য পরিস্থিতি, পণ্যভিত্তিক বাণিজ্য কাঠামো, ট্যারিফ কাঠামো, বৈদেশিক বিনিয়োগ পরিস্থিতি, দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ কাঠামো ইত্যাদি বিষয়ে তথ্যসহ ইনপুটস প্রস্তুত করা হয়।

৪.৪.৪৩ Sixth Special Meeting on Regional Economic Integration Study (Phase-II) প্রসঙ্গে থিম প্রেরণ

Sixth Special Meeting on Regional Economic Integration Study (Phase-II) সম্মেলনের জন্য Theme প্রস্তুত করার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে অর্থ বিভাগের নিকট অনুরোধ করা হয়।

বিগত সময়ের Theme সমূহ পর্যালোচনাপূর্বক Sixth Special Meeting এর জন্য নিম্নোক্ত তিনটি বিকল্প Theme প্রস্তাব করা হয়ঃ-

ক) Simplified and transparent approach Operational Certification Procedure for Rules of origin among SAARC Countries.

খ) Importance of Revising SAFTA negotiation for Trade Liberalization among SAARC countries

গ) Harmonization of standards relating to Technical Barriers to Trade (TBT) and Sanitary and Phytosanitary (SPS) measures in SAARC region

৪.৪.৪৪ বাংলাদেশ-চীন যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন এর ১৫তম সভা উপলক্ষ্যে ইনপুটস প্রেরণ

বাংলাদেশ-চীন যৌথ অর্থনৈতিক কমিশনের ১৫তম সভা আগামী জুলাই ২০২৩ এর শেষ সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভা উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্যের হালনাগাদ তথ্য সরবরাহের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ করা হয়।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য সংকলন করা হয়।

৪.৪.৪৫ বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য সংক্রান্ত হালনাগাদ ইনপুটস প্রণয়ন

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয় ১২-১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ অস্ট্রেলিয়া সফর করার কথা জানানো হয়। উক্ত সফর উপলক্ষে বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও গুরুত্বপূর্ণ সার্বিক পরিস্থিতি বিষয়ে হালনাগাদ ইনপুটস প্রেরণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ করা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক, ইপিবিসহ বিভিন্ন অনলাইন উৎস হতে বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে ইনপুটস প্রণয়ন করা হয়।

৪.৪.৪৬ বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে 3rd Joint Working Group on Trade and Investment between Australia and Bangladesh (JWGTI) এর সভার জন্য আলোচ্যসূচী প্রেরণ

গত ২৩ মে ২০২৪ অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠেয় বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে 3rd Joint Working Group on Trade and Investment between Australia and Bangladesh (JWGTI) এর সভা উপলক্ষ্যে প্রণীত খসড়া এজেন্ডার ওপর মতামত প্রেরণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ করা হয় ।

বিভিন্ন দেশের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনে বাংলাদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণের ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদানের অনুরোধ এজেন্ডা ভুক্ত করার প্রস্তাব করার পাশাপাশি বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার অর্থনীতি ও দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্যসহ ইনপুটস প্রণয়ন করা হয়।

৪.৪.৪৭ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দক্ষিণ আফ্রিকা সফর উপলক্ষ্যে ইনপুটস প্রণয়ন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের ২৪ আগস্ট ২০২৩ তারিখে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানসবার্গে অনুষ্ঠেয় BRICS-Africa Outreach and the BRICS plus Dialogue এ অংশগ্রহণের লক্ষ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরকালে অনুষ্ঠেয় একটি Regional Envoys Conference বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আফ্রিকা শাখা প্রস্তুতিমূলক কাজ সম্পাদন করে। এ প্রস্তুতি গ্রহণের লক্ষ্যে আফ্রিকা অঞ্চলে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্ভাবনা, চ্যালেঞ্জসমূহ ও করণীয় বিষয়ে ইনপুটস প্রদানের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ করা হয়।

আফ্রিকার দেশসমূহের সাথে মুক্ত/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে সম্ভাবনাময় দেশ নির্বাচন বিষয়ে মার্চ ২০২৩ মাসে কমিশন কর্তৃক একটি বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদন প্রণীত হয়েছিল। উক্ত প্রতিবেদনে মুক্ত/অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি সম্ভাবনাময় আফ্রিকান দেশ ও চুক্তি সম্পাদনে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ উল্লেখ্য করা হয়েছিল। কাজটি জরুরি ভিত্তিতে সম্পন্ন করার জন্য উক্ত প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে এ বিষয়ে জরুরি ভিত্তিতে খসড়া ইনপুটস প্রণয়ন করা হয়।

৪.৪.৪৮ বাংলাদেশ ও আর্মেনিয়ার মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণ সংক্রান্ত আপডেট তথ্য প্রেরণ

আর্মেনিয়ার মাননীয় উপমন্ত্রী Mr. Narek Terzan, Ministry of Economy of the Republic of Armenia এঁর ৬-৮ ফেব্রুয়ারি ঢাকা সফরকালে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার উপস্থাপনের জন্য বাংলাদেশ ও আর্মেনিয়ার মধ্যে ০৫ (পাঁচ) বছরের ডাটা ও পণ্য সহ আপডেট তথ্য প্রেরণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট অনুরোধ করা হয়।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে জরুরি ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোসহ বিভিন্ন অনলাইন উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করে বাংলাদেশ-আর্মেনিয়া দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্যের ওপর একটি ব্রিফ প্রণয়ন করা হয়।

৪.৪.৪৯ বাংলাদেশের সাথে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার সার্বিক পরিস্থিতি বিষয়ক Updates ইনপুস/তথ্য প্রণয়ন

বাংলাদেশ ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে স্বাক্ষরিত/ স্বাক্ষরিতব্য চুক্তি/ সমঝোতা স্মারক/ খসড়া চুক্তি বিষয়ক হালনাগাদ তথ্য, দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্কিত সহযোগিতার চলমান অবস্থা এবং ভবিষ্যত সম্ভাবনা ও কর্মপন্থা, গুরুত্বপূর্ণ অনিষ্পন্ন এবং দ্বি-পাক্ষিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার সার্বিক পরিস্থিতি বিষয়ক Updates ইনপুটস/তথ্য প্রেরণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুরোধ করা হয়।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে, বাংলাদেশ ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও রেমিটেন্সের তথ্য সংকলন করে একটি ব্রিফ প্রণয়ন করা হয়। ব্রিফটি কমিশনের মতামত নিয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৪.৪.৫০ মাননীয় মন্ত্রীর জন্য বাংলাদেশ ও রাশিয়ার মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্যের ওপর Talking points প্রণয়ন

গত ০৪ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে H.E. Mr. Boris Titov, Presidential Commissioner for Entrepreneurs' Rights, Russian Federation মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ উপলক্ষ্যে এ বিষয়ে জরুরি ভিত্তিতে ব্রিফ প্রেরণের জন্য তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের হতে টেলিফোন মারফত অনুরোধ করা হয়।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন কর্তৃক দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার লক্ষ্যে কিছু Talking Points অন্তর্ভুক্ত করে বাংলাদেশ রাশিয়ার মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্যের ওপর ব্রিফ প্রণয়ন করা হয়।

৪.৫ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিভাগের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা

জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে দ্বি-পাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য নেগোসিয়েশন ও চুক্তির ক্ষেত্রে কৌশলগত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম:

(১) ৫২ (বায়ান্ন) টি ব্রিফ/মতামত/কৌশলপত্র/ইনপুটস প্রস্তুতকরণ।

(২) ০৫ (পাঁচ) টি দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য সংক্রান্ত নেগোসিয়েশনে বাংলাদেশের অবস্থান নির্ধারণের লক্ষ্যে স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন পরিচালনা।

(৩) বাণিজ্য সংক্রান্ত নেগোসিয়েশনে বাংলাদেশ প্রতিনিধি টিমে কমিশনের প্রতিনিধি হিসাবে ০৫ (পাঁচ) জনের অংশগ্রহণ।

(৪) ১২ (বার) জনকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নেগোশিয়েসনের দক্ষতা বৃদ্ধি।

(৫) ০৫ (পাঁচ) টি PTA/FTA Feasibily Study/Impact Analysis প্রতিবেদন প্রণয়ন/হালনাগাদকরণ।

(৬) ১২ (বার) জনকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে PTA/FTA সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন প্রণয়নে দক্ষতা বৃদ্ধি।

(৭) ১০ (দশ) জনকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আওতাধীন বিভিন্ন চুক্তির বিধি বিধান সংক্রান্ত দক্ষতা বৃদ্ধি।

(৮) কমিশন কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন সমীক্ষা/পণ্য তালিকা/খসড়া চুক্তি বিষয়ে মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত ০২ (দুই) টি সভা/সেমিনার/কর্মশালায় উপস্থাপন

(৯) সেবাখাতে বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে ০১ (এক) টি কনসেপ্ট নোট প্রণয়ন।

৪.৬ কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত ৩০ টির অধিক FTA/PTA Feasibility Study সম্পাদন করেছে ঃ (সারণি-১২)

Sr	FTA/PTA Feasibility Study	PTA/FTA
1	Bhutan	PTA
2	China	FTA
3	Malaysia	FTA
4	Sri Lanka	PTA
5	Myanmar	FTA
6	Mauritius	FTA
7	Turkey	FTA
8	Japan	FTA
9	Iran	PTA
10	Australia	FTA
11	Lebanon	PTA
12	Nigeria	PTA
13	Mexico	FTA
14	Indonesia	PTA
15	Vietnam	FTA
16	Morocco	FTA
17	Macedonia	FTA
18	ASEAN	FTA
19	South Korea	FTA
20	MERCOUSER	FTA
21	Gulf Cooperation Council (GCC)	FTA
22	Eurasian Economic Union (EAEU)	FTA
23	South Africa	FTA
24	USA	FTA
25	Thailand	FTA
26	Philippine	FTA
27	Singapore	FTA
28	Indian Ocean Rim Association (IORA)	FTA
29	Jordan	FTA
30	Canada	FTA
31	India	CEPA/FTA
32	Trans Pacific Partnership (TPP)	CEPA/FTA
33	Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)	CEPA/FTA

পঞ্চম অধ্যায়

বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগের কার্যক্রম

৫.১ ভূমিকা

ডাম্পিং ও ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্য আমদানির ন্যায় অসাধু বাণিজ্য প্রতিকারের মাধ্যমে স্থানীয় শিল্পের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থরক্ষার কাজে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ নিয়োজিত। ডাম্পিং এর বিরুদ্ধ এন্টি-ডাম্পিং, ভর্তুকিপ্রাপ্ত পণ্য আমদানির বিরুদ্ধে কাউন্টারভেইলিং এবং অত্যধিক পণ্য আমদানির বিরুদ্ধে সেইফগার্ড শুল্ক আরোপ বিষয়ে সরকারকে যথাযথ সুপারিশ প্রদান এ বিভাগের কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চুক্তি অনুযায়ী যদি কোন বিদেশি পণ্য স্বাভাবিক মূল্য (সাধারণত স্থানীয় বাজার মূল্য) অপেক্ষা কমমূল্যে বাংলাদেশে রপ্তানি হয়, তবে তা বাংলাদেশে ডাম্পিং হচ্ছে মর্মে গণ্য হবে। এটি স্থানীয় শিল্পের জন্য ক্ষতিকর। এরূপ ক্ষেত্রে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিয়ম অনুসারে দেশীয় শিল্পকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষার জন্য এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করা যায়। একইভাবে, কোন পণ্য ভর্তুকি মূল্যে বাংলাদেশে রপ্তানি করা হলে তা স্থানীয় প্রতিযোগী পণ্যের সাথে দেশীয় বাজারে অসম প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করে, যা সংশ্লিষ্ট দেশীয় শিল্পকে এর কার্যক্রম সংকোচন বা বন্ধ করতে বাধ্য করে। ন্যায্য বাণিজ্য নিশ্চিত করার জন্য এক্ষেত্রে কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপ করা যায়। তাছাড়া, কোন পণ্যের আমদানি অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে স্থানীয় শিল্পসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হলে, সেইফগার্ড শুল্ক আরোপ করা যায়। কোন পণ্যের ওপর এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করার কারণে আমদানিকারকগণ যদি একই ধরনের পণ্য অন্য এইচ.এস কোডের আওতায় আমদানি করে, তাহলে এন্টি-সারকামভেনশন তদন্ত করার মাধ্যমে একই ধরনের পণ্যের ওপর এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করা যায়।

বাণিজ্য প্রতিবিধান বিষয়ক শুল্কসমূহ আরোপের বিষয়ে সরকারকে যথাযথ সুপারিশ প্রণয়নের জন্য কমিশনের চেয়ারম্যান সরকার কর্তৃক নির্ধারিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ এবং বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ তাঁর পক্ষে উপর্যুক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে। এন্টি-ডাম্পিং, সাবসিডি ও কাউন্টারভেইলিং, সেইফগার্ড এবং এন্টি-সারকামভেনশন কার্যক্রমের পাশাপাশি বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ ডব্লিউটিও এর স্যানিটারি ও ফাইটো-স্যানিটারি কার্যক্রম এবং টেকনিক্যাল ব্যারিয়ারস টু ট্রেড সম্পর্কিত চুক্তি সংক্রান্ত কাজও সম্পাদন করে।

৫.২ বাণিজ্য প্রতিবিধান বিভাগ এর কার্যক্রমসমূহ

(ক) ডাম্পিং, ভর্তুকি কিংবা অস্বাভাবিক আমদানি বৃদ্ধির কারণে দেশীয় শিল্পের স্বার্থহানি নিরূপণ এবং প্রতিকারের লক্ষ্যে তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শুল্ক আরোপের জন্য সরকারকে সুপারিশ প্রদান;

(খ) বাংলাদেশের রপ্তানিকৃত পণ্যের উপর অন্য কোন দেশ কর্তৃক এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং এবং সেফগার্ড মেজার্স গ্রহণের কারণে দেশীয় রপ্তানি বাধাগ্রস্ত হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(গ) স্যানিটারি এবং ফাইটো-স্যানিটারি মেজার্স সম্পর্কিত কার্যক্রম গ্রহণ;

(ঘ) টেকনিক্যাল ব্যারিয়ার টু ট্রেড সম্পর্কিত বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ।

৫.৩ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা

(১) আর্থিক প্রণোদনা/অসাধ বাণিজ্য প্রতিরোধ/এসপিএস ও টিবিটি/শিল্প সহায়তা বিষয়ে সরকারকে প্রয়োজনীয় মতামত/প্রতিবেদন প্রেরণ;

(২) রপ্তানীকৃত পণ্য বাণিজ্য প্রতিবিধান ব্যবস্থার সম্মুখীন হলে সরকারকে প্রয়োজনীয় মতামত/ব্রিফ/প্রতিবেদন প্রেরণ;

(৩) এন্টি-ডাম্পিং বিষয়ে সচেতনতামূলক ০২(দুই) টি সেমিনার আয়োজন;

(৪) বাণিজ্য প্রতিবিধান (এন্টি-ডাম্পিং/ কাউন্টারভেইলিং/ সেইফগার্ড মেজার্স) সংক্রান্ত একটি বিশেষায়িত কর্মশালার আয়োজন;

(৫) এন্টি-ডাম্পিং প্রশ্নমালা পূরণ সংক্রান্ত ০২(দুই) টি বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ আয়োজন;

(৬) বাণিজ্য প্রতিবিধান ব্যবস্থা/এসপিএস-টিবিটি/আর্থিক প্রণোদনা/শিল্প সহায়তা বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধিতে অভ্যন্তরীণ/আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ।

৫.৪ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রম:

৫.৪.১ ধানের কুঁড়া হতে উৎপাদিত অপরিশোধিত তেল রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানি প্রণোদনা/নগদ সহায়তা প্রদান বিষয়ে মতামত

ধানের কুঁড়া হতে উৎপাদিত অপরিশোধিত তেল রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানি প্রণোদনা/নগদ সহায়তা প্রদান বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত প্রদানের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক কমিশনকে অনুরোধ জানানো হয়। কমিশন হতে বিষয়টির ওপর স্টাডি করা হয় ও মতামত সম্বলিত এই প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। প্রতিবেদনে ব্যবহৃত তথ্য-উপাত্ত নির্দিষ্ট প্রশ্নমালার মাধ্যমে উৎপাদনকারী ও রপ্তানিকারকদের নিকট হতে সংগ্রহ করা হয়। তথ্যের ভেরিফিকেশন এবং প্রতিষ্ঠানের অবস্থান ও মেশিনারি স্থাপন সরেজমিনে পরিদর্শনের নিমিত্ত নমুনায়ন ভিত্তিতে রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা, ময়মনসিংহ, শেরপুর ও জামালপুরে স্পট ভেরিফিকেশন করা হয়। এছাড়া, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত মূল্য সংযোজন হার ও আইটিসি ট্রেড ম্যাপের তথ্য প্রতিবেদনে ব্যবহার করা হয়েছে।

০২. পণ্যের বর্ণনা

ধানের কুঁড়া হতে উৎপাদিত অপরিশোধিত তেলের বর্ণনা ও এইচএস কোড নিচের সারণি-১ এ দেয়া হলো।

সারণি-১: পণ্যের বর্ণনা ও এইচএস কোড

পণ্যের এইচএস কোড	পণ্যের নাম
১৫১৫.৯০.০০	ধানের কুঁড়া হতে উৎপাদিত অপরিশোধিত তেল

সূত্র: আবেদনপত্র

উপরের সারণি-১ এ বর্ণিত ধানের কুঁড়া হতে উৎপাদিত অপরিশোধিত তেল হিসেবে পরিচিত। এই অপরিশোধিত তেল উৎপাদন প্রক্রিয়া:

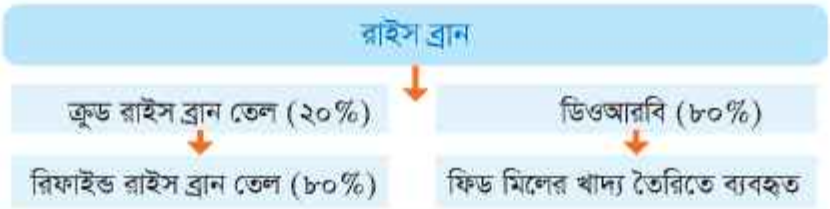

বাংলাদেশের অটো রাইস মিল এবং সেমি-অটো রাইস মিলে ব্যবহৃত ধান হতে মূল উপাদান চাল উৎপন্ন হয় এবং উপজাত হিসেবে রাইস ব্রান পাওয়া যায়।

০৩. পলিসি বিশ্লেষণ

রাইস ব্রান ক্রুড অয়েল দেশীয় কাঁচামালে উৎপাদিত পণ্য যার মূল কাঁচামাল হল ধান হতে উৎপাদিত ব্রান। রপ্তানি নীতি ২০২১-২৪ এর ৫.৩.১(৮) এ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার খাত হিসেবে কৃষিপণ্য ও প্রক্রিজাত কৃষিপণ্যকে উল্লেখ করা হয়েছে। ৬.৩.৩ মোতাবেক ডব্লিউটিও বিধানের সাথে সংগতি রেখে পণ্য বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা রয়েছে এমন রপ্তানি সম্ভাবনাময় নতুন পণ্যসমূহের উৎপাদন প্রতিযোগিতামূলক করার নিমিত্ত নগদ সহায়তা প্রদানের বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখের এফই সার্কুলার-২৬-এর ৬ নং ক্রমিকে কৃষিপণ্য হিসেবে শাকসবজি/ফলমূল এবং প্রক্রিয়াজাত (এগ্রোপ্রসেসিং) কৃষিপণ্য রপ্তানি খাতে ২০ শতাংশ রপ্তানি ভর্তুকির কথা উল্লেখ রয়েছে। ডবিউটিও এগ্রিমেন্ট অন সাবসিডি এন্ড কাউন্টারভেইলিং মেজার্স অনুযায়ী পণ্য রপ্তানি প্রতিযোগী করতে ও এনেক্স ৭(এ) অনুযায়ী এলডিসি'র ক্ষেত্রে স্পেশাল ও ডিফারেন্সিয়াল ট্রিটমেন্ট রয়েছে।

০৪. কমিশনের পর্যবেক্ষণ

প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত ও সরেজমিন পরিদর্শনে কমিশনের পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপ:

ক) রাইস ব্রান ক্রুড অয়েল দেশীয় কাঁচামালে উৎপাদিত পণ্য যার রপ্তানির পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পণ্যটি প্রায় ১০০ শতাংশ দেশীয় কৃষি কাঁচামাল হতে উৎপাদিত হয়;

খ) রাইস ব্রান হতে বর্তমানে প্রায় ১.৭৬ লাখ মে.টন ক্রুড অয়েল এবং ৬.২৫ লাখ মে.টন ডিওআরবি উৎপাদন করা হয়, যা প্রতিষ্ঠানগুলোর মোট উৎপাদন ক্ষমতার ৬০ শতাংশ;

গ) ক্রুড রাইস ব্রান অয়েল রিফাইন্ড করে বাৎসরিক প্রায় ১.৪ লাখ মে.টন ভোজ্যতেল পাওয়া যেত; কিন্তু দেশীয় বাজারে এ পণ্যের চাহিদা না থাকায় প্রায় ৯৫ শতাংশ উৎপাদিত ক্রুড অয়েল রপ্তানি করা হয়। চাহিদা সাপেক্ষে ৩-৪টি মিল সামান্য পরিমাণে ক্রুড অয়েল রিফাইন্ড করে থাকে, যেমন বর্তমানে তিনটি মিল ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)-কে রাইস ব্রান অয়েল সরবরাহ করছে। বাকি মিলগুলোর রিফাইন্ড ইউনিট থাকা সত্ত্বেও দেশের বাজারে চাহিদ না থাকায় রিফাইন্ড কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে;

ঘ) রাইস ব্রানের উপজাত ডিআরবি গরু, হাঁস-মুরগী ও মাছের ফিড মিলের অন্যতম কাঁচামাল যা পূর্বে শতভাগ আমদানি করা হত। কিন্তু বর্তমানে দেশিয় প্রায় ৬.২৫ লাখ মে.টন ডিওআরবি ফিডমিলে সরবরাহ করা হচ্ছে যার কারণে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হচ্ছে (বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ১৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার);

ঙ) এ শিল্পে ১৫-২০ হাজার নারী-পুরুষের কর্মসংস্থান হয়েছে এবং ক্রুড অয়েল রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে। বাংলাদেশের পণ্যটিকে প্রতিযোগিতা করতে হয় ভারত, ভিয়েতনাম, পাকিস্তান ও থাইল্যান্ডের মত দেশের সাথে। দেশীয় এখাতের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি উল্লেখ করার মত; কিন্তু বিশ্ব বাণিজ্যের তুলনায় তা নগণ্য। এখাতে প্রবৃদ্ধি হলে কর্মসংস্থান বাড়বে এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হবে;

চ) রপ্তানি নীতি ২০২১-২৪ এর ৫.৩.১(৮) অনুযায়ী প্রক্রিয়াজাত (এগ্রোপ্রসেসিং) কৃষিপণ্য রপ্তানিতে আর্থিক প্রণোদনা সুযোগের বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। ডবিউটিও এগ্রিমেন্ট অন সাবসিডি এন্ড কাউন্টারভেইলিং মেজার্স অনুযায়ী পণ্য রপ্তানি প্রতিযোগী করতে ও এনেক্স ৭(এ) অনুযায়ী নগদ সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে স্পেশাল ও ডিফারেন্সিয়াল ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা রয়েছে যা বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য;

ছ) প্রায় ১০০ শতাংশ দেশিয় কাঁচামালে উৎপাদিত পণ্যটি প্রতিষ্ঠানগুলোর মূল্য সংযোজনের হার ৪৫-৪৭ শতাংশ। তাই, রাইস ব্রান ক্রুড অয়েল রপ্তানিতে নগদ সহায়তা/প্রণোদনার প্রয়োজন রয়েছে মর্মে প্রতিয়মান হয়।

৫. কমিশনের মতামত

বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০২২ সালের ২৬ নং এফই সার্কুলারের ৬ মোতাবেক এগ্রো প্রসেসিং কৃষিপণ্য হিসেবে রাইস ব্রান ক্রুড অয়েল রপ্তানিতে ২০ শতাংশ পর্যন্ত আর্থিক প্রণোদনার সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে মর্মে কমিশন মতামত প্রদান করছে।

৫.৪.২ রপ্তানীকৃত পণ্য বাণিজ্য প্রতিবিধান ব্যবস্থার সম্মুখীন হলে সরকারকে প্রয়োজনীয় মতামত/ব্রিফ/প্রতিবেদন প্রেরণ

Observations of the Bangladesh Trade and Tariff Commission, Government of Bangladesh on the petition on imposition of CVD on Jute products exported by Bangladesh to India

The Government of Bangladesh likes to express its gratitude to Directorate General of Trade Remedies (DGTR), Ministry of Commerce and Industry, Government of India for providing the opportunity for consultation as per Article 13.1 of the Agreement of Subsidies and Countervailing Measures (ASCM) on the petition received by them on imposition of Countervailing Duty (CVD) on jute products exported by Bangladesh. Bangladesh Trade and Tariff Commission, Ministry of

commerce has gone through the petition and expressed its preliminary observations. Observations contained in this paper have been prepared at the request of the DGTR during the consultation.

2. Article 13.1 of ASCM states that the purpose of the consultation is to clarifz ***"the situation as to the matters referred to in paragraph 2 of Article 11 and arriving at a mutually agreed solution"***. Paragraph 11.2 maintains "An application under paragraph 1 shall include **sufficient evidence** of the existence of

(a) **a subsidy and, if possible, its amount,**

(b) **injury within the meaning of Article VI of GATT 1994 as interpreted by this Agreement, and**

(c) **a causal link between the subsidized imports and the alleged injury.**

In this context, the Government of Bangladesh likes to share its views with the DGTR as to whether evidence provided by the petitioner in the petition on the existence of subsidies, injury to domestic industry and causal link between the subsidized imports and the alleged injury justifies initiation of investigation.

(a) Existence of subsidies

i) The petitioners claim a large number of subsidy programmes, which are in place in Bangladesh. These cover incentives to industries located in EPZ and incentives to industries located in BEZA, tax exemption on capital machinery and spare parts to 100% export-oriented industry and cash incentives to jute sector. As per Annex VII of ASCM, Bangladesh can provide export subsidies within the meaning of Article 2 of the ASCM. Accordingly, some export incentive programmes are in place in Bangladesh for long time. The petition seems to simply compile all schemes that exist; there is no examination whether these actually apply to the product under consideration.

ii) Since the petitioner has not done so, the Government of Bangladesh, as regards jute sector, would like to confirm to the DGTR that no jute industry exporting jute products to India are located in EPZ or BEZA as may be seen addresses of jute industries that are exporting jute products to India (Annex 1.4: list of exporters to India) as well the addresses of known exporters provided by the petitioner. Subsidy programs available to the industries located in EPZ and BEZA are elaborately described in Volume II of the petition. Accordingly, no jute industry can avail of any support program available to industry located in EPZ and BEZA. Therefore, support programs 1-7 mentioned in Volume-II (Identified Schemes and their evidences) of the petition cannot be considered support to jute industry and accordingly. Information provided in Volume-II (program 1-7) is, therefore, irrelevant and is to be disregarded.

iii) The Jute sector in Bangladesh avails of the facilities mentioned in Program-08. Further, cash incentives to jute sector are in place even before the imposition of Anti-dumping Duty (ADD) on jute products by India in 2017 and forwarding by sunset review in December 2022. During the investigation on imposition of ADD on jute products neither the petitioners of ADD nor the DGTR in its final findings made any adjustment of support provided at the time while estimating the export price or landed value of jute products from Bangladesh.

iv) Even, "as regards claim on adjustment on export subsidy by the producers/exporters of Bangladesh, **the Authority holds that this adjustment is not specifically provided under Article 2.4 of WTO provisions**" (citation 127 (v) of Final findings on ADD page 92-93 of the original case and citation 45 of final findings of Sunset Review page 33). Given the DGTR's own procedures, the injury/dumping margin calculation in the anti-dumping case by DGTR have already taken into consideration the impact of any alleged subsidy that was reflected in the landed value and export price of Jute exported from Bangladesh. Therefore, support provided to jute sector at that time cannot be considered for CVD investigation. However, there is no increase in export subsidies to jute sector in the last four years, which is as follows table[1].

Table-1: Export subsidies to jute sector in the last four years, annex 4.1

Description	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
Jute Products (Hessian and Sacking)	12.0	12.0%	12.0	12.0%
Jute Yarn	7.0%	7.0%	7.0%	7.0%

v) As regards to Program no. 09, exemption from Import Duty and VAT on importation of Capital machinery and spares for 100% export-oriented enterprises, it is to be informed that since 2015 such duty and VAT exemption scheme has been abolished. Currently, an industry holding industrial IRC and VAT registration certificate can import capital machinery and parts by paying only 1% tariff without paying any other taxes. It is general in nature and is not specific within the meaning of article 2 of ASCM and therefore is to be disregarded.

To our understanding, no increase in subsidy has any substantial effect on export of jute products especially to India as it is evident from trend in export to India.

(b) Existence of injury

i) *Article 11.2 (iv) stipulate "evidence that alleged injury to a domestic industry is caused by subsidized imports through the effects of the subsidies; this evidence includes information on the evolution of the volume of the allegedly subsidized imports, the effect of these imports on prices of the like product in the domestic market and the consequent impact of the imports on the domestic industry, as demonstrated by relevant factors and indices having a bearing on the state of the domestic industry, such as those listed in paragraphs 2 and 4 of Article 15." Further, Article 15.2 maintains "With regard to the volume of the subsidized imports, the investigating authorities shall consider* ***whether there has been a significant increase in subsidized imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in the importing Member. With regard to the effect of the subsidized imports on prices, the investigating authorities shall consider whether there has been a significant price under cutting by the subsidized imports as compared with the price of a like product of the importing Member, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or to prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree„."***

ii) Evidence provided by the petitioner on page 25 of the petition that based on output norms and industry information it is seen that installed capacity of Bangladesh is surplus in terms of production as follows table2.

Table-2: Installed capacity and production according to petition

Installed Looms in Jute Mills	Hessian	Sacking	CBC	Total
BJMC: Installed (MT)	1,93,348	2,36,082	63,875	4,93,305
Currently being Operated (MT)	80,666	1,61,923	25,103	2,67,691
BJMC: Excess Capacity (MT)	1,12,683	74,159	38,772	2,25,614
BJMA: Installed (MT)	2,01,973	5,29,204	53,080	7,84,257
Currently being Operated (MT)	51,967	1,78,403	4,535	2,34,905
BJMA: Excess Capacity (MT)	1,50,005	3,59,802	48,545	5,49,352

Our observation is that this information is not valid for Bangladesh. Since July 2020, all Jute Mills of BJMC has been shut down. As a result, the capacity and production of jute products have decreased over the years.

iii) Evidence provided by the petitioner in annex 2.3, format H (DI) and Proforma IV-A shows that over the past four years, production of petitioner companies has increased and import from Bangladesh has declined substantially in both absolute and relative terms. On the other hand, the share of Bangladesh's import relative to total consumption of jute products in India has declined over the time also (Table 3 and 4) except slight increase at POI than previous year.

Table-3: Share of import of Jute products from Bangladesh in absolute terms and relative to production

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI	Source
Total production of petitioners	MT	277,068	242,893	288,646	302,133	
Total production of supporters	MT	384,566	319,700	369584	393,012	
Total production of others	MT	394,161	294,408	420,270	489,355	
Total Production	MT	1,055,795	857,001	1,078,500	1,184,500	
Import from Bangladesh	MT	123,016	111,912	62,951	1,07,574	
Share of BD imports relative to total production	**%**	**12%**	**13%**	**6%**	**9%**	

Table-4: Share of Bangladesh's Import relative to total Consumption

SL.	Particular	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI	Source
01.	Sales domestic Producers	MT	252,221	213,097	253,080	263,329	
02.	Sales Others domestic Producers	MT	778,727	614,108	789,854	882,367	
03.	Total Consumption	MT	1,030,948	827,205	1,042,934	1,145,696	
04.	Sales of Bangladesh	MT	123,016	111,912	62,951	1,07,574	
05.	Share of BD import relative to total consumption	%	12%	14%	6%	9%	

From the evidence provided by the petitioner, it is clear that **first condition of paragraph 2 of Article 15 of the ASCM regarding imports is not fulfilled. Therefore, there is reason to conclude that import of jute products has no relation to the injury of domestic industry.**

v) We observed, the petitioner shows that price under cutting was same before and after imposition of ADD on Jute products from Bangladesh. It cannot be justified from evidence on CIF prices of Jute products provided in the petition while adding the ADD imposed since 5 January 2017 forwarding by sunset review from December 2022. **Accordingly, it seems to the Government of Bangladesh (GoB) that the petitioner's claim on undercutting is not justifiable for initiating the investigation and the GoB expects that the DGTR will consider it.** Similarly, while comparing the index value of CIF price of jute products of Bangladesh with cost of sales and selling price as provided in the petition, it is observed that ADD on jute products is continuing but petitioners did not consider with the landed value which is mentioned in the below table 5. On the issue of price depression, the selling price of domestic industry is increasing without insignificant decrease at POI according to proforma IV-A.

Table-5: Price undercutting figure at proforma IV-B

SL.	Particulars	2019-20		2020-21		2021-22		Jan-22 to Dec-22	
		Qty (MT)	Value (Rs. Lacs)	Qty (MT)	Value (Rs. Lacs)	Qty (MT)	Value (Rs. Lacs)	Qty (MT)	Value (Rs. Lacs)
1	Avg. CIF Price (Rs.)	1,23,016	47,771	1,11,912	91,575	62,951	60,730	1,07,574	79,121
	Bangladesh	1,23,016	47,771	1,11,912	91,575	62,951	60,730	1,07,574	79,121
2	Avg. Exchange Rate	72		75		75		79	
3	Avg. CIF Price)		542		1,088		1,280		928
4	Landing Charges, if applicable								

Sl.	Particulars	2019-20	2020-21	2021-22	Jan-22 to Dec-22
5	Avg. Assessable value (3+4)	542	1,088	1,280	928
6	Basic custom Duty, Including cess				
7	Landed Value of imported Product (5+6)	542	1,088	1.280	928
8	Non-Injurious Price (NIP) claimed by domestic industry as per formate VI-5				
9	Injury Margin (8-7)				
10	Injury Margin % (range)				60-80

From this observation it is evident that selling price of jute products imported from Bangladesh cannot depress the prices of the domestic industry in the market. Therefore, the DGTR may examine whether there is prima facie evidence on price undercutting and price depression.

v) According to article 16.1 of CVD agreement, *for the purposes of this Agreement, the term "domestic industry" shall, except as provided in paragraph 2, be interpreted as referring to the domestic producers as a whole of the like products or to those of them whose collective output of the products constitutes a major proportion of the total domestic production of those products, except that when producers are related to the exporters or importers or are themselves importers of the allegedly subsidized product or a like product from other countries, the term "domestic industry" may be interpreted as referring to the rest of the producers.*

The Government of Bangladesh observed that the petitioner Cheviot Company Ltd is an importer of Bangladesh and the company declared its import figure at page 70 of petition. The share of Cheviot shall be deducted as a petitioner and share of rest five petitioners may less than 25% of total production of jute products in India during the period of investigation and injury time. **Under these circumstances, the DGTR may consider whether the DGTR may accept any application, when the companies supporting the application do not maintain more than 25% share throughout injury period and material injury to these companies represents the injury to domestic industry as a whole. Accordingly, it is to be determined whether petitions may be considered for initiation of investigation.**

vi) As regards to examination of material injury to domestic industry Article 15.4 of the ASCM maintains "*The examination of the impact of the subsidized imports on the domestic industry shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in output, sales, market share, profits, productivity, return on investments, or utilization of capacity; factors affecting domestic prices; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment,*

wages, growth, ability to raise capital or investments and, in the case of agriculture, whether there has been an increased burden on government support programmes. This list is not exhaustive, nor can one or several of these factors necessarily give decisive guidance." Some injury factors are disclosed in the petitions which are shown in the below table[6].

Table 6: Economic parameters format H (DI), consolidated IV-A

SL	Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
1	Capacity	MT	356,544	358,294	375,956	382,966
2	Production Quantity PUC	MT	277,068	242,893	288,646	302,133
3	Sales Volume	MT	279,386	243,251	286,597	294,443
4	Sales Value	< Laces- Indexed	100	101	141	140
5	Average Selling Price Per Unit	< Laces- Indexed	100	116	137	133
6	Net sales Realization	< Laces- Indexed	100	96	134	134

The table above shows the capacity, quantity of production (PUC), sales volume, sales value, average selling price per unit, net sales realization etc. of domestic industries are increasing over the injury period as well as POI. Only a conclusion may be drawn that health of the petitioner companies has improved in many respects contrary to the conclusion made in the petition.

In Conclusions on Material Injury, Bangladesh observed that the domestic industry is unable to recover from the past ill effect of dumping in view of low-priced subsidized imports and injury to the domestic industry was caused by both dumped and subsidized imports. While dumping has been addressed, the subsidy remains unaddressed. As it was mentioned in paragraphs 45, 68, 119 and 160 on the final finding of sunset review, subsidies provided to jute products were not adjusted during the ant-dumping investigation meaning subsidy has alreadz been addressed, contrary to the conclusion drawn in the petition.

In summary, according to paragraph 11.2 maintains "*An application under paragraph 1 shall include sufficient evidence of the existence of injury within the meaning of Article VI of GATT 1994 as interpreted by this Agreement*" and the petitioner has failed to justifz material injury of domestic industries due to subsidized products import. Therefore, it is clear that the case does not exist and lawfully the DGTR requires not to initiate the investigation as per Article 11.9 of ASCM which maintains "*An application under paragraph 1 shall be rejected and an investigation shall be terminated promptly as soon as the authorities concerned are satisfied that there is not sufficient evidence of either subsidization or of injury to justifz proceeding with the case.*"

(c) Causal Link

In this context, observation of Bangladesh is that there is no relationship between injury and subsidy with the meaning of paragraph 11.2 (c) of SCM Agreement.

Consultation Meeting between Bangladesh deligates and the team of DGTR of India took place in India before initiating investigation for imposing SCM Duty against Bangladesh

3. In conclusion

Section 9B (1) of Customs Tariff Act, 1975 provides "*(1) Notwithstanding anything contained in section 9 or section 9A, - (a) no article shall be subjected to both countervailing duty and anti-dumping duty to compensate for the same situation of dumping or export subsidization.*" *It may be noted that Anti-dumping duties on import of jute products from Bangladesh are in place in India since 5 January 2017 and still now by sunset review.*

In such case, would the DGTR please clarifz how the DGTR is contemplating the imposition of both countervailing and anti-dumping (AD) duty on jute products keeping in view of the requirement of Article 9B (1) of Customs Tariff Act, 1975?

DGTR noted in several times at final finding of original AD case and sunset review that injury of domestic industries is caused by dumping. So, the issue we would like to seek clarification on is whether in the given case, is DGTR proposing to re-examine, Suo motu, the quantum of the anti-dumping duty imposed?

Based on the observations, the view of the Government of Bangladesh is that there is no prima facia evidence for initiating an investigation based on the petition. Therefore, the Government of Bangladesh requests the DGTR not to initiate any investigation as required under Article 11.9 of the ASCM. The Government of Bangladesh is readz to constructively engage with the DGTR and to make clarification that may be sought on our observations.

৫.৪.৩ চলমান এন্টি-ডাম্পিং কেসসমূহ

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চলমান এন্টি-ডাম্পিং এবং সেইফগার্ড মেজার্স ডিউটি কেসের অগ্রগতি প্রতিবেদন

Agreement on Anti-dumping এর আওতায় বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বর্তমানে ০৫(পাঁচ) টি কেসে এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক চলমান রয়েছে। বাংলাদেশ হতে ব্রাজিলের পাটের ব্যাগ, পাকিস্তানে হাইড্রোজেন-পার-অক্সাইড, ভারতে পাটপণ্য, তুরস্কে সিনথেটিক ইয়ার্ন (ম্যান মেইড ফাইবার) এবং আর্জেন্টিনায় হ্যান্ড গ্লোবস আমদানিতে সংশ্লিষ্ট দেশের আমদানিকারকদের এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক প্রদান করতে হয়। চলমান এন্টি-ডাম্পিং কেসসমূহের অগ্রগতি তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলো।

০১. স্যাকস এন্ড ব্যাগস অব জুট (63051000): ব্রাজিল কর্তৃক ১৯৯২ সালে স্যাকস এন্ড ব্যাগস অব জুট এর ওপর সর্বপ্রথম এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করা হয়। পরবর্তিতে দেশটি কর্তৃক সানসেট রিভিউর মাধ্যমে ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮, ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৪, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০১০, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ এবং সর্বশেষ ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে নতুনভাবে এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করা হয়। সর্বশেষ সানসেট রিভিউর মাধ্যমে বাংলাদেশের সকল পরিচিত ও অপরিচিত উৎপাদক ও রপ্তানিকারকদের নিকট হতে পাটের স্যাকস এন্ড ব্যাগস আমদানিতে ব্রাজিলের আমদানিকারকদের প্রতি কেজিতে ০.১৬ মার্কিন ডলার এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক পরিশোধ করতে হয়।

০২. হাইড্রোজেন পার অক্সাইড (28470000): পাকিস্তান সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ হতে হাইড্রোজেন পার অক্সাইড আমদানিতে ১৪ মার্চ ২০১৬ তারিখে সর্বপ্রথম এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করা হয়। পাকিস্তান সরকার ১৪ অক্টোবর ২০২১ তারিখে সানসেট রিভিউএর মাধ্যমে এই শুল্ক নতুনভাবে আরোপ করেছে। বর্তমানে পাকিস্তানের আমদানিকারকদের বাংলাদেশের তাসনিম কেমিকেল কমপেক্স লি: এর নিকট হতে আমদানিতে ১২.১৪ শতাংশ, সামুদা কেমিকেল কোম্পানি লিঃ এর নিকট হতে আমদানিতে ১০.৬৭ শতাংশ এবং অন্যান্যদের নিকট হতে আমদানিতে ১২.১৪ শতাংশ এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক দিতে হয়।

০৩.পাটপণ্য (5301, 5307, 5316, 6305): বাংলাদেশ হতে আমদানিকৃত পাটপণ্যের ওপর ২০১৭ সালে ০৪ জানুয়ারি ভারত সরকার কর্তৃক সর্বপ্রথম এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করা হয়। পরবর্তীতে সানসেট রিভিউএর মাধ্যমে ভারত সরকার কর্তৃক ৩০ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ হতে নতুনভাবে এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ হতে পাট পণ্য আমদানিতে ভারতের আমদানিকারকদের কোম্পানিভেদে প্রতিটনে শূন্য থেকে ৩৫১.৭২ মার্কিন ডলার এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক দিতে হয়।

০৪. ইয়ার্ন অফ ম্যান মেইড সিনথেটিক আর্টিফিসিয়াল স্টাবল ফাইবার (55.08, 55.09 (excluding 5509.52, 5509.91), 55.10 (excluding 5510.20) এবং 55.11): তুরস্ক সরকার কর্তৃক চীন হতে আমদানিকৃত ইয়ার্ন অফ ম্যান মেইড সিনথেটিক আর্টিফিসিয়াল স্টাবল ফাইবার আমদানির ওপর এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করা হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ হতে ইয়ার্ন অফ ম্যান মেইড সিনথেটিক আর্টিফিসিয়াল স্টাবল ফাইবার আমদানিতে সারকামভেনশন হচ্ছে মর্মে অভিযোগ তুলে তুরস্ক সরকার কর্তৃক তদন্ত শুরু করা হয়। তদন্তে সারকামভেনশন প্রমাণিত হওয়ায় ১৬ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে তুরস্ক সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ হতে ইয়ার্ন অফ ম্যান মেইড সিনথেটিক আর্টিফিসিয়াল স্টাবল ফাইবার আমদানিতে এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের ওয়েল মাট লি: ব্যতিত ইয়ার্ন অফ ম্যান মেইড সিনথেটিক আর্টিফিসিয়াল স্টাবল ফাইবার আমদানিতে তুরস্কের আমদানিকারকদের প্রতি কেজিতে ০.৮০ মার্কিন ডলার এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক দিতে হয়।

০৫. গ্লোবস মেইড অব ১০০% নিটেড অব টেক্সটাইল মেটিরিয়েলস (61161000): আর্জেন্টিনা সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ হতে গ্লোবস, মেড অব ১০০% নিটেড অব টেক্সটাইল মেটিরিয়েলস আমদানিতে ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ হতে এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ হতে গোবস মেইড অব ১০০% নিটেড অব টেক্সটাইল মেটিরিয়েলস আমদানিতে আর্জেন্টিনার আমদানিকারকদের ৪২ শতাংশ এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক দিতে হয়।

০৬. এপারেলস এন্ড ক্লোদিং এক্সেসরিজ: বাংলাদেশ এপারেলস এন্ড ক্লোদিং এক্সেসরিজ আইটেম আমদানিতে *ইন্দোনেশিয়া* সরকার কর্তৃক সেইফগার্ড শুল্ক আরোপের লক্ষ্যে ২০২০ সালে তদন্ত শুরু করা হয়। তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় ২০২১ সালে ইন্দোনেশিয়া সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ হতে এপারেলস এন্ড ক্লোদিং এক্সেসরিজ আমদানিতে সেইফগার্ড শুল্ক আরোপ করা হয়। বর্তমানে শুল্ক চলমান রয়েছে।

ক্রমিক নং	পণ্য	এইচ এস কোড	আরোপকারী দেশ	সাল	বর্তমান অবস্থা	মন্তব্য
০১.	পাটের ব্যাগ	৬৩০৫১০০০	ব্রাজিল	১৯৯২	২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের সানসেট রিভিউ দ্বারা অব্যাহত রাখা হয়।	প্রতি কেজি পাট পণ্যে ০.১৬ ইউএস ডলার শুল্ক আরোপ করা হয়।
০২.	হাইড্রোজেন পার অক্সাইড	২৮৪৭০০০০	পাকিস্তান	২০১৬	২০২১ সালের সানসেট রিভিউ দ্বারা নতুন শুল্ক আরোপ করা হয়।	ক. তাসনিম ক্যামিকেল কমপ্লেক্স এর জন্য ১২.১৪% শুল্ক; খ. সামুদা ক্যামিকেল কোম্পানি এর জন্য ১০.৬৭% শুল্ক, এবং গ. অন্যান্য রপ্তানিকারকদের জন্য ১২.১৪% শুল্ক।
০৩.	পাট পণ্য	৫৩০১, ৫৩০৭, ৫৩১৬, ৬৩০৫	ভারত	২০১৭	২০২২ সালের সানসেট রিভিউ দ্বারা নতুন করে শুল্ক আরোপ করা হয়।	রপ্তানিকারকদের উপর ভিত্তি করে প্রতি টন পাট পণ্যে ০ থেকে ৩৫১.৭২ ইউএস ডলার শুল্ক আরোপ করা হয়।
০৪.	ইয়ার্নস অফ সিনথেটিক এন্ড আর্টিফিসিয়াল স্ট্যাপ্পল ফাইবার	৫৫.০৮, ৫৫.০৯ ৫৫০৯.৫২, ৫৫০৯.৩১, ৫৫.০১, ৫৫১০.২০ এবং ৫৫.১১	তুরস্ক	২০১৮	চলমান	প্রতি কেজি পণ্যে ০.৮০ ইউএস ডলার শুল্ক আরোপ করা হয়।
০৫.	গ্লোবস, ১০০% টেক্সটাইল ফেব্রিক এর তৈরী	৬১১৬১০০০	আর্জেন্টিনা	২০২১	চলমান	আর্জেন্টিনা কতৃক ৪২% শুল্ক আরোপ করা হয়।

৫.৪.৪ এন্টি-ডাম্পিং বিষয়ে সচেতনতামূলক সেমিনার আয়োজন

২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অংশ হিসাবে এন্টি-ডাম্পিং বিষয়ে সচেতনতামূলক ২ (দুই) টি সেমিনার আয়োজনের জন্য নির্ধারিত ছিল। ২০ ডিসেম্বর ২০২৩ এবং ১৩ মে ২০২৪ তারিখে সেমিনার দুটি বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনার বাংলাদেশের রপ্তানিকারক ও উৎপাদক শ্রেণী এবং সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এন্টি-ডাম্পিং বিষয়ে শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির নিমিত্ত সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে কমিশনের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত এন্টি-ডাম্পিং বিষয়ক সচেতনতামূলক সেমিনার আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমিশনের চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন।

৫.৪.৫ বাণিজ্য প্রতিবিধান সংক্রান্ত বিশেষায়িত কর্মশালা আয়োজন

২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অংশ হিসাবে বাণিজ্য প্রতিবিধান সংক্রান্ত বিশেষায়িত ১টি কর্মশালা নির্ধারিত ছিল। বিশেষায়িত কর্মশালাটি ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় বাংলাদেশের রপ্তানিকারক ও উৎপাদক শ্রেণী এবং সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বাণিজ্য প্রতিবিধান মেজার্স বিষয়ে শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির নিমিত্ত কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়।

গত ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে কমিশনের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত বাণিজ্য প্রতিবিধান সংক্রান্ত বিশেষায়িত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমিশনের চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন।

৫.৪.৬ এন্টি-ডাম্পিং প্রশ্নমালা পূরণ সংক্রান্ত বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ আয়োজন

২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অংশ হিসাবে এন্টি-ডাম্পিং প্রশ্নমালা পূরণ সংক্রান্ত ২ (দুই) টি বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ আয়োজনের জন্য নির্ধারিত ছিল। ২৫ অক্টোবর ২০২৩ এবং ১২ জুন ২০২৪ তারিখে প্রশিক্ষণ দুটি বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে বাংলাদেশের রপ্তানিকারক ও উৎপাদক শ্রেণী এবং সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এন্টি-ডাম্পিং প্রশ্নমালা পূরণ বিষয়ে শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির জনপ্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

৫.৪.৭ বাণিজ্য প্রতিবিধান ব্যবস্থা/এসপিএস-টিবিটি/আর্থিক প্রণোদনা সংক্রান্ত বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধিতে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অংশ হিসাবে বাণিজ্য প্রতিবিধান ব্যবস্থা/এনপিএন-টিবিটি/আর্থিক প্রণোদনা/শিল্প সহায়তা বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধিতে অভ্যন্তরীণ প্রশক্ষিণটি ১০ মার্চ ২০২৪ তারিখে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে কমিশনের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

১০ মার্চ ২০২৪ তারিখে কমিশনের সম্মেলন কক্ষে বাণিজ্য প্রতিবিধান ব্যবস্থা (এসপিএস-টিবিটি) বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধিতে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমিশনের চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন।

৫.৫ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা (বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী)

(১) অসাধু বাণিজ্য প্রতিরোধ (এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সাবসিডিজ, সেইফগার্ড মেজার্স) বিষয়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার চাহিদার আলোকে মতামত/প্রতিবেদন প্রেরণ;

(২) এন্টি-ডাম্পিং বিষয়ে অংশীজনের সমন্বয়ে সচেতনতামূলক ০২ (দুই) টি সেমিনার আয়োজন;

(৩) কাউন্টারভেইলিং বিষয়ক ০১ (এক) টি কর্মশালা;

(৪) এলডিসি গ্রাজুয়েশন পরবর্তী বাণিজ্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় শীর্ষক অংশীজনের সমন্বয়ে ০১ (এক) টি কর্মশালা আয়োজন;

(৫) এসপি এস ও টিবিটি বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি কল্পে অংশীজনের সমন্বয়ে ০১ (এক) টি কর্মশালা আয়োজন;

(৬) কাউন্টারভেইলিং ও এন্টি-ডাম্পিং বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ;

(৭) Study on identifying the area of products for imposing Anti-dumping and countervailing duties বিষয়ে একটি সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন;

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাণিজ্য নীতি বিভাগ

৬.১ ভূমিকা

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের বাণিজ্য নীতি বিভাগের প্রধান কাজ দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ। বিভিন্ন পণ্যের আমদানি ও উৎপাদন পর্যায়ে শুল্কহার হ্রাস বৃদ্ধি বিষয়ে যৌক্তিকতাসহ সরকারকে যথাযথ পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে কমিশন দায়িত্ব পালন করে থাকে। শিল্প প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পণ্যের উৎপাদন খরচ, কাঁচামালের আমদানি ব্যয়, সম্পূর্ণায়িত পণ্যের আমদানি ব্যয়, জনবল, উৎপাদন ক্ষমতা, মূল্য সংযোজন, উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে কমিশন সুপারিশ প্রণয়ন করে। তথ্য বিশ্লেষণের কাজে কমিশন কতগুলো অর্থনৈতিক নির্দেশক [যেমনঃ ইফেকটিভ রেইট অব প্রটেকশন (ই.আর.পি), ডোমেস্টিক রিসোর্স কস্ট (ডি.আর.সি) ইত্যাদি] ব্যবহার করে থাকে। এছাড়া, বাজার অর্থনীতি, অর্থনৈতিক পরিবেশ, দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ও শুল্ক চুক্তি, জনমত ইত্যাদি বিষয়ও বিবেচনা করা হয়। প্রয়োজনে কমিশন গণশুনানির আয়োজনও করে থাকে। এছাড়াও, নিয়মিত মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে কমিশনের 'মনিটরিং সেল' বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করে, যার আলোকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সমগ্র বাংলাদেশের 'দ্রব্যমূল্য মনিটরিং'-এর কাজ পরিচালনা করছে। উল্লেখ্য, Control of Essential Commodities Act, 1956) section-3 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন ও পরিবেশক নিয়োগ আদেশ, ২০১১ এর অনুচ্ছেদ ২০ অনুযায়ী বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের মনিটরিং সেল বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গত ২০ জুন ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদের (এনসিআইডি) সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক শিল্পের বিভিন্ন খাত-উপখাতভিত্তিক ট্যারিফ কাঠামোর সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নেতৃত্বে শিল্প মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট খাতের প্রতিনিধি সমন্বয়ে "শিল্প কাঁচামাল ও মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক নির্ধারণ" বিষয়ক একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। এই কমিটির অনুমোদনক্রমে শুল্ক সংক্রান্ত সুপারিশ বাজেটে প্রতিফলনের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করা হয়।

৬.২ বাণিজ্য নীতি বিভাগের কার্যক্রম

(ক) শিল্প সহায়তা বিশ্লেষণ;

(খ) শিল্প খাতের উপর সমীক্ষা পরিচালনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন

(গ) বাণিজ্য নীতি মডেলিং ও উপাত্ত ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ

(ঘ) অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের সাপ্লাই চেইন পর্যবেক্ষণ এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার দর মনিটরিং

৬.৩ বাণিজ্য নীতি বিভাগের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা

শুল্কহারের যৌক্তিকীকরণের মাধ্যমে দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মূল্য, চহিদা, সরবরাহ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণপূর্বক সরকারকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা

(১) চাহিত আবেদন/সরকারের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিবেদন প্রণয়ন

(২) চাহিত আবেদন/সরকারের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে শুল্ক, ভ্যাট ও আয়কর বিষয়ে জাতীয় বাজেটে প্রস্তাব প্রেরণ

(৩) শুল্কহার যৌক্তিকীকরণ বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

(৪) কাস্টমস আইন, আয়কর আইন, ভ্যাট আইন ও সম্পূরক শুল্ক বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

(৫) শুল্ক সহায়তা সংক্রান্ত মতবিনিময় ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সেমিনার আয়োজন

(৬) Trade Data Modelling/Analysis বিষয়ক প্রশিক্ষণ

(৭) অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার দর ও সরবরাহ চেইন সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ

(৮) রেফিনিটিভ এর মাধ্যমে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার দর সংগ্রহপূর্বক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও দপ্তরে প্রেরণ

(৯) অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের সাপ্লাই চেইন পর্যবেক্ষণের জন্য বিভিন্ন জেলা/উপজেলা পণ্য বিপণন মনিটরিং কমিটির সাথে মতবিনিময়/বাজার পরিদর্শন/বন্দর পরিদর্শন

৬.৪ ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বাণিজ্য নীতি বিভাগের সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ

৬.৪.১ চাহিত আবেদন/সরকারের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিবেদন প্রণয়ন

(১) ভারত সরকার কর্তৃক পেঁয়াজ রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপের ফলে স্থানীয় পেঁয়াজের বাজারে আশু প্রভাব বিবেচনায় বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের প্রতিবেদন

অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন পরিবেশক নিয়োগ আদেশ, ২০১১ অনুযায়ী পেঁয়াজ সরকার ঘোষিত একটি অত্যাবশ্যকীয় পণ্য। বাংলাদেশের মানুষের খাদ্যাভ্যাস বিবেচনায় পেঁয়াজ, মসলা ও সবজি হিসেবে সমান গুরত্বপূর্ণ। সম্প্রতি ভারত সরকার কর্তৃক পেঁয়াজ রপ্তানি নিয়ন্ত্রণে ৪০% রপ্তানি শুল্কারোপ, সর্বনিম্ন রপ্তানি মূল্য নির্ধারণ ও সর্বশেষ গত ৭ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এর ফলে স্থানীয় বাজারে এ পণ্যের মূল্যের উর্ধ্বগতির প্রভাবে ভোক্তা সাধারণের ক্রয়ক্ষমতার উপর নেতিবাচক প্রভাবের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। তাই এ পণ্যের বাজার স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক স্থানীয়ভাবে পেঁয়াজের উৎপাদন, চাহিদা, মজুদ, আমদানি, আমদানি শুল্ক, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারদর এবং সরবরাহ পরিস্থিতি পর্যালোচনাপূর্বক একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়।

কমিশনের সুপারিশ/মতামত

১. পেঁয়াজ আমদানির বিকল্প উৎস মিশর, তুরস্ক, চীন, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, নেদারল্যান্ড ও মালয়েশিয়া থেকে দ্রুত পেঁয়াজ আমদানিতে সহায়তাকরণের নিমিত্ত কমার্শিয়াল কাউন্সেলরদের স্থানীয় আমদানিকারকদেরকে সহায়তার পাশাপাশি ঐ সকল দেশের পেঁয়াজ রপ্তানিকারকদের তথ্য সরবরাহের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে নির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে;

২. গত ১৫ নভেম্বর ২০২৩ থেকে গত ৬ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে ভারত থেকে আমদানির নিমিত্ত প্রায় ৫২ হাজার মে.টন এলসির শিপমেন্টের তারিখ ৭ ডিসেম্বর ২০২৩ পরে সে সকল এলসি নিষ্পত্তি করণে সরকারিভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে;

৩. সরকার টিসিবির মাধ্যমে, সরাসরি আন্তর্জাতিক বাজার থেকে পেঁয়াজ আমদানি করে মজুদ বৃদ্ধির মাধ্যমে সারাদেশে খোলা বাজারে পেঁয়াজ বিক্রির পরিমাণ বৃদ্ধি করা যেতে পারে;

৪. নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বড় বড় ব্যবসায়ী গ্রুপকে তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে পেঁয়াজ আমদানিপূর্বক অলাভজনক অথবা নামমাত্র মুনাফায় স্থানীয় বাজারে পেঁয়াজের বিক্রয়ে সরকারিভাবে উদ্বুদ্ধকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে;

৫. পেঁয়াজ আমদানিতে আমদানি শুল্ক আগামী ৩১ মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত সময়ের জন্য প্রত্যাহার করা যেতে পারে;

৬. পেঁয়াজ আমদানিতে ব্যাংক সুদের হার ও এলসি মার্জিন পুনঃনির্ধারণ করা যেতে পারে;

৭. ভারতের বিকল্প উৎস হতে পেঁয়াজ আমদানির সময় আমদানিকৃত পেঁয়াজ জাহাজিকরণের ক্ষেত্রে কয়েকজন আমদানিকারকের পেঁয়াজ একত্রে পরিবহনের মাধ্যমে পরিবহণ ব্যয় কমানোর নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে;

৮. স্থানীয় বাজারে পেঁয়াজ সরবরাহের ক্ষেত্রে পরিবহন সংক্রান্ত বাধা অপসারণসহ সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে ;

৯. ভোক্তা সাধারণ যেন একসাথে অধিক পরিমাণ পেঁয়াজ ক্রয় না করে সে বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা যেতে পারে;

১০. ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের পাশাপাশি স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বাজারে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা যেতে পারে;

১১. বাংলাদেশের যে সকল এলাকায় পেঁয়াজ উৎপাদন হয় যেমন (বৃহত্তর ফরিদপুর, পাবনা, রাজশাহী ও কুষ্টিয়া প্রভৃতি) এলাকায় পেঁয়াজের সংরক্ষণ ও বিতরণ ব্যবস্থাপনার মনিটরিং জোরদার করা যেতে পারে।

(২) স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ডিমের উৎপাদন মূল্য পর্যালোচনা সংক্রান্ত বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের প্রতিবেদন

ডিমের বাজারমূল্য পর্যালোচনা সংক্রান্ত বিষয়ে গত ১৪ আগস্ট ২০২৩ তারিখ জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরে ডিম উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, এজেন্ট, ডিলার ও ডিম ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যদের অংশগ্রহণে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিম উৎপাদনে পোল্ট্রি ফিডের প্রকৃত মূল্য বিবেচনায় এনে স্থানীয় ডিমের উৎপাদন খরচ পর্যালোচনা করে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্ত কমিশন কর্তৃক দেশের ডিমের চাহিদা, উৎপাদন, ডিমের উৎপাদন ব্যয়, পোল্ট্রি ফিডের উৎপাদন ব্যয়, পাশ্ববর্তী দেশসমূহে ডিমের বাজারমূল্য ও সরকারের বিদ্যমান নীতি সহায়তা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

কমিশনের সুপারিশ

১. পোল্ট্রি খাদ্যের উৎপাদন ব্যয় হ্রাসকরণে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড খাদ্য উৎপাদনকারী মিলসমূহের ইনপুট-আউটপুট কো-এফিশিয়েন্ট পর্যালোচনা করতে পারে;

২. আমদানি নীতি আদেশে পোল্ট্রি খাদ্য আমদানিতে খাদ্যের গুণগতমান নিশ্চিত করণে আন্তর্জাতিক মান সংক্রান্ত সকল শর্তারোপ করা হয়েছে। তাই পোল্ট্রি ফিড আমদানির ক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি গ্রহণের বাধ্যবাধকতা উঠিয়ে দেয়া যেতে পারে;

৩. পোল্ট্রি ফিডের সকল উপাদান আমদানিতে শুল্কছাড় দিয়েও যেহেতু পোল্ট্রি খাদ্যের স্থানীয় উৎপাদন মূল্য বেশী তাই স্থানীয় বাজারে পোল্ট্রি খাদ্যের মূল্য স্থিতিশীলকরণে পোল্ট্রি ফিড আমদানিতে বিদ্যমান (সিডি) ১০% থেকে হ্রাস করে ৫% করা যেতে পারে;

৪. ডিম আমদানিতে আমদানি শুল্ক (সিডি) ২৫% থেকে হ্রাস করে ১৫% করা যেতে পারে;

৫. একদিনের মুরগীর বাচ্চার স্থানীয় উৎপাদন ব্যয় হ্রাসের নিমিত্ত বাংলাদেশ প্রাণি সম্পদ গবেষণা ইন্সটিটিউট মুরগীর বাচ্চার উৎপাদন ব্যয় পর্যালোচনা করতে পারে; ও

৬. স্থানীয় বাজার স্থিতিশীল করণে ডিম উৎপাদন পরবর্তী সরবরাহ ব্যবস্থা (খামার থেকে ভোক্তা) এর উপর একটি সমীক্ষা পরিচালনা করা যেতে পারে।

(৩) আলু ও পেঁয়াজ আমদানিতে শুল্ক হার পুনঃনির্ধারন প্রসঙ্গে

দেশে অত্যাবশ্যকীয় ভোগ্য পণ্য হিসেবে আলু ও পেঁয়াজর গুরুত্ব অপরিসীম। কমিশনের পর্যালোচনায় দেখা যায়, বর্তমানে স্থানীয় বাজারে অত্যাবশ্যকীয় এ দুটি ভোগ্য পণ্যের মূল্যে অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত ০১ (এক) মাসে ও ০১ (এক) বছরে টিসিবি'র হিসেবে স্থানীয় বাজারে প্রতি কেজি আলু ও পেঁয়াজর যে মূল্য বৃদ্ধির প্রবণতা তা নিম্নের সারণি-১২ তে প্রদত্ত:

পণ্যের নাম	পরিমাপের একক	১৬/০৭/২০২৪ তারিখের মূল্য (টাকায়)		১মাস পূর্বের মূল্য (টাকায়)		মাসিক মূল্যের	১ মাস পূর্বের মূল্য (টাকায়)		বাৎসরিক মূল্যের
				১৬/০৬/২৪		হ্রাস/বৃদ্ধি (%)	১৬/০৬/২৪		হ্রাস/বৃদ্ধি (%)
		সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	(+)/(-)	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	(+)/(-)
আলু (মানভেদে)	প্রতি কেজি	৫৬	৬৫	৬৫	৬০	(+) ৫.২২	৪০	৪৫	(+) ৪২.৩৫
পিয়াজ (দেশী)	প্রতি কেজি	১১০	১২০	১২০	৯০	(+) ৩৫.২৯	৬০	৭০	(+) ৭৬.৯২
পিয়াজ (আমদানি)	প্রতি কেজি	১০৫	১২০	১২০	৯৫	(+) ২৫.০০	৪০	৫০	(+) ১৫০.০০

উৎসঃ টিসিবি

দেশে পেঁয়াজের স্থানীয় চাহিদা ২৬-২৭ লক্ষ মে.টন স্থানীয় উৎপাদন দ্বারা দেশের চাহিদা ৭৫%-৮০% পূরণ করা হয়।

এইচ.এস কোড	বর্ণনা	CD%	SD%	VAT%	AIT %	AT%	RD%	TTI%
০৭০১.৯০.১৯	আলু	৫%	০%	০%	৫%	০%	০%	১০%
০৭০৩.১০.১৯	পেঁয়াজ	০%	০%	০%	০%	০%	৫%	৫%

পেঁয়াজ আমদানির প্রধান উৎস হচ্ছে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত। ভারতে পেঁয়াজের উৎপাদন ঘাটতি থাকায় ভারত সরকার কর্তৃক পেঁয়াজ রপ্তানি নিরুৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে রপ্তানিতে সর্বনিম্ন রপ্তানি মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। অধিক মূল্যে আমদানির ফলে স্থানীয় বাজারে পেঁয়াজের মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। অপরদিকে, দেশে আলুর চাহিদা প্রায় ৮০-৮৫ লক্ষ মে.টন প্রতি বছর আলুর চাহিদাতিরিক্ত উৎপাদন থাকায় দেশ থেকে আলু রপ্তানি হয়ে থাকে। গত দুই উৎপাদন মৌসুম হতে প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে আলু উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় দেশে আলুর স্থানীয় মূল্যে উর্ধ্বমুখী প্রবণতা বিদ্যমান রয়েছে।

কমিশনের সুপারিশঃ

এমতাবস্থায়, অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আলু ও পেঁয়াজের বাজারমূল্য ও সরবরাহ লাইনে স্থিতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে বিদ্যমান শুল্কহার পরিবর্তন করে নিম্নের সারণি-১৩ অনুযায়ী শুল্ক নির্ধারণের বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-কে অনুরোধ জানানো যেতে পারে।

এইচ.এস কোড	বর্ণনা	CD%	SD%	VAT%	AIT %	AT%	RD%	TTI%
০৭০১.৯০.১৯	আলু	৫%	০%	০%	৫%	০%	০%	১০%
০৭০৩.১০.১৯	পেঁয়াজ	০%	০%	০%	০%	০%	৫%	৫%

৬.৪.২ চাহিত আবেদন/সরকারের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে শুল্ক, ভ্যাট ও আয়কর বিষয়ে জাতীয় বাজেটে প্রস্তাব প্রেরণ

(১) দেশে উৎপাদিত রাবার শিটের উপর আরোপিত ১৫% ভ্যাট কমানো এবং বিদেশ হতে রাবার পণ্য আমদানিতে শুল্ক বৃদ্ধির বিষয়ে আবেদন

দেশে উৎপাদিত রাবার শিটের উপর আরোপিত ১৫% ভ্যাট কমানো এবং বিদেশ হতে রাবার পণ্য আমদানিতে শুল্ক বৃদ্ধির বিষয়ে চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রাবার বোর্ড বিগত ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন বরাবর আবেদন করে। এ বিষয়ে সুপারিশসহ প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য বর্তমান রাবার শিল্প, রাবার উৎপাদন, রাবারের ব্যবহার, রাবার ও নন টায়ার রাবার পণ্য আমদানিতে বিদ্যমান শুল্ক কাঠামো, বিগত কয়েক বছরের রাবার ও নন টায়ার রাবার পণ্য আমদানি চিত্র, বাংলাদেশ হতে রাবার রপ্তানি চিত্র, বিদ্যমান বিভিন্ন এসআরও এর মাধ্যমে রাবার শিট ও নন টায়ার রাবার পণ্য আমদানিতে কর অব্যাহতি/হ্রাস এবং রাবার শিল্পের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়। এছাড়া পার্শবর্তী বিভিন্ন দেশের রাবার ও রাবার পণ্য আমদানিতে বিদ্যমান কর কাঠামো পর্যালোচনা করা হয়।

কমিশনের সুপারিশ

১. রাবার শিট তৈরিতে ব্যবহৃত কাঁচামাল ফরমিক এসিড (HS Code-2915.11.00)-কে ০১ জুন ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে জারিকৃত এস, আর, ও নং-১১৯-আইন /২০২২/৬৭/ কাস্টমস এর টেবিল -১ এ অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে;

২. রাবার ও রাবার শিটের উপর আমদানি শুল্ক ১০% থেকে বৃদ্ধি করে ১৫% নির্ধারণ করা যেতে পারে;

৩. রাবার বিক্রয়ের উপর আরোপিত ৭% সারচার্জ (সেবা চার্জ) বিলোপ করা যেতে পারে এবং বিক্রয়ের উপর ১% উপ-কর রাবার বোর্ড কে প্রদান করা যেতে পারে;

৪. বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের মাধ্যমে ভর্তুকি মূল্যে রাবার ক্লোন রাবার বাগান মালিকদের নিকট সরবরাহ করা যেতে পারে;

৫. বর্তমানে কম উৎপাদনশীল রাবার গাছগুলো বিদেশ থেকে আমদানিকৃত আধুনিক প্রযুক্তির অধিক উৎপাদনশীল ক্লোন দ্বারা প্রতিস্থাপন অধিক ব্যয়বহুল ও সময়স্বাপেক্ষ এবং এক্ষেত্রে সরকারের কোন প্রণোদনা নেই। এছাড়া চেয়ারম্যান রাবার বোর্ডের

অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে রাবার শিল্পের অধিকতর বিকাশ বিবেচনা করে রাবারের উপর আরোপিত ১৫% আগামী ১০ বৎসরের জন্য অব্যাহতি প্রদান করা যেতে পারে;

৬. ভারতে রপ্তানির ক্ষেত্রে বেনাপোল পোর্ট বন্দর দিয়ে রপ্তানির সুযোগ ভারত সরকার কর্তৃক ২০১৬ সাল থেকে রহিত করার কারণে রপ্তানিতে অতিরিক্ত সময় ও অর্থ ব্যয় হওয়ায় রপ্তানি হ্রাস পেয়েছে। আসন্ন বাংলাদেশ ভারত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সভায় স্থল বন্দরের মাধ্যমে রপ্তানির বিষয়টি উপস্থাপন করা যেতে পারে।

(২) শিল্পখাতের কাচামাল হিসেবে এস হেডিং ১২.১১ এর অন্তর্ভুক্ত পণ্যসমূহ আমদানির অনুমতি সংক্রান্ত কমিশনের মতামত প্রদান

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, এইচএস হেডিং ১২.১১ এর অধীনে বাংলাদেশ কাস্টমস ট্যারিফে সন্নিবেশিত এইচ.এস কোডসমূহের অধীনে আমদানির পরিমাণ এবং আমদানিকারকসহ এ সমস্ত পণ্য আমদানিতে আমদানি নীতি আদেশ ২০২১-২০২৪ অনুযায়ী বিধি বিধান পর্যালোচনা করা হয়।

কমিশনের মতামতঃ

"বিদ্যমান আমদানি নীতি আদেশ ২০২১-২০২৪ এ বিধৃত নিষিদ্ধ পণ্যের তালিকা 'খ' অংশের (১৬) নং আদেশ যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে "এইচএস কোড ১২.১১ এর অধীনে আমদানি নিষিদ্ধ পণ্যে ঘাস (এনড্রোপজেন এস পি পি) ও ভাং (ক্যানাবিস সাটিভা) এর জন্য সুনির্দিষ্ট এইচএস কোড প্রণয়নপূর্বক এই দুটি এইচএস কোড ব্যতীত সকল পণ্যের আমদানি অব্যাহত রাখা যেতে পারে।"

(৩) পরিবেশবান্ধব নতুন প্রযুক্তি সম্বলিত প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী রিসাইকেল ফাইবার মিলের কাঁচামাল স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ ও তৎপরবর্তীতে মিলগুলোতে উৎপাদিত রিসাইকেল ফাইবার স্থানীয় স্পিনিং মিলে সরবরাহ/বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ধার্যকৃত যথাক্রমে ৭.৫% ও ১৫% ভ্যাট মওকুফ সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের প্রতিবেদন

প্রেক্ষাপট: RBD Fibers Limited নামে একটি প্রতিষ্ঠান অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে একটি শতভাগ Recycle Fibers উৎপাদন প্লান্ট স্থাপন করেছে। প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদিত Recycle Fiber কাঁচামাল হিসেবে স্পিনিং মিলে বা কম্পোজিট মিলে ব্যবহারের মাধ্যমে কটনের ব্যবহার হ্রাস করে আমদানি নির্ভরতা অনেকাংশ কমানো সম্ভব বলে আবেদনে উল্লেখ করেছে। Recycle Fiber মূলত স্পিনিং মিলের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার হবে তাই বিদেশ থেকে স্পিনিং মিলসমূহ কটন আমদানিতে যে সুবিধা পেয়ে থাকে তাঁর ন্যায় সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী রিসাইকেল ফাইবার মিলের কাঁচামাল স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ ও তৎপরবর্তীতে মিলগুলোতে উৎপাদিত রিসাইকেল ফাইবার স্থানীয় স্পিনিং মিলে সরবরাহ/বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ধার্যকৃত যথাক্রমে ৭.৫% ও ১৫% ভ্যাট মওকুফ বিষয় আবেদনে উল্লেখ করেছে।

কমিশনের সুপারিশঃ উপর্যুক্ত পর্যবেক্ষণের আলোকে কমিশনের সুপারিশ নিম্নরূপঃ

স্থানীয় রিসাইকেল ফাইবার উৎপাদনকারী শিল্প সুরক্ষায় এস.আর.ও নং- ১৩৬-আইন/২০২৩/২১৩-মূসক এর টেবিল-৩ এ এইচ.এস কোড Garnetted stock এইচ.এস কোড ৫২০২.৯১.০০ সংযোজন করে উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাট অব্যাহতি প্রদান এবং টেবিল-৪ এ সেবা শিরোনাম S037 এর অধীন সেবা কোড S037.00 এ পুরাতন টুকরা কাপড় (Garnetted stock) অন্তর্ভুক্ত করে সেবা সরবরাহ পর্যায়ে ভ্যাট অব্যাহতি প্রদান করা যেতে পারে।

(৪) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এসআরও নং-২৯২-আইন/২০০৭/২১৭১/শুল্ক এবং সংশোধনী এসআরও নং ১৬৯-আইন/২০০৯/ ২২৬১/শুল্ক সংশোধনপূর্বক কেমিক্যাল উৎপাদনকারী শিল্পের পাশাপাশি ওয়াশারী প্লান্ট অন্তর্ভুক্ত করে লবণ আমদানিতে শুল্ক রেয়াত সুবিধা প্রদানে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের মতামত

মেসার্স সাহা সল্ট ওয়াশারী প্লান্ট এবং মেসার্স ঢাকা সল্ট এন্ড কেমিক্যালস প্লান্ট লিমিটেড বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনে আবেদন করে। আবেদিত বিষয়ে মতামত প্রেরণের নিমিত্ত কমিশন কর্তৃক অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এসআরও নং-২৯২-আইন /২০০৭/ ২১৭১/ শুল্ক তারিখ ১৯ ডিসেম্বর ২০০৭ এবং সংশোধনী এসআরও নং ১৬৯-আইন/২০০৯ /২২৬১ /শুল্ক, জাতীয় লবণ নীতি, ২০২২ এবং আমদানি নীতি আদেশ, ২০২১-২৪ পর্যালোচনা করে নিম্নের মতামত প্রণয়ন করা হয়।

কমিশনের মতামত: উপর্যুক্ত পর্যবেক্ষণের আলোকে কমিশনের পর্যবেক্ষণ নিম্নরূপ:

ক. বিদ্যমান আমদানি নীতি, ২০২১-২৪ এর পঞ্চম অধ্যায়ের ৪৫ এর (গ) উপানুচ্ছেদ অনুযায়ী স্থানীয়ভাবে নিবন্ধিত ওয়াশড সল্ট উৎপাদনকারী শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এসআরও নং-২৯২-আইন/২০০৭/২১৭১/শুল্ক তারিখ ১৯ ডিসেম্বর ২০০৭ এবং সংশোধনী এসআরও নং ১৬৯-আইন/২০০৯/২২৬১/শুল্ক এ কেমিক্যাল উৎপাদনকারী শিল্পের পাশাপাশি স্থানীয়ভাবে ভ্যাট নিবন্ধিত ওয়াশড সল্ট উৎপাদনকারী শিল্পকে সংযোজনপূর্বক অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক এসআরওসমূহ সংশোধন করা যেতে পারে; এবং

খ. এসআরওসমূহে আরোপিত শর্তের ক্ষেত্রে ওয়াশারী প্লান্টের মূল্য সংযোজন হার নির্ধারণ করে দেয়া যেতে পারে।

(৫) স্থানীয় ফার্মাসিউটিক্যাল মেশিনারিজ উৎপাদন উৎসাহিতকরণে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের এস.আর.ও -১৩৪/আইন /২০১৭/ ২০/কাস্টমস, তারিখ: ০১ জুন ২০১৭ সংশোধন সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের শুল্ক সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ

০১. আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান সুইস ব্যায়োহাইজেনিক ইকুইপমেন্ট লিমিটেড এর আবেদন কমিশন কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, স্থানীয় ফার্মাসিউটিক্যাল মেশিনারিজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতে ঔষুধ উৎপাদনে ব্যবহৃত মেশিনারিজ যথাঃ Manufacturing Vessel, Pressure/ Media Vessel, PW/WFI Generation System, PW/WFI/PS Distribution System, PW/WFI Storage Vessel, Bulk Storage Vessel, Cleaning-in-place (CIP) /Sterilization-in -place (SIP), Production Furniture, Laboratory Furniture, Filter Housing I Intermediate Bulk Container স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করে থাকে। যা মূলত আমদানি বিকল্প পণ্য। এসকল পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত বিভিন্ন কাঁচামালে উচ্চহারে শুল্কারোপিত থাকায় স্থানীয় উৎপাদন উৎসাহিতকরণে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ গত ০১ জুন ২০১৭ তারিখে এস.আর.ও নং- ১৩৪ /আইন /২০১৭ /২০/ কাস্টমস। এর মাধ্যমে ১৩টি এইচ.এস কোডে বিভিন্ন কাঁচামাল আমদানিতে শুল্ক রেয়াত সুবিধা প্রদান করে।

০২. স্থানীয় ফার্মাসিউটিক্যাল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ক্যাপিটাল মেশিনারিজ আমদানিতে শুল্ক রেয়াত সুবিধা সংক্রান্ত এস.আর.ও অনুযায়ী ক্যাপিটাল মেশিনারিজ হিসেবে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদিত অধিকাংশ পণ্য ১% শুল্কে আমদানি করতে পারে।

০৩. ফার্মাসিউটিক্যাল মেশিনারিজ উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর পণ্য। এধরনের পণ্য উৎপাদনে সারা বিশ্বে নানাবিধ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। গবেষণার মাধ্যমে এধরনের মেশিনারিজে প্রতিনিয়ত বৈচিত্র আনয়ন করা হয়। বৈচিত্র আনয়নের ফলে কাঁচামালে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন, সংযোজন ও বিয়োজন করতে হয়। এধরনের সংযোজন ও বিয়োজন একটি চলমান প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার সাথে খাপ খাওয়ানো জন্য উৎপাদিত মেশিনারিজে কাঁচামালসমূহ হালনাগাদ করতে হয়। হালনাগাদ করতে না পারলে উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা থাকে না। বিদ্যমান এস.আর.ও-টি ২০১৭ সালে প্রণয়ন করা হলেও অদ্যবধি এস.আর.ও-তে কোন প্রকার কাঁচামাল সংযোজন করা হয়নি। এর ফলে উৎপাদিত পণ্যে কাঙ্ক্ষিত বৈচিত্র আনয়ন সম্ভব হচ্ছে না।

০৪. বর্তমানে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক PW/WFI Generation System, Production Furniture, Laboratory Furniture, Filter Housing এবং Intermediate Bulk Container পণ্যসমূহ স্থানীয়ভাবে উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করেছে। এসকল পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত অনেক এইচ.এস কোডে অধিক হারে শুল্কারোপিত থাকায় স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে উৎপাদিত পণ্যসমূহ আমদানিকৃত পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতায় সক্ষমতা হারাচ্ছে। প্রতিযোগিতায় সক্ষমতা আনয়নে এসকল পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামালসমূহের এইচ.এস কোডসমূহ এস.আর.ও-তে সংযোজন করে শুল্ক রেয়াত সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে একদিকে স্থানীয় উৎপাদন উৎসাহিত করা যেতে পারে; অন্যদিকে আমদানি নির্ভরতা হ্রাস করা যেতে পারে।

০৫. বিগত ০২ বছরে স্থানীয় মূল্য সংযোজনের মূল্য, যথাঃ উৎপাদনে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ, গ্যাস ও স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত বিভিন্ন উপকরণের মূল্য ২-৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে যা স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। স্থানীয় উৎপাদনে যে হারে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য সে হারে বৃদ্ধি না পাওয়ায় আমদানি উৎসাহিত হচ্ছে।

০৬. স্থানীয় উৎপাদনকারী কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য ক্যাপিটাল মেশিনারিজ সুবিধায় ১% শুল্কে আমদানিকারকগণ আমদানি করতে পারে এবং বিভিন্ন কাঁচামাল আমদানিতে এস.আর.ও-১৩৪/আইন/২০১৭/২০/কাস্টমস অনুযায়ী কতিপয় কাঁচামাল আমদানিতে ১০% করে শুল্ক প্রদান করতে হয়। এস.আর.ও-এর বাইরে যেসকল এইচ.এস কোড ব্যবহৃত হয় সেসকল এইচ.এস কোড টিটিআই ৩৭.০০% থেকে ৮৯.৩২% পর্যন্ত আরোপিত। এর ফলে একদিকে উৎপাদিত পণ্যে বৈচিত্র আনয়নে সম্ভব হচ্ছে না, অন্যদিকে উৎপাদিত পণ্য প্রতিযোগী মূল্যে স্থানীয় বাজারে বাজারজাত সম্ভব হচ্ছে না।

০৭. উপর্যুক্ত বিষয় বিবেচনায় এনে এস.আর.ও -১৩৪/আইন/২০১৭/২০/কাস্টমস হালনাগাদ করে এস.আর.ও-তে উল্লিখিত একটি টেবিলের পরিবর্তে দুটি টেবিল প্রণয়ন করে বিদ্যমান এইচ.এস কোডসমূহ বহাল রেখে বর্তমানে আবেদিত এইচ.এস কোডসমূহ উৎপাদিত পণ্যে এর অবদান বিবেচনায় টেবিল-১ ও টেবিল-২ এ সংযোজন করা যেতে পারে। টেবিল-১ এ ৫% এর অধিক সমুদয় আমদানি শুল্ক, সমুদয় রেগুলেটরি ডিউটি, এবং সমুদয় মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক যদি থাকে তা অব্যাহতি প্রদান ও টেবিল-২ এ ১০% এর অধিক সমুদয় আমদানি শুল্ক, সমুদয় রেগুলেটরি ডিউটি, এবং সমুদয় মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক যদি থাকে তা অব্যাহতি প্রদান করা হলে স্থানীয় এ শিল্প বিকশিত হবে অন্যদিকে আমদানি নির্ভরতা হ্রাস পাবে।

কমিশনের সুপারিশঃ

পর্যালোচনার আলোকে কমিশনের সুপারিশ নিম্নরূপঃ

১. এস.আর.ও -১৩৪/আইন/২০১৭/২০/কাস্টমস হালনাগাদ করা যেতে পারে;

২. হালনাগাদকৃত এস.আর.ও-তে একটি টেবিলের পরিবর্তে দুটি টেবিল সংযোজন করা যেতে পারে;

৩. হালানাগাদকৃত এস.আর.ও-তে এইচ.এস কোড ৩৯১৭.৩৯.৯০, ৮৫৩৮.৯০.৯০, ৮৫২৮.৫২.৯০, ৮৫০৪.৪০.৩০, ৮৫০৪.৪০.২০, ৮৪৮১.৮০.৯০, ৭২১৯.২২.০০, ৯০৩৩.০০.০০, ৮৫৩৭.১০.৯০ ও ৮৫৪৪.৪২.০০ সংযোজন করা যেতে পারে;

৪. টেবিল-১ এ ৫% এর অধিক সমুদয় আমদানি শুল্ক, সমুদয় রেগুলেটরি ডিউটি এবং সমুদয় মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক যদি থাকে তা অব্যাহতি প্রদান ও টেবিল-২ এ ১০% এর অধিক সমুদয় আমদানি শুল্ক, সমুদয় রেগুলেটরি ডিউটি, এবং সমুদয় মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক যদি থাকে তা অব্যাহতি প্রদান করা।

(৬) স্থানীয় সিমেন্ট উৎপাদনকারী শিল্পের কাঁচামাল আমদানিতে শুল্ক সহায়তা সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের প্রতিবেদন

বাংলাদেশ সিমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন কর্তৃক সিমেন্ট উৎপাদনে ব্যবহৃত প্রধান কাঁচামাল সিমেন্ট ক্লিংকার এইচ.এস কোডে ২৫২৩.১০.২০ আমদানিতে কাস্টম ডিউটি (সিডি) প্রতি মে.টনে ৭০০ টাকা থেকে হ্রাস করে প্রতি মে.টনে ২০০ টাকা নির্ধারণ, কাঁচামাল আমদানিতে বিদ্যমান অগ্রিম আয়করের হার হ্রাস এবং তা চূড়ান্ত দায় হতে অব্যাহতি প্রদান, বিদ্যমান অগ্রিম কর ৩% থেকে হ্রাস করে ১% নির্ধারণ এবং সিমেন্ট বিক্রয় পর্যায়ে অগ্রিম আয়কর ২% থেকে হ্রাস করে ০.৫% করা ও কাঁচামাল আমদানিতে ইনভয়েস মূল্যকে ভিত্তি ধরে শুল্কায়নের বিষয়ে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনে আবেদন করেছে। আবেদিত বিষয়ে মতামত প্রেরণের নিমিত্ত কমিশন কর্তৃক বাংলাদেশে সিমেন্টের চাহিদা, স্থানীয় উৎপাদন সক্ষমতা, সিমেন্ট আমদানিতে বিদ্যমান শুল্কহার, কাঁচামাল আমদানিতে বিদ্যমান শুল্কহার, শুল্কায়নযোগ্য মূল্য ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান অগ্রিম আয়কর কাঠামো পর্যালোচনা করা হয়।

কমিশনের সুপারিশঃ উপর্যুক্ত পর্যবেক্ষণের আলোকে কমিশনের সুপারিশ নিম্নরূপঃ

ক) সিমেন্টের কাঁচামাল ক্লিংকার এইচ.এস কোড ২৫২৩১০২০ আমদানিতে ইনভয়েস মূল্যকে ভিত্তি ধরে শুল্কায়ন করা যেতে পারে; এবং

খ) সিমেন্টের কাঁচামাল আমদানিতে বিদ্যমান অগ্রিম আয়করকে চূড়ান্ত দায় হিসেবে বিবেচনা না করে সমন্বয়ের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।

(৭) ইলেক্ট্রিক ভেহিকেল আমদানিতে শুল্ক কাঠামো পরিবর্তন সংক্রান্ত বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের প্রতিবেদন

মোটরসাইকেল ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ইলেক্ট্রিকাল ভ্যাহিকেল (ইভি) আমদানিতে বিদ্যমান শুল্ক কাঠামো এবং ইলেক্ট্রিকাল ভ্যাহিকেলে ব্যবহৃত লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারির শুল্ক কাঠামোর পরিবর্তনের নিমিত্ত বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনে আবেদন করেছে। আবেদিত বিষয়ে সুপারিশ মতামত প্রেরণের নিমিত্ত কমিশন কর্তৃক আবেদন ও এ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নীতিমালা পর্যালোচনা করা হয়।

কমিশনের সুপারিশঃ উপর্যুক্ত প্রতিবেদনের আলোকে কমিশনের সুপারিশ নিম্নরূপঃ

ক) CKD ইলেক্ট্রিক ভেহিকেলের জন্য ৮৭ চাপ্টারে এইচ.এস কোড সৃজন করা যেতে পারে;

খ) ইলেক্ট্রিক মাইক্রোবাসের CBU ও CKD-এর জন্য আলাদা এইচ.এস কোড সৃজন করা যেতে পারে;

গ) স্থানীয় মূল্য সংযোজন উৎসাহিতকরণে CBU ইলেক্ট্রিক ভেহিকেল অপেক্ষা CKD ইলেক্ট্রিক ভেহিকেলের আমদানি শুল্ক কম হারে আরোপ করা যেতে পারে;

ঘ) স্থানীয় বাজারে ইলেক্ট্রিক ভেহিকেল উৎসাহিতকরণে সুনির্দিষ্ট মেয়াদে ইলেক্ট্রিক ভেহিকেল আমদানিতে শুল্ক রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে; এবং

ঙ) ইলেক্ট্রিক ভেহিকেলে ব্যবহৃত লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি এইচ.এস কোড ৮৫০৭.৬০.০০ এর আমদানি শুল্ক সিডি ২৫% থেকে হ্রাস করে ১৫% করা যেতে পারে।

(৮) ভ্যাট নিবন্ধিত শিল্প আইআরসি হোন্ডার বাণিজ্যিক যাত্রী পরিবহন উৎপাদনকারী শিল্পকে কাঁচামাল আমদানিতে শুল্ক রেয়াতি সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের প্রতিবেদন

স্থানীয় অটোমোবাইল উৎপাদনকারী শিল্প ইফাদ অটোস লিমিটেড বাণিজ্যিক যাত্রী পরিবহন স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের ক্ষেত্রে কাঁচামাল আমদানিতে শুল্ক রেয়াত সুবিধা চেয়ে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনে আবেদন করেছে। আবেদিত বিষয়ে মতামত প্রেরণের নিমিত্ত কমিশন কর্তৃক বাংলাদেশে বাণিজ্যিক পরিবহনের বাজার, উৎপাদন সক্ষমতা, অটোমোবাইল শিল্প নীতিমালা, বাণিজ্যিক পরিবহন আমদানি ও শুল্কহার, কাঁচামাল আমদানিতে বিদ্যমান শুল্কহার, উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্থানীয় মূল্য সংযোজন, স্থানীয় উৎপাদনকারীর সুরক্ষামাত্রা ও এ শিল্প সংশ্লিষ্ট নীতিমালা পর্যালোচনা করা হয়।

কমিশনের সুপারিশ: উপর্যুক্ত পর্যবেক্ষণের আলোকে ভ্যাট নিবন্ধিত শিল্প আইআরসি হোল্ডার বাণিজ্যিক পরিবহন উৎপাদনকারী শিল্পকে অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন, ২০২১ এর আলোকে নিম্নলিখিত শর্তে কাঁচামাল আমদানিতে ১০% এর অধিক সমুদয় কাস্টম ডিউটি (সিডি), আরডি ও এসডি (যদি থাকে) তা অব্যাহতি প্রদান করা যেতে পারে। শর্তসমূহ নিম্নরূপঃ

১) বাণিজ্যিক যাত্রী পরিবহণ এর স্থানীয় উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভ্যাট নিবন্ধিত শিল্প আইআরসি হোল্ডার বাণিজ্যিক পরিবহন উৎপাদনকারী হিসেবে নিবন্ধন গ্রহণ করতে হবে;

২) স্থানীয় উৎপাদনের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৩০% মূল্য সংযোজন করতে হবে; ও

৩) উৎপাদনকারী হিসেবে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মেশিনারিজ যেমন: প্রেস মেশিন, কাটিং মেশিন, এমআইজি ওয়েল্ডিং, প্যানেল স্ট্রেচ মেশিন, কন্ট্রোল পেইন্ট বুথ, ব্রেকিং চেম্বার, ডিজিটাল হুইল অ্যালাইনমেন্ট, শাওয়ার টেস্টিং ও ব্রেক টেস্টিং ফ্যাসিলিটি থাকতে হবে।

(৯) স্থানীয় Polyster (Synthetic) Stable Fiber (PSF) ও PET Chips (Textile Grade) উৎপাদনকারী শিল্প সুরক্ষায় বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের শুল্ক সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ

আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান মডার্ন সিনটেক্স লিমিটেড মীরেরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে Polyster (Synthetic) Stable Fiber (PSF) PET Chips (Textile Grade) উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে। Polyster (Synthetic) Stable Fiber (PSF) I PET Chips (Textile Grade) উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল হচ্ছে Purified Terephthalic Acid (PTA) HS Code : 2917.36.10 এবং Mono- Ethylene Glycol (MEG) HS Code : 2905.31.10। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান কাঁচামাল আমদানিতে এস.আর.ও নং- ১৫৬-আইন/২০২৩/২৩৩/মূসক; তাং: ২১ মে, ২০২৩ এর মাধ্যমে আমদানি পর্যায়ে আরোপিত ৫% মূসক অব্যাহতির আবেদন করেছে।

কমিশনের সুপারিশঃ

পর্যবেক্ষণের আলোকে কমিশনের সুপারিশ নিম্নরূপঃ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত Polyster (Synthetic) Stable Fiber (PSF) ও PET Chips (Textile Grade) আমদানিকৃত পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতায় সক্ষমতা অর্জন, স্থানীয় উৎপাদনকারী শিল্পের বিকাশ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিষয় বিবেচনায় এনে এ শিল্পের প্রধান কাঁচামাল Purified Terephthalic Acid (PTA) HS Code: 2917.36.10 এবং Mono- Ethylene Glycol (MEG) HS Code: 2905.31.10 আমদানিতে ভ্যাট নিবন্ধিত শিল্প আইআরসি হোল্ডার Polyster (Synthetic) Stable Fiber (PSF) PET Chips (Textile Grade) উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমদানি পর্যায়ে আরোপিত সমুদয় মূসক অব্যাহতি প্রদান করা যেতে পারে।

(১০) বাজেট ২০২৪-২৫ এ অন্তর্ভুক্তির নিমিত্ত বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের শুল্ক সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ

বাংলাদেশে ভোজ্য তেলের চাহিদা প্রায় ২০-২২ লক্ষ মে.টন। স্থানীয় চাহিদার ৯০% আমদানির মাধ্যমে পূরণ করা হয়। স্থানীয়ভাবে অপরিশোধিত সয়াবিন ও অপরিশোধিত পাম তেল আমদানিপূর্বক পরিশোধন করে বাজারজাত করা হয়। এছাড়া স্থানীয় চাহিদা বিবেচনায় কিছু আমদানিকারক পরিশোধিত সানফ্লাওয়ার তেল, পরিশোধিত অলিভ অয়েল, পরিশোধিত রেপ/কেনোলা তেল আমদানি করে থাকে। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে এ সকল তেল আমদানির পরিমাণ প্রায় ১৭০০ মে.টন যা স্থানীয় চাহিদার তুলনায় অতি নগন্য বিদ্যমান শুল্কহারে সরকার রাজস্ব পেয়েছে ১৫ কোটি টাকা।

০২. সম্প্রতি মানুষের স্বাস্থ্যগত দিক বিবেচনায় এবং সানফ্লাওয়ার তেল, পরিশোধিত অলিভ অয়েল, পরিশোধিত রেপ/কেনোলা তেল সেচুরেটেড ফ্যাট কম থাকায় চিকিৎসকগণ এ সকল তেল খাওয়ার পরামর্শ প্রদান করছে। সয়াবিন ও পাম তেলের ন্যায় অন্যান্য তেল ভোজ্যতেল হিসেবেই ব্যবহৃত হয়। স্থানীয়ভাবে অপরিশোধিত সয়াবিন ও পাম তেল পরিশোধন শিল্প থাকলেও পরিশোধিত সয়াবিন ও পাম তেল আমদানিতে শুল্ক সুরক্ষামাত্রা অতিনগণ্য। সানফ্লাওয়ার তেল ও পরিশোধিত রেপ/কেনোলা তেল স্থানীয়ভাবে উৎপাদন হয় না আন্তর্জাতিক বাজারে এ দুটি তেলের বাজার মূল্য সয়াবিন ও পাম তেলের সমসাময়িক। অথচ আন্তর্জাতিক বাজার থেকে এ সকল তেল আমদানিতে উচ্চ হারে শুল্ক আরোপ করা হয়েছে।

০৩. সানফ্লাওয়ার তেল, পরিশোধিত রেপ/কেনোলা তেল ভোজ্যতেল হিসেবে সারাবিশ্বে জনপ্রিয় ভোজ্যতেল ব্যবহৃত হলেও দেশে এ সকল তেল আমদানিতে উচ্চহারে শুল্কারোপের ফলে ভোক্তার পছন্দকে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে, অন্যদিকে সয়াবিন ও পাম তেলের একমুখী আমদানি নির্ভরতা সৃষ্টি করছে। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক বাজারে সকল ধরণের ভোজ্য তেলের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে সেই সাথে কয়েকটি দেশ অপরিশোধিত সয়াবিন তেল রপ্তানিতে শুল্কের পরিমাণ বৃদ্ধি করেছে। পরিশোধিত/অপরিশোধিত পাম তেলের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি করায় বিশ্ববাজারে সয়াবিন ও পামতেলের সরবরাহ হ্রাসের ফলে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। সয়াবিন ও পামতেলের সমজাতীয় অন্যান্য ভোজ্যতেল স্থানীয় বাজারে উত্তম বিকল্প হতে পারলেও উচ্চ শুল্কের কারণে এ সকল ভোজ্যতেলের আমদানি নিরুৎসাহিত হয়েছে। সয়াবিন ও পামতেলের ন্যায় অন্যান্য ভোজ্যতেল, যেমনঃ সানফ্লাওয়ার, রেপ/ক্যানোলা তেলকে সমজাতীয় ভোজ্য তেল বিবেচনায় শুল্কহার যৌক্তিক হারে নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

০৪. এ ক্ষেত্রে কনজুমার প্যাক ও বাল্ক হিসেবে আমদানির ক্ষেত্রে শুল্কহারে পার্থক্য করা যেতে পারে। সকল ভোজ্য তেলে সমহারে শুল্ক নির্ধারণ করা হলে বাজারে ভোজ্যতেলের সরবরাহে বৈচিত্রতা আসবে এবং ভোক্তার পছন্দ উৎসাহিত হবে।

কমিশনের সুপারিশঃ

এইচ এস কোড 1512.19.00 এর ক্ষেত্রে CD-0%, SD-0%, RD-0%, VAT-15%, AIT-0%, AT-5%, TTI- 20%;

এইচ এস কোড 1512.11.00 এর ক্ষেত্রে CD-0%, SD-0%, RD-0%, VAT-15%, AIT-5%, AT-3%, TTI- 18%;

এইচ এস কোড 15.14.11.00 এর ক্ষেত্রে CD-0%, SD-0%, RD-0%, VAT-15%, AIT-0%, AT-3%, TTI- 18%;

ও এইচ এস কোড ১৫.১৪.১৯.০০ এর ক্ষেত্রে CD-০%, SD-0%, RD-0%, VAT-15%, AIT-5%, AT-5%, TTI- 20% হারে শুল্কারোপ করা যেতে পারে।

(১১) স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বিটুমিন শিল্পে নীতি সহায়তা সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের প্রতিবেদন

বসুন্ধরা অয়েল এন্ড গ্যাস কোম্পানি লিঃ বাংলাদেশে একমাত্র বিটুমিন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠানটি বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটি দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকায় বসুন্ধরা ইকনোমিক জোনে অবস্থিত। প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের বিটুমিনের উৎপাদন মূল্যে স্থিতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে বিদ্যমান সিডি ৫% এর পরিবর্তে স্পেসিফিক করে প্রতি ব্যারেল এ ২২০ টাকা নির্ধারণ ও পরিশোধিত বিটুমিন আমদানিতে ২৫% নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্কারোপের জন্য বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনে আবেদন করে। কমিশন থেকে এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করার নিমিত্ত কমিশন কর্তৃক বাংলাদেশে বিটুমিনের ব্যবহার, চাহিদা, স্থানীয় উৎপাদন, উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল, কাঁচামাল আমদানিতে শুল্কহার, বিটুমিন আমদানিতে বিদ্যমান শুল্কহার ও আন্তর্জাতিক বাজারদর ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়।

কমিশনের সুপারিশ: উপর্যুক্ত প্রতিবেদনের আলোকে স্থানীয় শিশু শিল্প বিবেচনায় ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসি, ২০২৩ এর আলোকে স্থানীয় বিটুমিন শিল্পকে নির্দিষ্ট মেয়াদে নিম্নরূপ সুবিধা প্রদান করা যেতে পারেঃ

"বিটুমিন আমদানিকারক ও স্থানীয় উৎপাদনকারীর মধ্যে সুষম প্রতিযোগিতা আনয়নের লক্ষ্যে বিটুমিনের কাঁচামাল বিটুমিনাস ক্রুড অয়েল এইচএস কোড ২৭০৯.০০.০০ আমদানিতে কাস্টম ডিউটি সিডি ৫% এর পরিবর্তে সর্ম্পূণায়িত বিটুমিনের ন্যায় প্রতি ব্যারেলে স্পেসিফিক হারে ২২০ টাকা নির্ধারণ করা যেতে পারে।"

(১২) "ইনডেন্টিং সেবা" রপ্তানি খাত হতে ৫% ভ্যাট প্রত্যাহার বিষয়ক প্রতিবেদন "ইনডেন্টিং সেবা" রপ্তানিখাত হতে ৫% ভ্যাট প্রত্যাহারের অনুকূলে আসন্ন বাজেটে প্রতিফলনের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বরাবর সুপারিশ প্রেরণের জন্য বাংলাদেশ ইন্ডেন্টিং এজেন্টস এসোসিয়েশন বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন বরাবর আবেদন

"ইনডেন্টিং সেবা" রপ্তানি খাত হতে ৫% ভ্যাট প্রত্যাহার বিষয়ক প্রতিবেদন "ইনডেন্টিং সেবা" রপ্তানিখাত হতে ৫% ভ্যাট প্রত্যাহারের অনুকূলে আসন্ন বাজেটে প্রতিফলনের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বরাবর সুপারিশ প্রেরণের জন্য বাংলাদেশ ইন্ডেন্টিং এজেন্টস এসোসিয়েশন বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন বরাবর আবেদন করেন। এ বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য বিদ্যমান মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২, রপ্তানি নীতি ২০২১-২০২৪ এবং Importers, Exporters and Indentors (Registration) Order ১৯৮১ বিবেচনা করা হয়।

কমিশনের সুপারিশঃ

ইন্ডেন্টিং সার্ভিস সরকার কর্তৃক স্বীকৃত রপ্তানি আয়। তাই এ খাতের আয়কে যথাযথভাবে দেশে আনার লক্ষে আরোপিত ৫% ভ্যাট অব্যাহতি প্রদান করা যেতে পারে।

(১৩) বাংলাদেশ ফ্রেশ ফ্রুটস ইম্পোর্টার এসোসিয়েশন (BFFIA) এইচএস কোড ০৮০৪১০১৯ ও ০৮০৪১০১১ হেডিংভুক্ত খেজুরের বিভিন্ন প্যাকেজিং এর উপর ভিত্তি করে আরোপিত শুল্কায়ন মূল্য (ট্যারিফ ভ্যালু) পুনরায় নির্ধারণের জন্য আবেদন

আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ফ্রেশ ফ্রুটস ইম্পোর্টার এসোসিয়েশন (BFFIA) এইচএস কোড ০৮০৪১০১৯ ও ০৮০৪১০১১ হেডিংভুক্ত খেজুরের বিভিন্ন প্যাকেজিং এর উপর ভিত্তি করে আরোপিত শুল্কায়ন মূল্য (ট্যারিফ ভ্যালু) পুনরায় নির্ধারণের জন্য আবেদন করেছে।

আবেদনটি কমিশন কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, বর্তমানে খেজুর আমদানিতে বর্ধিত শুল্কায়ন মূল্য রপ্তানিকারক দেশের বাজার মূল্য থেকে অনেক বেশি নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্তমানে নতুন করে সকল ধরনের খেজুর আমদানিতে যে হারে শুল্কায়ন করা হয়েছে তা আন্তর্জাতিক বাজারমূল্যের থেকে বেশি এবং অসামাঞ্জস্যপূর্ণ। ফলে বর্তমানে দেশের চাহিদা অনুযায়ী খেজুর আমদানি করা সম্ভব হচ্ছে না।

এছাড়া দেশে প্রতি বছর পবিত্র মাহে রমজানের সময়ে খেজুরের চাহিদা অধিকহারে বৃদ্ধি পায়। দেশে খেজুরের চাহিদার সিংহভাগ এ সময়ে আমদানি করা হয়ে থাকে। এমতাবস্থায়, চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় দামও অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পায়।

মাহে রমজানে ধর্মীয় মূল্যবোধ বিবেচনায় খেজুরের মূল্য যৌক্তিক পর্যায়ে রাখা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে, প্রতিবছর রমজান মাস শুরু হওয়ার ২ মাস বা যথাযথ সময়ের পূর্বে খেজুরের ক্ষেত্রে সিজনাল ট্যারিফ আরোপ অথবা শুল্ক কাঠামো পুনরায় নির্ধারণ করা যেতে পারে। এছাড়া, খেজুরের শুল্কায়ন ইনভয়েস ভ্যালুর উপর করা হলে তা সঠিক মূল্যে বাজারে প্রবেশ করতে পারবে।

কমিশনের সুপারিশঃ

(ক) খেজুরের শুল্কায়ন ইনভয়েস ভ্যালুর উপর করা যেতে পারে।

(খ) এছাড়া যে সকল সময়ে খেজুরের চাহিদা বৃদ্ধি পায় সে সকল সময়ের পূর্ববর্তী সময়ে খেজুরের মূল্যসহ শুল্ক কাঠামো পূনরায় নির্ধারণ করা যেতে পারে।

(১৪) আমদানিকৃত বাইসাইকেল এর ডিস্ক পেইন্ট এর উপর বর্তমানে আরোপিত শুল্কহার হ্রাস এবং পেইন্টেড ফ্রেম এর উপর শুল্কহার আরোপ বিষয়ে কমিশনের প্রতিবেদন

আমদানিকৃত বাইসাইকেল এর ডিস্ক পেইন্ট এর উপর বর্তমানে আরোপিত শুল্কহার হ্রাস এবং পেইন্টেড ফ্রেম এর উপর শুল্কহার আরোপ বিষয়ে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো একটি প্রস্তাব বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো'র প্রস্তাব পরীক্ষান্তে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ/মতামতসহ প্রতিবেদন প্রদানের নিমিত্ত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনকে অনুরোধ করে পত্র প্রেরণ করেছে।

কমিশনের সুপারিশ: উপযুক্ত পর্যবেক্ষণের আলোকে কমিশনের সুপারিশ নিম্নরূপঃ

ক) Painted Frames and forks Ges Non-Painted Frame and Fork এর এইচ.এস. কোড আলাদা করে শুল্কহারে পার্থক্য করা যেতে পারে;

খ) বাইসাইকেল উৎপাদনকারী Industrial IRC holder VAT Compliant পতিষ্ঠান কর্তৃক ডিস্ক পেইন্ট আমদানিতে নতুন এইচ এস কোড সৃজন করা যেতে পারে।

(১৫) বাণিজ্য নীতি বিভাগ কর্তৃক জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে বছরভিত্তিক প্রেরিত সুপারিশসমূহের বাস্তবায়ন চিত্র:

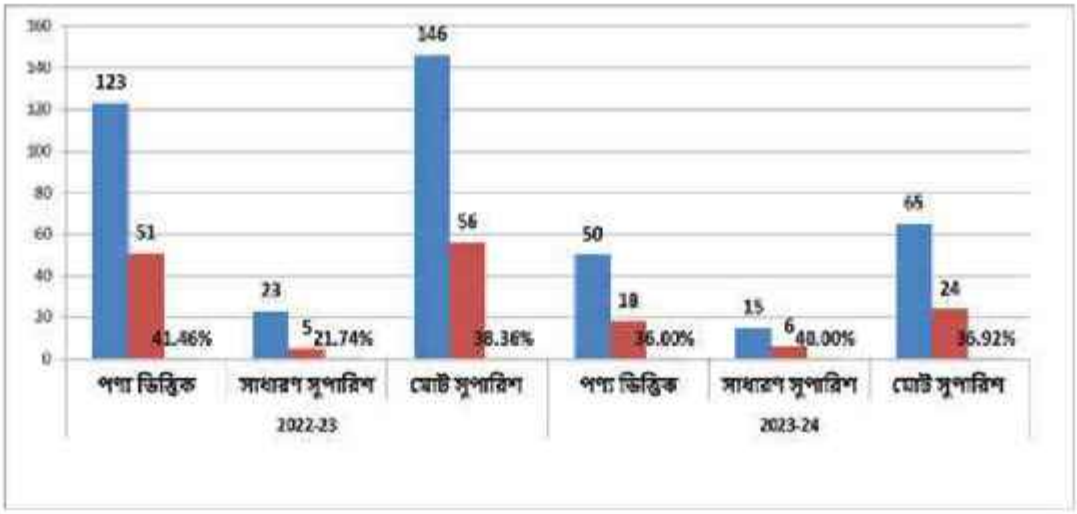

৬.৪.৩ অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার দর ও সরবরাহ চেইন সংক্রান্ত প্রতিববেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ

(১) অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ভোজ্যতেলের মূল্য নির্ধারণ সংক্রান্ত আগস্ট, ২০২৩ মাসের প্রতিবেদন

অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন পরিবেশক নিয়োগ আদেশ, ২০১১ অনুযায়ী অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ভোজ্য তেলের বাজারমূল্যের উপর কমিশন কর্তৃক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। প্রতিবেদন প্রনয়ণের নিমিত্ত অভিন্ন মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি অনুযায়ী আগষ্ট, ২০২৩ মাসে প্রতিফলনের জন্য পূর্ববর্তী জুলাই, ২০২৩ মাসের এলসি খোলা, ইনবন্ড ও আউটবন্ড মূল্য পর্যালোচনা করা হয়।

কমিশনের সুপারিশঃ

ক. সাধারণ ভোক্তার ক্রয়ক্ষমতা ও ব্যবসায়ীদের স্বার্থ বিবেচনায় এনে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে আলোচনাক্রমে ভোজ্য তেলের মূল্য নিম্নলিখিত ছক অনুযায়ী বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে:

পণ্যের নাম	পরিমাপের একক	দাম ও প্রস্তাব	মিলগেট মূল্য	পরিবেশক মূল্য	সর্বোচ্চ খুচরা (MRP)	হ্রাস/বৃদ্ধি টাকা
সয়াবিন (খোলা)	১ (এক) লিটার	বর্তমান দাম			১৫৯.	
		কমিশনের হিসেবে	১৪৯.৭৬	১৫১.৭৬	১৫৪.৭৬	-৪.২৪
সয়াবিন (বোতল)	১ (এক) লিটার	বর্তমান দাম			১৭৯.	
		কমিশনের হিসেবে	১৬৭.৭৩	১৭০.৭৩	১৭৫.৬৩	-৩.৩৭
সয়াবিন (বোতল)	৫ (পাঁচ) লিটার	বর্তমান দাম			৮৭৩.	
	কমিশনের হিসেবে	৮০৯.১	১২৪.১	৮৪৯.১	-২৩.৯	
পাম সুপার (খোলা)	১ (এক) লিটার	বর্তমান দাম			১২৮.	
	কমিশনের হিসেবে	১২০.৭৬	১২২.৭৬	১২৪.১	-৩.২৪	
পাম সুপার (বোতল)	১ (এক) লিটার	বর্তমান দাম			১৮৪.	
		কমিশনের হিসেবে	১৩৮	১৪১.	১৪৬.	-২

খ. খোলা সয়াবিন তেল বিক্রয় গত ১ আগষ্ট ২০২৩ থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে তাই খোলা সায়াবিন তেলের মূল্য নির্ধারণ না করে ৫০০ এম.এল, ২ লিটার, ৩ লিটার, ৮ লিটার ও পাউচ প্যাক এর মূল্য নির্ধারণ করা যেতে পারে; এবং

গ. নির্ধারিত মূল্য কার্যকরের নিমিত্ত মিলগেট, পরিবেশক/পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে মনিটরিং জোরদার করা যেতে পারে।

২) অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের আমদানি ও সাপ্লাই চেইন পর্যবেক্ষণের জন্য চট্টগ্রাম বন্দর পরিদর্শন এবং চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ও কাস্টম হাউজ, চট্টগ্রাম এর কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়

গত ২৮ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সদস্য (বাণিজ্য নীতি) ও সরকারের যুগ্মসচিব জনাব মোঃ ওয়াদুদ হোসেন এবং গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ রায়হান অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের আমদানি ও সাপ্লাই চেইন পর্যবেক্ষণের জন্য চট্টগ্রাম বন্দর পরিদর্শন এবং চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ও কাস্টম হাউজ, চট্টগ্রাম এর কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভা করেন। উক্ত মতবিনিময় সভা হতে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হলো।

পর্যবেক্ষণসমূহঃ

ক। কাস্টম হাউজ, চট্টগ্রাম এর মাধ্যমে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের প্রথমার্ধের তুলনায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে প্রথমার্ধে ভোজ্যতেল ও চিনির আমদানি ও রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

খ। অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মধ্যে গম, রসুন ও গুড়ো দুধের আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মশুর ডাল, খেজুর, ছোলা, পিঁয়াজ ও বাশমতি চালের আমদানি হ্রাস পেয়েছে।

গ। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ও কাস্টম হাউজ, চট্টগ্রাম যথাক্রমে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য খালাস ও শুল্কায়নে অগ্রাধিকার প্রদান করে থাকে।

ঘ। অত্যাবশ্যকীয় পণ্যসহ সকল পণ্য ২-৩ দিনের মধ্যে জাহাজ হতে খালাস করা হচ্ছে এবং বিগত ২ বৎসর কোন কন্টেইনার জট নেই।

ঙ। চট্টগ্রাম বন্দর একটি সেমি-অটোমেটেড বন্দর সত্ত্বেও ২০২৩ সালে ৩০ লক্ষের অধিক কন্টেইনার পরিচালনা (handle) করে।

চ। ভেজা বা গালা খেজুরের শুল্কায়ন মূল্য ৬১.০০/কেজি, শুকনা খেজুরের শুল্কায়ন মূল্য ৮২.৫/কেজি, রিটেইল প্যাকেট জাত খেজুর শুল্কায়ন মূল্য ৮২.৭৫/কেজি, আজওয়া, মরিয়ম, মাবরুন এবং রেফার কন্টেনারে আমদাইনকৃত সকল খেজুরের শুল্কায়ন মূল্য ৮৪.০০/কেজি।

(৩) ঈদুল আজহা ২০২৪ উপলক্ষে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কাঁচা চামড়ার মূল্য পর্যালোচনা করে প্রতি বর্গফুট কাঁচা চামড়ার মূল্য সম্পর্কে মতামত

বাংলাদেশে কোরবানির সময় প্রাথমিক বাজারে লবণ বিহীন কাঁচা চামড়া বিক্রি করা হয়। দেশে কাঁচা চামড়ার মোট চাহিদার ৫০% সংগ্রহ করা হয় কোরবানির সময়। কমিশন থেকে দেশের কয়েকটি চামড়া ক্রয়/বিক্রয় কেন্দ্র ও বাংলাদেশ ট্যানার্স

এসোসিয়েশনের সাথে টেলিফোনিক যোগাযোগের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, স্থান ভেদে প্রতি পিস গরুর কাঁচা চামড়ার ক্রয় মূল্য ৬০০-১৩০০ টাকা এবং ছাগলের প্রতি পিস কাঁচা চামড়ার ক্রয় মূল্য ৩০-১২০ টাকা।

০২। আন্তর্জাতিক বাজারে চামড়ার মূল্য (Value Added crust/finished Leather) পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা দেখা যায়, আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রাস্ট/ফিনিশড চামড়ার বাজার মূল্য স্থিতিশীল রয়েছে।

০৩। আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় দেশে এ বছর লবণের বাম্পার উৎপাদন হয়েছে, তাই লবণের মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা নেই। তবে, গত বছরের তুলনায় পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। চামড়ার স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার দর, লবণের মূল্য ও পরিবহন ব্যয় বিবেচনায় কাঁচা চামড়ার সম্ভাব্য মূল্য নির্ধারণে কমিশনের সুপারিশ নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	বিবরণ	একক মূল্য	মূল্য (টাকা)
১.	কাঁচা চামড়া (গরু)	প্রতি বর্গ ফুট	৫৫-৬৫
২.	কাঁচা চামড়া (ছাগল)	প্রতি বর্গ ফুট	১২-২৪

উৎস: Refinitiv, বিটিএ ও বিটিটিসি কর্তৃক নির্ণয়কৃত

৬.৪.৪ অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের সাপ্লাই চেইন পর্যবেক্ষণের জন্য বিভিন্ন জেলা/উপজেলা পণ্য বিপণন মনিটরিং কমিটির সাথে মতবিনিময়/বাজার পরিদর্শন/বন্দর পরিদর্শন

(১) অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের উৎপাদন, মজুদ, স্থানীয় বাজারদর ও সরবরাহ পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম এর সাথে মত বিনিময় এবং পটিয়া উপজেলার স্থানীয় পাইকারী ও খুচরা বাজার পরিদর্শন সংক্রান্ত প্রতিবেদন

বিগত ০২ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সদস্য (অতিরিক্ত সচিব) জনাব শীষ হায়দার চৌধুরী, এনডিসি ও সহকারী প্রধান (চলতি দায়িত্ব) লোকমান হোসেন অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের উৎপাদন, মজুদ, স্থানীয় বাজারদর ও সরবরাহ পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম এর সাথে মত বিনিময় এবং পটিয়া উপজেলার স্থানীয় পাইকারী ও খুচরা বাজার পরিদর্শন করা হয়। উক্ত পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য/উপাত্তের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়।

০২ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সদস্য (অতিরিক্ত সচিব) জনাব শীষ হায়দার চৌধুরী, এনডিসি চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলা পাইকারী ও খুচরা বাজার পরিদর্শন করেন।

০৪। পরিদর্শনের আলোকে মতামত:

ক) অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের বাজারদর ও সরবরাহ স্থিতিশীল রাখার জন্য নিয়মিত বাজার মনিটরিং করা যেতে পারে;

খ) জেলা ও উপজেলা পণ্য বিপণন মনিটরিং কমিটিকে নিয়মিত সভা করার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা যেতে পারে

(২) যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলা পণ্য বিপণন মনিটরিং কমিটির সাথে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের উৎপাদন, মজুদ, স্থানীয় বাজারদর ও সরবরাহ পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে মত বিনিময়

গত ২৭ মার্চ ২০২৪ তারিখ বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সদস্য (বাণিজ্য নীতি বিভাগ) মোঃ ওয়াদুদ হোসেন এবং গবেষণা কর্মকর্তা মোহাম্মদ রায়হান যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলা পণ্য বিপণন মনিটরিং কমিটির সাথে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের উৎপাদন, মজুদ, স্থানীয় বাজারদর ও সরবরাহ পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে মতবিনিময় সভা করেন। এছাড়া পণ্য বিপণন মনিটরিং কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য জেলা প্রশাসক, যশোর এর সাথে সাক্ষাৎ ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, যশোর কার্যালয় এর সহযোগিতায় স্থানীয় বাজার পরিদর্শন করেন। উক্ত মত বিনিময় সভা হতে প্রাপ্ত তথ্য/উপাত্তের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়।

২৭ মার্চ ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলা পণ্য বিপণন মনিটরিং কমিটির সভায় উপস্থিত ছিলেন জনাব ওয়াদুদ হোসেন, সদস্য, বাণিজ্য নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন

ফলের নাম	টাকা/কেজি			
	মোটা	মাঝারি	চিকন (বাসমতি)	সুগন্ধি (পোলাও)
ধান	২৫-২৭	২৮-৩০	৩০-৩২	৩৩-৩৫
চাল	৪২-৪৮	৫০-৫২	৫৫-৬০	৬৫-৭৫

উৎসঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বগুড়া

এছাড়া দেশি পিঁয়াজের মূল্য পাইকারি পর্যায়ে প্রতি কেজি ৪০-৫০ টাকা এবং খুচরা পর্যায়ে ৫০-৬০ টাকা। এছাড়া উপজেলায় প্রায় ২২০ মে.টন পিঁয়াজ মজুদ রয়েছে।

৫। পর্যবেক্ষণসমূহ নিম্নরূপঃ

(ক) যশোর জেলায় অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মজুদ, স্থানীয় বাজারদর ও সরবরাহ পরিস্থিতি স্থিতিশীল রয়েছে ;

(খ) যশোর জেলাসহ উপজেলাসমূহের পণ্য বিপণন মনিটরিং কমিটির সভা আরও নিয়মিত করা প্রয়োজন;

(গ) অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের বাজারদর ও সরবরাহ স্থিতিশীল রাখার জন্য নিয়মিত বাজার মনিটরিং করা যেতে পারে;

০৬। সিদ্ধান্ত:

ক) অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের বাজারদর ও সরবরাহ স্থিতিশীল রাখার জন্য নিয়মিত বাজার মনিটরিং করতে হবে;

খ) যশোর জেলা পণ্য বিপণন মনিটরিং কমিটিকে নিয়মিত সভা করার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয় এবং ঝিকরগাছা উপজেলাসহ অন্যান্য উপজেলায় পণ্য বিপণন মনিটরিং কমিটির সভা আয়োজনের তাগিদ প্রদান করা হয় ;

গ) নিত্যপণ্যের বাজার স্থিতিশীল রাখার জন্য জেলা ও উপজেলা পণ্য বিপণন মনিটরিং কমিটি প্রয়োজনীয় ব্যসস্থা গ্রহণ করবে; এবং

ঘ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে নিত্য পণ্য বিক্রয় নিশ্চিত করতে কমিটি প্রয়োজনীয় তদারকির ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(৩) কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলা পণ্য বিপণন মনিটরিং কমিটির সাথে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের বাজারদর ও সরবরাহ পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে মত বিনিময়

গত ১০ জুন ২০২৪ তারিখ বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের উপ-প্রধান (বাণিজ্য নীতি বিভাগ) জনাব হোসনা আফরোজা এবং গবেষণা কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ রায়হান কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলা পণ্য বিপণন মনিটরিং কমিটির সাথে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের উৎপাদন, মজুদ, স্থানীয় বাজারদর ও সরবরাহ পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন। মতবিনিময় সভায় বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের প্রতিনিধি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রামু উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মোঃ রাশেদুল ইসলাম। উক্ত সভায় রামু উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের চেয়ারম্যানসহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধি, পণ্য বিপণন মনিটরিং কমিটির সদস্য সচিব ও উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকসহ স্থানীয় ব্যবসায়ীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

০২। উক্ত সভায় অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের উৎপাদন, মজুদ, স্থানীয় বাজারদর ও সরবরাহ পরিস্থিতি সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সভায় বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের উপ-প্রধান (বাণিজ্য নীতি বিভাগ) জনাব হোসনা আফরোজা অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন ও পরিবেশক নিয়োগ আদেশ, ২০১১ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সভায় আলোচনান্তে জানা যায় যে, কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলায় অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মজুদ, স্থানীয় বাজারদর ও সরবরাহ পরিস্থিতি স্থিতিশীল রয়েছে। এছাড়া, পণ্য বিপণন ও পরিবেশক নিয়োগ আদেশ, ২০১১ এর অধীন গঠিত উপজেলা পণ্য বিপণন মনিটরিং কমিটির কোন নিয়মিত সভা হয় না। বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের উপ-প্রধান জনাব হোসনা আফরোজা উপজেলা পণ্য বিপণন মনিটরিং কমিটির সভা আয়োজনের বিষয়টি নিয়মিত করার জন্য কমিটির সভাপতি ও সদস্য-সচিবকে অনুরোধ জানান।

০৪। পর্যবেক্ষণসমূহ নিম্নরূপ:

(ক) কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলায় অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মজুদ, স্থানীয় বাজারদর ও সরবরাহ পরিস্থিতি স্থিতিশীল রয়েছে;

(খ) কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলা পণ্য বিপণন মনিটরিং কমিটির সভা নিয়মিত করা প্রয়োজন;

(গ) অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের বাজারদর ও সরবরাহ স্থিতিশীল রাখার জন্য নিয়মিত বাজার মনিটরিং করা যেতে পারে;

০৫। সিদ্ধান্ত:

ক) অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের বাজারদর ও সরবরাহ স্থিতিশীল রাখার জন্য নিয়মিত বাজার মনিটরিং করতে হবে;

খ) কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলা পণ্য বিপণন মনিটরিং কমিটিকে নিয়মিত সভা করতে হবে;

গ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে নিত্য পণ্য (ভোজ্যতেল ও চিনি) বিক্রয় নিশ্চিত করতে কমিটি প্রয়োজনীয় তদারকির ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(৪) অত্যাবশ্যকীয় পণ্য লবণের স্থানীয় উৎপাদন, উৎপাদন ব্যয়, চাষাবাদ ও লক্ষ্যমাত্রার সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার নিমিত্ত কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন লবণ মাঠ পরিদর্শন বিষয়ক প্রতিবেদন

গত ২৭-২৯ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সদস্য (অতিরিক্ত সচিব) জনাব শীষ হায়দার চৌধুরী, এনডিসি ও গবেষণা কর্মকর্তা মোঃ আরিফ হোসেন সমন্বয়ে গঠিত দল কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন লবণ মাঠ পরিদর্শন করেন এবং বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন বিসিকের স্থানীয় কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন। পরিদর্শনকালে দেখা যায় লবনের মৌসুমে শুরু হওয়ায় চাষীরা জমিতে লবণ চাষ শুরু করেছে। বর্তমানে আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় ফলে লবণ চাষ যথাযথভাবে চলছে।

উৎপাদন পরিস্থিতি: বর্তমানে লবণ উৎপাদনে কিছু সমস্যা থাকলে ও তা আগামী মৌসুমের পূর্বেই চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদন হবে বলে বিসিকের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান। বিসিকের তথ্য মতে, এ বছর ৩০শে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত লবণ উৎপাদন হয়েছে মোট ৪৯,৩২৭ হাজার মেট্রিক টন যা গতবছর একই সময় ছিল ১,১৮,৩৬৩ লক্ষ মেট্রিক টন। উৎপাদনের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, লবণ উৎপাদন এর জন্য প্রয়োজনীয় পলিথিন সহ জমির ইজারা মূল্য বর্তমানে বেশি থাকায় গত বছরের তুলনায় এ বছর একই সময়ে প্রায় ৬৯,০৩৭ হাজার মেট্রিক টন লবণ কম উৎপাদন হয়েছে। বিসিকের দেয়া তথ্যমতে গত বছরের তুলনায় এ বছর কম উৎপাদন হলেও, এ বছর নতুন করে লবণ চাষের জমি বৃদ্ধি পাওয়ায় বিসিকের দেয়া তথ্যমতে মৌসুমের শেষ দিকে লবণের মোট উৎপাদন গত বছরের তুলনায় বেশি হবে বলে আশা করা যায়। এ বছর প্রায় ৬৬ হাজার একরের বেশি জমিতে লবণ চাষ হচ্ছে। এছাড়া বিসিকের তত্ত্বাবধানে লবণ চাষের জন্য জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে বাজারমূল্যের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কম দামে লবণ চাষীদের খাস জমি দেয়া হচ্ছে যা মৌসুম শেষে চাহিদা অনুযায়ী লবণ উৎপাদনে ভূমিকা রাখবে।

মজুদ পরিস্থিতি: বিসিকের তথ্য মতে, বর্তমানে মোট মজুদ রয়েছে ৫৩,৯০০ হাজার মেট্রিক টন। এ ছাড়াও মিল ও যা বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত বলে উল্লেখ করা হয়।

২৭-২৯ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সদস্য (অতিরিক্ত সচিব) জনাব শীষ হায়দার চৌধুরী, এনডিসি ও গবেষণা কর্মকর্তা মোঃ আরিফ হোসেন সমন্বয়ে গঠিত দল কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন লবণ মাঠ পরিদর্শন করেন

৬.৫ অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন মনিটরিং সেল এর কার্যক্রম

- অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের পরিবেশক নিয়োগ আদেশ, ২০১১ মোতাবেক গঠিত 'অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন মনিটরিং সেল' বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করে। এ সেলের আওতায় নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের (আন্তর্জাতিক বাজারদরসহ) দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।
- আপদকালীন সংকট মোকাবেলায় পণ্যের মজুদ, সরবরাহ, ইত্যাদির হালনাগাদ তথ্য সরবরাহ;
- নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের বাজারদর স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারদর সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ।

সপ্তম অধ্যায়

প্রকল্প সংক্রান্ত কার্যক্রম

৭.০ কমিশনের কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্প কার্যক্রমের বিবরন

৭.১ বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প

স্বল্পোন্নত দেশ থেকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণে বাণিজ্য সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং রূপকল্প ২০৪১ অর্জনের জন্য বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মানব সম্পদের সক্ষমতা তৈরি করার নিমিত্ত সরকারী অর্থায়নে ৩৬৮.৩৪ লক্ষ টাকার প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০২২ হতে ডিসেম্বর ২০২৪ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ডিপিপিতে ০২টি মাস্টার্স, ০৩টি ডিপোমা, ১০ জনের সংক্ষিপ্ত বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, ০৫টি গবেষণা, ০৯টি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ ও ০৩টি সেমিনার আয়োজনের বিষয় উল্লেখ আছে। প্রকল্পের অগ্রগতি তেমন না হওয়ায় পিআইসি ও পিএসসি সভার সিদ্ধান্ত মতে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডিপিপি সংশোধনের কাজ চলমান রয়েছে। ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত ২টি মাস্টার্স কোর্সকে ডিপোমা কোর্সে রূপান্তরিতসহ কয়েকটি অঙ্গের সংখ্যা ও ব্যয় সংশোধনের প্রস্তাব চলমান রয়েছে। রূপকল্প ২০৪১, অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং রপ্তানি নির্ভর প্রবৃদ্ধি অর্জন লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কার্যকর বাণিজ্য সম্পর্কিত গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং এ সম্পর্কিত তিনটি গবেষণা পরিচালনা এবং দেশীয় শিল্পকে অসাধু বাণিজ্য থেকে রক্ষার জন্য বাণিজ্য প্রতিবিধান ব্যবস্থাসমূহ (এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং, সেইফগার্ড মেজার্স) বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের কর্মকর্তাদের সক্ষমতা তৈরি করবে।

▸ প্রকল্পের বর্তমান অগ্রগতি

ক্র নং	কার্যক্রম	ডিপিপি সংস্থান	এ পর্যন্ত সম্পন্ন	২০২৩-২৪ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা	২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি	মন্তব্য
১	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	০১টি (১০ জন)	০০টি	০১টি	০০টি	বৈদেশিক প্রশিক্ষণের অনুমোদন চেয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে অর্থ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছিল। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন না থাকায় বৈদেশিক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা সম্ভব হয়নি।
২	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	০৯টি	০৩টি	০৩টি	০০টি	২০২৩-২৪ অর্থবছরে ০৩টি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ জুন ২০২৪ এর মধ্যে আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। এপ্রিল ২০২৪ মাসের এডিপি সভার সিদ্ধান্তমতে বিএফটিআই-কে দিয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজনের লক্ষ্যে একক উৎস হতে সেবা ক্রয়ের জন্য কারিগরী ও আর্থিক মূল্যায়নের জন্য পত্র দেয়া হয়েছে। বিএফটিআই-এর আর্থিক ও নেগোশিয়েশন প্রস্তাব ডিপিপি-এর অনুমোদিত বাজেটের অতিরিক্ত হওয়ায় প্রশিক্ষণ আয়োজন করা সম্ভব হয়নি।
৩	গবেষণা	০৫টি	০০টি	০৩টি	০০টি	২০২৩-২৪ অর্থবছরে ০৩টি গবেষণা কার্যক্রম নির্ধারিত থাকলেও তা আয়োজন সম্ভব হয়নি।
৪	সেমিনার	০৩টি	০১টি	০১টি	০১টি	২০২৩-২৪ অর্থবছরে ০১টি সেমিনার ২০ জুন ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।
৫	মাস্টার্স	০২টি	০০টি	০১টি	০০টি	০২টি মাস্টার্স এর জন্য কমিশনের কর্মকর্তাদের নিকট হতে দরখাস্ত আহ্বানের নিমিত্ত বিজ্ঞপ্তি কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশসহ হার্ডকপি কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রেরণ করা হয়। কোন আবেদন পাওয়া যায়নি। তাই কোর্স আয়োজন সম্ভব হয়নি।

ক্র নং	কার্যক্রম	ডিপিপি সংস্থান	এ পর্যন্ত সম্পন্ন	২০২৩-২৪ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা	২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি	মন্তব্য
৬	ডিপ্লোমা	০৩টি	০০টি	০৩টি	০০টি	ডিপ্লোমা কোর্স আয়োজনের অনুমোদন চেয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে অর্থ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। আগ্রহী আবেদনকারী প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ ডিসেম্বর ২০২৩ সময়সীমার মধ্যে আবেদন করার বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশ করা হয়। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন না থাকায় ডিপ্লোমা কোর্স আয়োজন করা সম্ভব হয়নি।

▸ প্রকল্পের সেমিনার আয়োজন

২০ জুন ২০২৪ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার সকাল ৯:৩০ ঘটিকায় বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের আওতায় "Seminar on Evolution of Trade Policy of Bangladesh" শীর্ষক দিনব্যাপি একটি সেমিনার বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইন্সটিটিউট (বিএফটিআই), টিসিবি ভবন (৬ তলা), ১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-এর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব আহসানুল ইসলাম টিটু, এমপি। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর চেয়ারম্যান ড. জাইদি সাত্তার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান আবু হেনা মোঃ রাহমাতুল মুনীম, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাং সেলিম উদ্দিন এবং এফবিসিসিআই-এর সভাপতি মাহবুবুল আলম। সেমিনারে বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইন্সটিটিউট (বিএফটিআই)-এর চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার মোঃ জাফর উদ্দীন, বিজনেজ ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড)-এর চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার ফেরদৌস আরা বেগম, এফবিসিসিআই-এর উপদেষ্টা মনজুর আহমেদ, সাপোর্ট টু সাসটেইনেবল গ্রেজুয়েশন প্রকল্পের কম্পোনেন্ট ম্যানেজার ড. মোস্তফা আবিদ খান। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন।

২০ জুন ২০২৪ তারিখ বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইন্সটিটিউট (বিএফটিআই), টিসিবি ভবন (৬ তলা), ১ কারওয়ান বাজার, ঢাকায় বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের আওতায় "Evolution of Trade Policy of Bangladesh" শীর্ষক দিনব্যাপি একটি সেমিনার এর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর চেয়ারম্যান ড. জাইদি সাত্তার।

অষ্টম অধ্যায়

কমিশনের সাফল্য ও চ্যালেঞ্জসমূহ

৮.১ কমিশনের অর্জিত সাফল্য

- কমিশন কর্তৃক 'The Competition Act' এবং 'The Consumer Protection Act' আইনের প্রথম খসড়া প্রণয়ন
- Transit Trade with India এর বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রনয়ণ
- দেশের একমাত্র সম্পাদিত দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি 'PTA between Bangladesh and Bhutan' এর Feasibility Study প্রণয়ন
- D8-PTA এ তে মূল্য সংযোজন হার ৪০% সংযোজন বিষয়ে প্রতিবেদন
- China কর্তৃক প্রদত্ত ৯৮% শুল্ক মুক্ত কোটা মুক্ত (Duty free Quota free) প্রাপ্তির বিষয়ে প্রতিবেদন
- মনিটরিং সেল কর্তৃক অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মূল্যের নিয়মিত পূর্বাভাস প্রদান
- বাণিজ্য সুবিধা নিয়ে দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠনে কমিশনের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা প্রদান যেমন:-Walton, Runner ইত্যাদি।
- ভারত কর্তৃক বাংলাদেশের রহিম আফরোজ লিমিটেড এর Lead Acid ব্যাটারির উপর এন্টি-ডাম্পিং আরোপ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা
- বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন নেগোসিয়েশনের জন্য পজিসন পেপার প্রণয়ন করা
- দ্বি-পাক্ষিক ও আঞ্চলিক চুক্তির জন্য Request List & Offer List প্রণয়ন
- SAFTA, APTA, BIMSTEC-FTA চুক্তির জন্য খসড়া সুপারিশ প্রণয়ন করা
- Trade Policy Review of Bangladesh (২০০০, ২০০৬, ২০১২ এবং ২০১৯) বিভিন্ন ইস্যুতে সরকারকে পরামর্শ প্রদান
- কমিশন কর্তৃক অদ্যাবধি ৩০ টি PTA/ FTA Feasibility Study Repot প্রণয়ন
- হালনাগাদ ওয়ার্ল্ড ট্রেড ডিরেক্টরি- ২০২৪ প্রণয়ন করা

৮.২ কার্য সম্পাদনে কমিশনের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

- Least Developed Country (LDC) হতে উত্তরণ পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণে কমিশন সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জসমূহ
    - জনবল কাঠামো বৃদ্ধিকরণ
    - কমিশন আইন যুগোপযোগীকরণ
    - কমিশনের নিজস্ব কর্মকর্তার অনুপাত বৃদ্ধিকরণ
- অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক কমিশনের সুপারিশসমূহ যথাযথ বিবেচিত হওয়ার নিশ্চিতকরণ;
- বাণিজ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন নেগোসিয়েশনে কমিশনের কর্মকর্তাগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ বৃদ্ধিকরণ
- আমদানি শুল্ক ছাড়াও অন্যান্য শুল্ক আরোপ বলবৎ থাকায় সুরক্ষা প্রত্যাশী শিল্প প্রতিষ্ঠান এন্টি-ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড শুল্কারোপের জন্য কমিশনে আবেদন করতে উৎসাহ বোধ না করা
- নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের শুল্ক সংক্রান্ত বিষয়ে কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন/এসআরও জারির ক্ষমতা প্রদান

THE PROTECTIVE DUTIES ACT, 1950

পরিশিষ্ট-০১

(ACT NO. LXI OF 1950).

[23rd October, 195]

An Act to enable the immediate imposition of protective duties of customs on imported goods.[1]

WHEREAS it is expedient to enable the Government to impose with immediate effect protective duties of customs on goods produced or manufactured outside Bangladesh and imported into Bangladesh where such imposition is urgently necessary in the interest of industries established in Bangladesh;

It is hereby enacted as follows:-

Short title, extent and commencement

1. This Act may be called the Protective Duties Act, 1950.
(2) It extends to the whole of Bangladesh.
(3) It shall come into force at once.

Powers of Government to impose duties of Customs

2. (1) If the Government is of the opinion that it is urgently necessary to provide for the protection of the interests of any industry established in Bangladesh the Government may, by notification in the official Gazette-

(a) impose on any goods produced or manufactured in any country outside Bangladesh and imported into Bangladesh a duty of customs of such amount and for such period as it thinks fit; or

[2][* * *]

(2) Every duty imposed under sub-section (1) shall be deemed to be a duty leviable under the 3[Customs Act, 1969], and shall be in addition to any duties imposed under that Act or any other law for the time being in force.

Power to alter rates of protective duty and to extend the duration of the protection and the continuance of certain protective duties

3. (1) If, after such enquiry as it thinks necessary the Government is satisfied that the duty imposed on any goods under sub-section (1) of section 2 (altered, where necessary, in the manner hereinafter provided) has become unnecessary or excessive or that it is too low to provide adequate

protection to the industry concerned in Bangladesh, it may, by notification in the official Gazette, reduce or raise the duty to such extent and for such period (which may be extended from time to time but by not more than three years at any one time) as it thinks fit.

(2) On the expiration of the period specified in any notification issued under sub-section (1) of section 2 or sub- section (1) of this section, whichever is the later, there shall be levied and collected on the goods referred to therein customs duty at the rates for the time being in force under the 4[Customs Act, 1969], and the provisions of the said Act and any other law for the time being in force relating to the levy and collection of the duty of customs shall apply accordingly.

(3) [Omitted by section 6 of the Finance Act, 1980 (Act No. XXIII of 1980).]

Powers of the Tariff Commission

5[3A. The Tariff Commission shall have all the powers of a civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908, in respect of the following matters, namely: -

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) requiring the supply of any information and production of any document which may be useful for the conduct of its enquir.

Power to make rules

4. (1) The Government may, by notification in the official

Gazette, make rules for the purpose of carrying into effect the provisions of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power such rules may prescribe the conditions subject to which any goods shall be deemed to be produced or manufactured in a particular country for the purposes of this

Act.

5[Repealed] 5. [Repeal.- Repealed by section 2 and 1st Schedule of the Repealing and Amending Ordinance, 1965 (Ordinance No. X of 1965).]

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জানুয়ারি ২৮, ২০২০

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১৪ মাঘ, ১৪২৬/২৮ জানুয়ারি, ২০২০

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১৪ মাঘ, ১৪২৬ মোতাবেক ২৮ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

২০২০ সনের ০১ নং আইন

বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইন) এর সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০২০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইনের প্রস্তাবনার সংশোধন**।—বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর প্রস্তাবনার পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রস্তাবনা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"যেহেতু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে তাঁহার সরকারের আমলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ফরেন ট্রেড ডিভিশনের ২৮ জুলাই ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখের ADMN-১E-২০/৭৩/৬৩৬ নং রেজুল্যুশনবলে একটি সম্পূর্ণ সরকারি দপ্তর হিসাবে ট্যারিফ কমিশন প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে; এবং

মূল্য : টাকা ৮.০০

যেহেতু বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন প্রতিষ্ঠাকল্পে একটি আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;"।

৩। **১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইনের সংশোধন।**—উক্ত আইনের সর্বত্র উল্লিখিত "বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪। **১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইনের ধারা ৭ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ৭ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৭ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"৭। **কমিশনের কার্যাবলি।**—(১) দেশিয় পণ্য ও সেবা রপ্তানি বৃদ্ধিকল্পে দেশিয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ ও বিকাশে শিল্পপণ্য উৎপাদন ও বিপণনে দক্ষতাবৃদ্ধি, প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি এবং আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে তুলনামূলক সুবিধা (comparative advantage) নিরূপণকল্পে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে কমিশন সরকারকে পরামর্শ প্রদান করিবে, যথা :—

(ক) শুল্কনীতি পর্যালোচনাক্রমে শুল্কহার যৌক্তিকীকরণ;

(খ) আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও বহু-পাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি;

(গ) এন্টি ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং ও সেইফগার্ড সংক্রান্ত আইন ও বিধি অনুযায়ী দেশিয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ;

(ঘ) ট্রানজিট ও ট্রান্সশিপমেন্ট ট্রেড, জিএসপি (Generalized System of Preference), রুলস অব অরিজিন (Rules of Origin) ও অন্যান্য অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য;

(ঙ) শিল্প, বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও শুল্কনীতি প্রণয়ন;

(চ) বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ে উদ্ভূত যে কোনো সমস্যা সমাধানে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ছ) Protective Duties Act, 1950 (Act No. LXI of 1950) এর আলোকে সুনির্দিষ্ট মেয়াদে সংরক্ষণমূলক আমদানি শুল্ক (Protective Duties of Customs) আরোপ;

(জ) শিল্প সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণপূর্বক দেশিয় পণ্য ও সেবার রপ্তানি বৃদ্ধি;

(ঝ) আমদানি ও রপ্তানিযোগ্য পণ্য বা সেবাসমূহের হারমোনাইজড সিস্টেম কোড;

(ঞ) বৈদেশিক বাণিজ্য পরিবীক্ষণ; এবং

(ট) আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তারকারী নীতিমালা ও রীতিনীতি।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান ছাড়াও কমিশন নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পাদন করিবে, যথা :—

(ক) এন্টি-সারকামভেনশন সংক্রান্ত তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা;

(খ) বাংলাদেশ হইতে রপ্তানিকৃত পণ্য ও বাণিজ্যের উপর অন্য দেশ কর্তৃক গৃহীত বাণিজ্য প্রতিবিধান সংক্রান্ত পদক্ষেপ (এন্টি ডাম্পিং, কাউন্টারভেইলিং, সেইফগার্ড মেজার্স ও এন্টি সারকামভেনশন) এর পরিপ্রেক্ষিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত দেশিয় রপ্তানিকারকগণকে সহায়তা প্রদান;

(গ) নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ বাজারদর নিরীক্ষণ ও পর্যালোচনা;

(ঘ) বিশ্ব-বাণিজ্য সংস্থার আওতায় বিভিন্ন বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তিতে সরকারকে সহায়তা প্রদান;

(ঙ) বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ, ডাটাবেজ সংরক্ষণ, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ এবং জনস্বার্থে উক্ত তথ্যসমূহ সরকার ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ;

(চ) অন্যান্য দেশের সহিত বাংলাদেশের অগ্রাধিকারমূলক বা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাব্যতা যাচাই এবং এতদসংক্রান্ত চুক্তির ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর সম্ভাব্য প্রভাব মূল্যায়ন;

(ছ) সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প, ভোক্তা ও জনসাধারণের স্বার্থ বিবেচনার উদ্দেশ্যে গণ শুনানির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ চিহ্নিতকরণ;

(জ) দেশিয় শিল্প ও বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অংশীজনদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ; এবং

(ঝ) দেশিয় শিল্প ও বাণিজ্যের স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা বা সমীক্ষা পরিচালনা।

(৩) এই ধারার অধীন পেশকৃত সুপারিশ বাস্তবায়নের ফলে সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প, ভোক্তা ও জনসাধারণের স্বার্থ বিবেচনা করিয়া কমিশন ক্ষতি লাঘবের জন্য, উহার মতে প্রয়োজনীয় সুপারিশ সরকারের নিকট পেশ করিবে;

(৪) এই ধারার অধীন কমিশন কর্তৃক পেশকৃত সুপারিশকে সরকার স্বীকৃতি দিবে এবং যথাযথভাবে বিবেচনা করিবে"।

৫। **১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইনের ধারা ৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৮ এর বিদ্যমান বিধান উপ-ধারা (১) হিসাবে সংখ্যায়িত হইবে এবং উক্তরূপে সংখ্যায়িত উপ-ধারা (১) এর পর নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) সংযোজিত হইবে, যথা :—

"(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন তদন্তের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের গোপনীয়তা নিশ্চিত করিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, প্রাপ্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি সাপেক্ষে প্রকাশ করা যাইবে।"।

৬। **১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইনের ধারা ১২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১২ এর উপ-ধারা (১) এর পর নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) সংযোজিত হইবে, যথা :—

"(২) গবেষণা বা সমীক্ষা কাজে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে কমিশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরামর্শক ও গবেষণা সহায়তাকারী নিয়োগ করিতে পারিবে।"।

ড. জাফর আহমেদ খান
সিনিয়র সচিব।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুলাই ৪, ২০২৪

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২০ আষাঢ়, ১৪৩১/০৪ জুলাই, ২০২৪

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২০ আষাঢ়, ১৪৩১ মোতাবেক ০৪ জুলাই, ২০২৪ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:—

২০২৪ সনের ০৮ নং আইন

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২(১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০২৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।**—বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২(১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর দফা (চ) এ দুইবার, উল্লিখিত "সচিব" শব্দের পরিবর্তে উভয় স্থানে "পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)" শব্দগুলি ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

(২০৮৯৩)
মূল্য : টাকা ৪.০০

৩। **১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইনের ধারা ১০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১০ এর উপধারা (২) এ উল্লিখিত "সচিব" শব্দের পরিবর্তে "পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)" শব্দগুলি ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪। **১৯৯২ সনের ৪৩ নং আইনের ধারা ১১ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১১ এর উপান্তটীকা ও উপধারা (১), (২) ও (৩) এ উল্লিখিত "সচিব" শব্দের পরিবর্তে প্রত্যেক স্থানে "পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)" শব্দগুলি ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

কে, এম, আব্দুস সালাম
সিনিয়র সচিব।

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

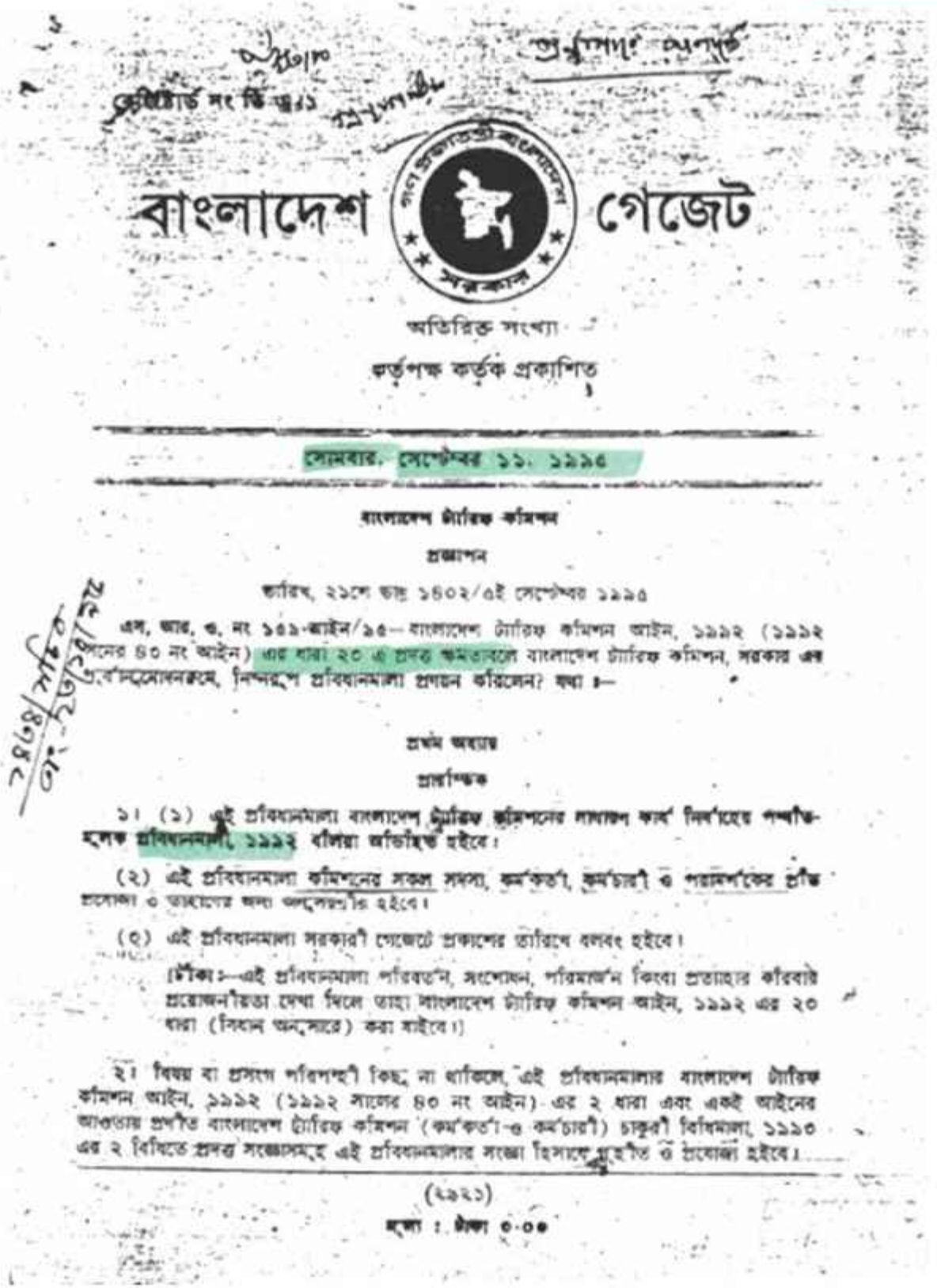

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, সেপ্টেম্বর ১১, ১৯৯৫

বাংলাদেশ টারিফ কমিশন

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২১শে ভাদ্র ১৪০২/৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৫

এস, আর, ও, নং ১৪১-আইন/৯৫—বাংলাদেশ টারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ৪০ নং আইন) এর ধারা ২৩ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ টারিফ কমিশন, সরকার এর পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিলেন, যথা :—

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। (১) এই প্রবিধানমালা বাংলাদেশ টারিফ কমিশনের সাধারণ কার্য নির্বাহের পদ্ধতি-সংক্রান্ত প্রবিধানমালা, ১৯৯২ বলিয়া অভিহিত হইবে।

(২) এই প্রবিধানমালা কমিশনের সকল সদস্য, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও পরামর্শকের প্রতি প্রযোজ্য ও তাহাদের জন্য অনুসরণীয় হইবে।

(৩) এই প্রবিধানমালা সরকারী গেজেটে প্রকাশের তারিখে বলবৎ হইবে।

[টীকা :—এই প্রবিধানমালা পরিবর্তন, সংশোধন, পরিমার্জন কিংবা প্রত্যাহার করিবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে তাহা বাংলাদেশ টারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ এর ২৩ ধারা (বিধান অনুসারে) করা যাইবে।]

২। বিষয় বা প্রসংগ পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায় বাংলাদেশ টারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সালের ৪০ নং আইন) এর ২ ধারা এবং একই আইনের আওতায় প্রণীত বাংলাদেশ টারিফ কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী বিধিমালা, ১৯৯৩ এর ২ বিধিতে প্রদত্ত সংজ্ঞাসমূহ এই প্রবিধানমালার সংজ্ঞা হিসাবে গ্রহণীত ও প্রযোজ্য হইবে।

(২৯২১)

মূল্য : টাকা ৩.০০

দ্বিতীয় অধ্যায়

অনুরোধ ও আবেদনাদির উৎস এবং স্বতঃপ্রণোদিত কর্ম

৩। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ এর ৭ ধারার আওতাধীনে কমিশন সাধারণতঃ সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগ, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, শিল্প ও বণিক সমিতি, উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এবং আমদানীকারক, রপ্তানীকারক, ভোক্তাদের প্রতিষ্ঠান বা অনুরূপ ব্যক্তিবর্গ বা ব্যক্তি হইতে ট্যারিফ, ট্যারিফ মূল্য, অ-ট্যারিফ বহির্ভূত কার্যক্রম, দেশীয় শিল্পের প্রতিরক্ষণ, বিদেশ হইতে কম মূল্যে পণ্যাদি আমদানীকরণ বিষয়ে বা এইসবের সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে আবেদন ও অনুরোধ বিবেচনা করিবেন। এই প্রক্রিয়ায় বেনামি আবেদন বা অনুরোধ পত্র সাধারণতঃ বিবেচনা করা হইবে না। ইহা ছাড়া কমিশন স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২, the Protective Duties Act, 1950 (LXI of 1950) ও অন্যান্য আইন বা সরকারের নির্বাহী নির্দেশক্রমে ও প্রচলিত আইন অনুযায়ী ট্যারিফ কমিশনের এক্তিয়ারভুক্ত বা কর্ম পরিধি বা দায়িত্বের সহিত সম্পৃক্ত যে কোন বিষয়ে গবেষণা, অনুসন্ধান, নিরীক্ষণ, বিশ্লেষণ ও সুপারিশ প্রণয়নের কাজ হাতে লইতে পারিবে।

৪। প্রাপ্ত আবেদন বা অনুরোধে বিবৃত বা কমিশনের কোন বিভাগ বা শাখা কর্তৃক স্বতঃপ্রণোদিতভাবে উত্থাপিত বিষয়ে কমিশন উহার অভ্যন্তরে প্রাথমিকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করিবে। এইরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণের পর বিষয়টি কমিশনের সংশ্লিষ্ট সদস্যের মাধ্যমে কমিশনের চেয়ারম্যানের কাছে উপস্থাপিত করা হইবে। চেয়ারম্যান উপস্থাপিত বিষয়ে নিম্নবর্ণিত যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন:

(ক) বিষয়টি তাঁহার বিবেচনায় যথাযথভাবে স্পষ্ট কিংবা জরুরী হইলে তিনি উপস্থাপিত তথ্যাদি বিশ্লেষণের আলোকে এই বিষয়ে কমিশনের অবস্থান, মতামত বা সুপারিশ চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করিবেন এবং ইহার আলোকে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের নিকট পরামর্শ দিবেন;

(খ) বিষয়টি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে কমিশনের অভ্যন্তরে গভীরভাবে বিবেচনা ও কমিশনের সকল বা অন্যান্য সদস্যদের সহিত আলোচনার যোগ্য হিসাবে তিনি মনে করিলে বিষয়টি কমিশনের সভায় উপস্থাপিত করিবার জন্য কমিশনের সংশ্লিষ্ট সদস্য ও সচিবকে নির্দেশ দিবেন;

(গ) বিষয়টি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে আন্তঃমন্ত্রণালয় বা বিভাগীয় পর্যায়ে আলোচনার জন্য যোগ্য বলিয়া চেয়ারম্যান বা ক্ষেত্রবিশেষে কমিশনের সভা কর্তৃক বিবেচিত হইলে কমিশনের স্থায়ী কমিটিতে তৎসম্পর্কে কমিশনের দৃষ্টিভঙ্গিক নির্ধারণ বা সুপারিশ প্রণয়নের জন্য নির্দেশ দিতে হইবে;

(ঘ) বিষয়টি গণগুরুত্ববিশিষ্ট ও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিবেচনার যোগ্য মনে করিলে চেয়ারম্যান বা কমিশনের সভা বিষয়টির উপর গণশুনানী অনুষ্ঠিত করিবার জন্য কমিশনের সচিবকে নির্দেশ দিবেন;

(ঙ) বিষয়টি সম্পর্কে কমিশন কর্তৃক অধিকতর অনুসন্ধান, নিরীক্ষণ বা বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে বলিয়া তাঁহার কাছে মনে হইলে চেয়ারম্যান বা কমিশনের সভা অনুরূপ অনুসন্ধান, নিরীক্ষণ বা বিশ্লেষণের জন্য সংশ্লিষ্ট সদস্যকে নির্দেশ দিবেন।

তৃতীয় অধ্যায়

কমিশনের সভা

৫। (১) কমিশনের সভা বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ এর ১০ ধারা অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হইবে। এই সভায় উপস্থাপিত বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনার পর সাধারণতঃ মতৈক্যের ভিত্তিতে কমিশন সুপারিশ প্রণয়ন কিংবা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। আলোচনাক্রমে মতৈক্যে পৌঁছাতে না পারিলে সুপারিশ বা সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে নেওয়া হইবে। এই প্রক্রিয়ায় কোন ক্ষেত্রে সমান ভোট পড়িলে, চেয়ারম্যান অতিরিক্ত একটি ভোট বা কাস্টিং ভোট দিতে পারিবেন। প্রয়োজনবোধে সদস্য বিশেষ তাঁহার ভিন্নমত লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন। এই উপস্থাপনা প্রক্রিয়ায় কমিশনের সংশ্লিষ্ট সদস্য কর্মপত্র তৈরীর দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) কর্মপত্র ন্যূনপক্ষে সভার ২৪ ঘন্টা আগে সকল সদস্যের কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে। এই সকল সভার কার্যবিবরণী কমিশনের সচিব প্রণয়ন ও রক্ষণ করিবেন।

(৩) এই সকল সভার কার্যবিবরণীর অনুলিপি ক্রম অনুযায়ী সালওয়ারী কমিশনের গ্রন্থাগারে রক্ষিত হইবে এবং উহা, কমিশন কর্তৃক এতদবিষয়ে ক্ষমতা প্রদত্ত কর্মকর্তার অনুমতি সাপেক্ষে, জনসাধারণের দেখার জন্য উন্মুক্ত থাকিবে।

চতুর্থ অধ্যায়

স্থায়ী কমিটি

৬। (১) বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ এর ১৩ ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত ও সংশ্লিষ্ট বিষয় কমিশনকে আলোচনাভিত্তিক, পর্যবেক্ষণমূলক বা বিশ্লেষণাত্মক সহায়তা প্রদান করিবার লক্ষ্যে কমিশনের একটি স্থায়ী কমিটি থাকিবে।

(২) স্থায়ী কমিটি নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে:

(ক) কমিশনের চেয়ারম্যান	— চেয়ারম্যান
(খ) কমিশনের সদস্যগণ	— সদস্য
(গ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য (শুল্ক)	— সদস্য
(ঘ) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত ১ জন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	— সদস্য
(ঙ) শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত ১ জন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	— সদস্য
(চ) অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত ১ জন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	— সদস্য
(ছ) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত ১ জন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা	— সদস্য
(জ) বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক মনোনীত ১ জন সদস্য	— সদস্য
(ঝ) কমিশনের সচিব	— সদস্য-সচিব।

(৩) উপরোক্ত সদস্যগণ ছাড়াও বিবেচনীয় বিষয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠান/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর এর একজন প্রতিনিধিকে স্থায়ী কমিটির এড-হক সদস্য হিসাবে কমিটির সংশ্লিষ্ট সভায় উপস্থিত থাকার ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করিতে দেওয়া যাইবে।

(৪) স্থায়ী কমিটির সভায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কর্মপত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে কমিশনের সংশ্লিষ্ট সদস্য দায়িত্ব পালন করিবেন। কর্মপত্র সংশ্লিষ্ট সভার জন্য ধার্যকৃত সময়ের ন্যূনপক্ষে ২৪ ঘণ্টা আগে সংশ্লিষ্ট সদস্যদের কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে।

(৫) বিস্তারিতভাবে আলোচনার পর সাধারণতঃ মতৈক্যের ভিত্তিতে স্থায়ী কমিটি উহার সুপারিশ প্রণয়ন করিবে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে। প্রয়োজনবোধে যে কোন সদস্য তাঁহার ভিন্নমত লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন।

(৬) স্থায়ী কমিটির কার্যবিবরণী কমিশনের সচিব লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করিবেন। বৎসরান্তে এই সকল কার্যবিবরণী ক্রম অনুযায়ী গুছনা করিয়া সচিব কমিশনের গ্রন্থাগারে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিবেন।

পঞ্চম অধ্যায়

জনমত, গণশুনানী ইত্যাদি

৭। কমিশন কর্তৃক জনমত যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে গণশুনানী অনুষ্ঠান প্রক্রিয়ায় নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি সাধারণতঃ অনুসরণ করা হইবে:—

(ক) গণশুনানীতে কমিশনের চেয়ারম্যান কিংবা তাঁহার অবর্তমানে কমিশনের জ্যেষ্ঠতম সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন;

(খ) যে বিষয়ে গণশুনানী অনুষ্ঠিত হইবে সেই বিষয়ে গণশুনানীর তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করিয়া ৩টি জাতীয় দৈনিকে গণশুনানী অনুষ্ঠিত হওয়ার বিজ্ঞপ্তি কমিশনের সচিবের দস্তখতে জারী ও প্রকাশিত করা হইবে; এই বিজ্ঞপ্তি গণশুনানী অনুষ্ঠিত হওয়ার ৭ কর্মদিবস আগে প্রকাশিত হইবে;

(গ) গণশুনানী বিজ্ঞপ্তি জারী ও প্রকাশনার দিন হইতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কমিশন কর্তৃক প্রণীত কর্মপত্র গণশুনানীর বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/শিল্প ও বণিক সমিতি/সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গের কাছে তাহাদের তরফ হইতে লিখিত অনুরোধের বিপরীতে বিতরণ করা হইবে; এই প্রক্রিয়ায় কর্মপত্র তৈরীর ব্যয়ানুক কমিশন কর্মপত্রের মূল্য হিসেবে আদায় করিতে পারিবে;

(ঘ) গণশুনানীর বিজ্ঞপ্তি জারী ও প্রকাশিত হওয়ার পরে এবং গণশুনানী অনুষ্ঠিত হওয়ার আগে গণশুনানীর বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গ তাহাদের লিখিত বক্তব্য ও মন্তব্য কমিশনের সচিবের কাছে পাঠাইতে পারিবেন; গণশুনানীর দিনে এইসব বক্তব্য ও মন্তব্যের সার-সংক্ষেপ বা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ তাঁহারা মৌখিকভাবে উপস্থাপন করিতে পারিবেন; শুনানীর আগে লিখিত বক্তব্য ও মন্তব্য ব্যতিরেকেও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি গণশুনানীর দিনে স্ব-স্ব বক্তব্য/মন্তব্য উপস্থাপিত করিতে পারিবেন;

(ঙ) চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে ক্ষেত্রবিশেষে সংশ্লিষ্ট গণশুনানীর অনধিক ৩ কর্মদিবসের মধ্যে ঐ গণশুনানীতে উত্থাপিত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি অনুপূরক বা সম্পূরক লিখিত বক্তব্য/মন্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ পাইবেন;

(চ) গণশুনানীতে কমিশনের সকল সদস্য ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারী উপস্থিত থাকিবেন; গণশুনানীর কার্যবিবরণী কমিশনের সচিব লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করিবেন; সালওয়ারী গণশুনানীর কার্যবিবরণীর অনুলিপি কমিশনের গ্রন্থাগারে রক্ষিত হইবে এবং জনসাধারণের দেখার জন্য সকল কর্মদিবসে উন্মুক্ত থাকিবে;

(ছ) গণশুনানীতে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ এর ৭(২) ধারা অনুযায়ী কমিশন অন্যান্য বিষয়াবলীর মধ্যে বাজার অর্থনীতি, অর্থনৈতিক পরিবেশ, দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ও শুল্ক চুক্তি এবং জনমত যথাযথভাবে বিবেচনা করিবে; গণশুনানীতে কমিশনের চেয়ারম্যান যথাসম্ভব সংশ্লিষ্ট সকলকে তাহাদের বক্তব্য/মন্তব্য উপস্থাপন করিবার সুযোগ দিবেন, উত্থাপিত বিষয়ে যদি বিতর্কের অবকাশ থাকে কিংবা বিতর্কের দাবী উত্থাপিত হয়, তাহা হইলে যথাসম্ভব সময়ের লভ্যতা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিবর্গের মাঝে উত্থাপিত বিষয়ে বিতর্ক পরিচালনার অবকাশও কমিশনের চেয়ারম্যান রাখিবেন;

(জ) গণশুনানী অনুষ্ঠিত হওয়ার পরবর্তী অনধিক ১০ কর্মদিবসের মধ্যে উত্থাপিত বিষয়ে বক্তব্য/মন্তব্য কমিশন বিশ্লেষণ ও বিবেচনা করিয়া উহার প্রতিবেদন ও সুপারিশ প্রণয়ন করিবেন; কমিশন উহার প্রতিবেদন ও সুপারিশ প্রণয়নে গণশুনানীতে উপস্থাপিত তথ্য ও বিষয়াবলী ছাড়াও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সহিত সম্পৃক্ত তথ্য ও বিবেচনা করিতে পারিবে; প্রণীত প্রতিবেদন ও সুপারিশ যথাসম্ভব দ্রুততার সহিত সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় বাস্তবায়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শসহ পাঠানো হইবে; প্রতিবেদন ও সুপারিশের অনুলিপি গণশুনানীর কার্যবিবরণী ট্যারিফ কমিশনের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত ও জনসাধারণের দেখার জন্য উন্মুক্ত থাকিবে;

(ঝ) গণশুনানীর কার্যবিবরণী, শুনানীতে উপস্থাপিত পত্রাদি এবং কমিশনের প্রতিবেদন ও সুপারিশ যথাসময়ে কমিশন প্রকাশ করিবে এবং যথাসম্ভব ব্যয়-মূল্যে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য লভ্য করিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

নিরীক্ষণ, তদন্ত, অনুসন্ধান ইত্যাদি

৮। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অধিকতর নিরীক্ষণ, তদন্ত, অনুসন্ধান বা পর্যালোচনার উচ্চতর দায়িত্ব কমিশনের সংশ্লিষ্ট সদস্য পালন করিবেন। এই ক্ষেত্রে সাধারণতঃ তিনি নিম্নেবর্ণিত সূত্রাদি অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন:

(ক) বিষয়টির প্রকৃতি ও গুরুত্বের আলোকে তিনি তাঁহার অধীনস্থ মুখ্য-প্রধান/উপ-প্রধানকে কি প্রেক্ষিত ও দৃষ্টিকোণ হইতে নিরীক্ষণ, তদন্ত বা অনুসন্ধান বা পর্যালোচনা করা হইবে তাহা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়া প্রয়োজনীয় নিরীক্ষণ, তদন্ত, অনুসন্ধান বা পর্যালোচনা সম্পন্ন করিতে নির্দেশ দিবেন; তাঁহার বিবেচনায় যথার্থ হইলে তিনি এই লক্ষ্যে দুই বা ততোধিক কর্মকর্তাসহ একটি টিম গঠন করিয়া দিতে পারিবেন;

(খ) অনুরূপভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা টিম যথাসম্ভব শীঘ্র নির্দেশিত কর্ম সমাপন করিয়া তাঁহার/তাঁহাদের প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট সদস্যের কাছে দিবেন; এইরূপ কর্ম সমাপন প্রক্রিয়ায় কোন শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান/অনুসন্ধান বা তদন্তের ক্ষেত্র

সংশ্লিষ্ট টিম বা কর্মকর্তা-বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২ এর ৯ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতার অধিকারী থাকিবেন; এই কর্ম সমাপনে অনধিক ১০ কর্মদিবসের বেশী প্রয়োজন হইলে ১০ কর্মদিবসের পরপরই কি কারণে বেশী সময় লাগিবে তাহা উল্লেখ করিয়া সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা টিম সংশ্লিষ্ট সদস্যের অনুমতি চাইবেন; অনুমতি দেওয়ার সময়ে সংশ্লিষ্ট সদস্য অনুমোদিত অতিরিক্ত কর্ম দিবসের সংখ্যা নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন; অধিকাংশ বিষয়ে নিরীক্ষণ, তদন্ত, অনুসন্ধান বা পর্যালোচনা ১০ কর্মদিবসের মধ্যে সম্পন্ন হইবে; অর্পিত কাজ সমাপনের জন্য ২০ কর্মদিবসের বেশী সময় প্রয়োজন হইলে অতিরিক্ত সময়ের জন্য সংশ্লিষ্ট সদস্য চেয়ারম্যানের অনুমতি গ্রহণ করিবেন; সংশ্লিষ্ট সদস্য তাঁহার বিশ্লেষণ/মতামতসহ প্রতিবেদিত বিষয়টি তাঁহার পর্যায়ে নিষ্পন্ন করিবেন বা প্রয়োজন হইলে চেয়ারম্যানের কাছে সিদ্ধান্ত/নির্দেশের জন্য উপস্থাপন করিবেন;

(গ) অনুরূপ নিরীক্ষণ, তদন্ত, অনুসন্ধান বা পর্যালোচনার ভিত্তিতে গৃহীত সুপারিশ বা মতামত যথাসম্ভব সত্বর বাস্তবায়ন বা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে সরকারের নিকট প্রেরণ করা হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন

৯। (১) প্রবিধান ৭(জ) বা ৮(গ) এর অধীনে কোন সুপারিশ বা মতামত সরকারের নিকট প্রেরণের সময় কমিশন এইমর্মে অনুরোধ করিবে যে, অনধিক ১৫ দিনের মধ্যে সরকার যেন উহার সিদ্ধান্ত কমিশনকে অবহিত করে এবং উক্ত সুপারিশ বা মতামত গ্রহণ না করিবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কারণও উল্লেখ করে। কমিশন ও কোন মন্ত্রণালয় বা বিভাগের মধ্যে দ্বিমতের ক্ষেত্রে, কমিশনসহ আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক বা প্রয়োজনে চূড়ান্ত বিবেচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য মন্ত্রিপরিষদের অর্থ বিষয়ক উপ-কমিটির নিকট পেশ করিবার জন্য এবং উক্ত কমিটিতে কমিশনের প্রতিনিধিকে প্রেরণের জন্য কমিশন সরকারের নিকট অনুরোধ করিবে।

(২) প্রতি বছর কমিশন সরকারের কাছে দেয় প্রতিবেদনে কোন্ কোন্ মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কর্তৃপক্ষ কমিশনের কি কি সুপারিশ গ্রহণ করিয়াছে বা না করিয়াছে এবং কি কি সুপারিশের উপর মন্ত্রী পরিষদের অর্থ বিষয়ক কমিটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিয়াছে তাহা উল্লেখ করিবে।

অষ্টম অধ্যায়

গবেষণামূলক কার্যাবলী

১০। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন আইন, ১৯৯২, এর ৭ ধারায় বিবৃত কার্যাবলী বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণার কাজ কমিশন প্রয়োজন ও সময় অনুযায়ী সম্পন্ন করিবে। এই কর্ম সম্পাদন প্রক্রিয়ার নিম্নেবর্ণিত পদ্ধতি সাধারণভাবে অনুসরণ করা হইবে:

(ক) প্রতি বছরের জুন ও ডিসেম্বর মাসে কমিশন উহার সভায় সংশ্লিষ্ট ৬ মাসের মধ্যে সমাপনীয় গবেষণামূলক কাজ নির্ধারণ করিবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ কর্তৃক তাহা যথাসময়ে সমাপনের নিমিত্তে তাঁহাদের মধ্যে বিভাজন করিয়া দিবে;

(খ) কমিশনে কর্মরত সকল পর্যায়ের কর্মকর্তার তরফ হইতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করিবার প্রস্তাব দফা (ক) তে উল্লেখিত সভায় বিবেচনা করিবার জন্য উপস্থাপিত করা হইবে;

(গ) গবেষণা কর্মের প্রস্তাব প্রক্রিয়াজাতকরণ, গবেষণা কর্ম তত্ত্বাবধান ও উপস্থাপনা সমন্বয় করিবার জন্য কমিশনের চেয়ারম্যান একজন সদস্যকে সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব দিবেন;

(ঘ) কমিশনের সভায় সমাপ্ত গবেষণা কর্ম জনস্বার্থে প্রকাশনীয় বলিয়া বিবেচিত হইলে কমিশন উক্ত কর্ম সংশ্লিষ্ট লেখক/গবেষককে স্বীকৃতি দিয়া মুদ্রণ ও প্রকাশের ব্যবস্থা করিবে; সকল গবেষণা কর্ম মুদ্রিত বা প্রয়োজনে চিত্রায়িত আকারে কমিশনের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত করা হইবে; কমিশনের গ্রন্থাগারে যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এই গবেষণা কর্ম দেখার সুযোগ পাইবেন;

(ঙ) প্রকাশিত গবেষণা কর্মের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/বাণিজ্য ও শিল্প সমিতির অবগতি ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উহাদের নিকট বিতরণ করা যাইতে পারে।

নবম অধ্যায়

অন্যান্য সাধারণ বিধানাবলী

১১। (১) কমিশনের সংশ্লিষ্ট সদস্য তাঁহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে তাহাকে সহায়তা করিবার লক্ষ্যে, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মধ্যে কমিশনের বিভাজিত কাজের আলোকে বন্টন করিবেন।

(২) সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর জন্য জব কার্ড প্রস্তুত করা হইবে। অর্পিত দায়িত্ব পালনে ইপ্সিত দ্রুততা ও উৎকর্ষ অর্জনের লক্ষ্যে প্রত্যেক সদস্য তাঁহার অধীনস্থ কর্মকর্তাদের সংগে প্রতি সপ্তাহের প্রথম দিনে অনানুষ্ঠানিক সভায় মিলিত হইবেন। এই সভায় বিগত সপ্তাহের কাজের হিসাব এবং পরবর্তী সপ্তাহের কাজের বিভাজন করা হইবে; বিভাজিত কাজ ইপ্সিত সময়ে সম্পন্ন করিবার লক্ষ্যে সকল সদস্য, যুগ্ম-প্রধান, সচিব ও উপ-প্রধান অসম্পূর্ণ কাজের তালিকা রক্ষণ ও ব্যবহার করিবেন।

(৩) কমিশনের এক বিভাগ হইতে অন্য বিভাগে সাধারণতঃ কোন পত্র লেখা হইবে না; প্রয়োজনবোধে এক বিভাগের কর্মকর্তা অন্য বিভাগের কর্মকর্তার সহিত আলোচনা করিয়া সমস্যার সমন্বয় করিবেন এবং প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট নথিতে তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৪) কমিশনের কার্যাবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/প্রতিষ্ঠানের নিকট অনানুষ্ঠানিক পত্র লেখার ব্যাপারে সহকারী প্রধান এবং তদূর্ধ্ব কর্মকর্তাগণ কমিশনের তরফ হইতে আনুষ্ঠানিক পত্র লেখার বা কমিশনের অবস্থান জানানোর জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার হিসাবে (Authorised Officer) বিবেচিত হইবেন। অনানুষ্ঠানিকভাবে চিঠি গবেষণা কর্মকর্তা পদস্থ কর্মকর্তাগণ লিখিতে পারিবেন।

(৫) কমিশনের সকল কর্মকর্তা টাইপ রাইটার ও কম্পিউটার ব্যবহারে পারদর্শী হইবেন। এই লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক সময় সময় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হইবে। কমিশনের উচ্চতর কর্মকর্তাবৃন্দ নবনিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ ব্যক্তিগতভাবে তত্ত্বাবধান করিবেন। কমিশনের কোন বিভাগ/উপ-বিভাগ/শাখায় কর্মকর্তা/কর্মচারী নিযুক্ত বা বদলি হইয়া আসিলে ঐ বিভাগ/উপ-বিভাগ/শাখার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ তাহাকে ঐ বিভাগ/উপ-বিভাগ/শাখার কার্যাবলী সম্পর্কে অবগত করিবেন।

(৬) কমিশনের কর্মকর্তাদিগকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো, বিনিয়োগ বোর্ড, রপ্তানী প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা, বাংলাদেশ ব্যাংক, উন্নয়ন অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান, বিনিয়োগ কোম্পানী এবং শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের কার্যাবলী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ দেওয়া হইবে। এই উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ বা সংশ্লিষ্ট কর্মসূচী হাতে নেওয়া যাইতে পারে। ইহাছাড়া সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদিগকে কমিশনের অনুসন্ধানের আওতায় নির্বাচিত কৃষি উৎপাদন ইউনিট ও শিল্প ইউনিটে পাঠানোর সুযোগ ও সুবিধাদি দেওয়া হইবে।

(৭) নতুন গবেষণা পদ্ধতি বা গবেষণার নির্যাস সম্পর্কে কমিশনের কর্মকর্তাদিগকে অবহিত করিবার লক্ষ্যে কমিশন সময়ে সময়ে সেমিনার, আলোচনা ও কর্মশালার আয়োজন করিবে; ইহাছাড়া কমিশনের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক সম্পাদিত অনুসন্ধান বা গবেষণামূলক কর্ম উপস্থাপনার আয়োজনও কমিশন করিবে।

(৮) কমিশনের সকল বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ সার্বিকভাবে টিম হিসাবে যথাযথ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত সকল দায়িত্ব পালন করিবেন; এই প্রেক্ষিতে কমিশনের যে কোন কাজ সমাপন করিবার দায়িত্ব যে কোন কর্মচারী-কর্মকর্তাকে দেওয়া যাইতে পারে।

(৯) কমিশনের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী জনসাধারণের সহিত সুশীল ব্যবহার করিবেন ও নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্যপূর্ণ কর্মপরিবেশ গড়িয়া তুলিবেন ও প্রসারিত করিবেন।

বাংলাদেশ টারিফ কমিশনের আদেশক্রমে

আবদুল হামিদ চৌধুরী

চেয়ারম্যান।

মোঃ মিজানুর রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুর রশীদ সরকার, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ শাখা
ঢাকা।

নং বাম/প্র-২/টিসি/৩(৫)/৯০(অংশ-১)/ তারিখঃ ০৪-০২-১৯৯৩ইং / ২২-১০-১৩৯৯ বাংলা

প্রেরক : মোঃ আবদার আলী খান,
সহকারী সচিব।

প্রাপক : প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা,
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়,
৩১/বি, তোপখানা রোড, ঢাকা।

বিষয় : বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন এর জনবলের মঞ্জুরী।

মহোদয়,

উপরোক্ত বিষয়ে আদিষ্ট হইয়া এই মন্ত্রণালয়ের ১৭/৭/৮৩ইং তারিখের আদেশ নং ২০/৮৩/প্রঃ-৩/৭৪৪ অতিক্রম পূর্বক এই মন্ত্রণালয়ের ১৭/১১/৯২ইং তারিখের প্রজ্ঞাপন নং বাম/প্র-৩/৩(১)/৯৪/৬০৭ মারফত পুনর্গঠিত বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন এর নিম্নলিখিত পদগুলি পার্শ্বে বর্ণিত সংখ্যা ও বেতনক্রমে স্থায়ীভাবে সৃজনে সরকারী মঞ্জুরী জ্ঞাপন করিতেছি :-

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদসংখ্যা	বেতনক্রম
১	২	৩	৪
১।	চেয়ারম্যান (সরকারের সচিব পদমর্যাদা)	✓১ (এক)	১০,০০০ (নির্ধারিত)
২।	সদস্য (অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদা/ যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদা)	✓৩ (তিন)	৭৮০০-৬X২০০-৯০০০
৩।	যুগ্ম-প্রধান	✓৪ (চার)	-ঐ-
৪।	সচিব	✓১ (এক)	৬৩০০-১০X১৭৫-৮০৫০
৫।	সিস্টেম এনালিস্ট	✓১ (এক)	-ঐ-
৬।	উপ-প্রধান	✓৮ (আট)	-ঐ-
৭।	সহকারী প্রধান	✓৮ (আট)	৪৮০০-১৪X১৭৫-৭২৫০
৮।	গবেষণা কর্মকর্তা	✓৮ (আট)	২৮৫০-৭X১২৫-৩৭২৫-ইবি-১১X১৫০-৫৩৭৫
৯।	একান্ত সচিব	✓১ (এক)	-ঐ-
১০।	সহকারী সচিব (প্রশাসন)	✓১ (এক)	-ঐ-
১১।	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	✓১ (এক)	-ঐ-

(চলমান পাতা-২)

=: ২ :=

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	বেতন স্কেল
১	২	৩	৪
১২।	লাইব্রেরিয়ান	✓১ (এক)	১৮৫০-৭X১২০-৩৭২০-ইবি-১১X১৩০-৫১০০
১৩।	শারীরিক শিক্ষক এন্ড শারীরিকেশন অফিসার	✓১ (এক)	-ঐ-
		মোট=৩১ (একত্রিশ) টি	
১৪।	প্রধান সহকারী	✓১ (এক)	১৩৫০-৭X১০০-২২৫০-ইবি-১১X১৩০-৩৬৮০
১৫।	অফিস সহকারী	✓৪ (চার)	১০৭৫-৫X৯০-১৫০০-ইবি-১১X৯০-২৫০০
১৬।	সাঁটলিপিকার	✓৫ (পাঁচ)	-ঐ-
১৭।	সাঁটমুদ্রাক্ষরিক	✓৪ (চার)	১০৭৫-৫X৮০-১৫০০-ইবি-১১X৮০-২৪৮০
১৮।	উচ্চমান সহকারী	✓২ (দুই)	-ঐ-
১৯।	উচ্চমান সহকারী কাম-হিসাব রক্ষক	✓১ (এক)	-ঐ-
২০।	ক্যাশিয়ার/কোষাধ্যক্ষ	✓১ (এক)	-ঐ-
২১।	কেয়ারটেকার	✓১ (এক)	-ঐ-
২২।	ভান্ডাররক্ষক	✓১ (এক)	১২০০-৭X৬০-১৬২০-ইবি-১১X৬০-২৩০৫
× ২৩।	হিসাব সহকারী /	২ (দুই)	-ঐ-
২৪।	এলডিএ-কাম-টাইপিস্ট	✓১২ (বার)	-ঐ-
২৫।	মুদ্রাক্ষরিক	৪ (চার)	-ঐ-
A ২৬।	গাড়ী চালক( )	৮ (আট)	-ঐ-
২৭।	ডেসপাচ রাইডার	✓১ (এক)	১০০০-৭X৫৫-১৩৮৫-ইবি-১১X৫০-১৯৩৫ ✓
২৮।	দারোয়ান	✓২ (দুই)	৯০০-১৮X৩৫-১৫৩০
২৯।	এমএলএসএস	✓২৬ (ছাব্বিশ)	-ঐ-
৩০।	নৈশপ্রহরী	✓২ (দুই)	-ঐ-
৩১।	ঝাড়ুদার/ফরাশ	✓২ (দুই)	-ঐ-
		মোট=৭৬ (ছিয়াত্তর) টি.	

সর্বমোট =(৩১+৭৬) =১০৭ (একশত সাত) টি

(চলমান পাতা-৩)

২। আলোচ্য পদগুলির ব্যয় ১০০-অসমা ও বাণিজ্য-৬ বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন খাত হইতে মিটানো হইবে।

৩। অর্থ ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে এই আদেশ জারী করা হইল।

আপনার অনুগত,

(মোঃ আনোয়ার আলী খান)
সহকারী সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ
শাখা-৪।

নং অম/অবি/ব্যঃ নিঃ ৪/ ৮-২২/৭২/২৮ তারিখ : ২০-২-১৯৭২

প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিবার জন্য হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ৩১/সি, তোপখানা রোড, ঢাকা বরাবরে পৃষ্ঠাংকন করা হইল।

(মোঃ আরিফুর রহমান)
সহকারী সচিব।

অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল :-

১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

২। যুগ্ম-সচিব, স ও বা অনুবিভাগ, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৩। বাণিজ্য মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৪। বাণিজ্য সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

(মোঃ আনোয়ার আলী খান)
সহকারী সচিব।

পরিশিষ্ট-৬

কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো

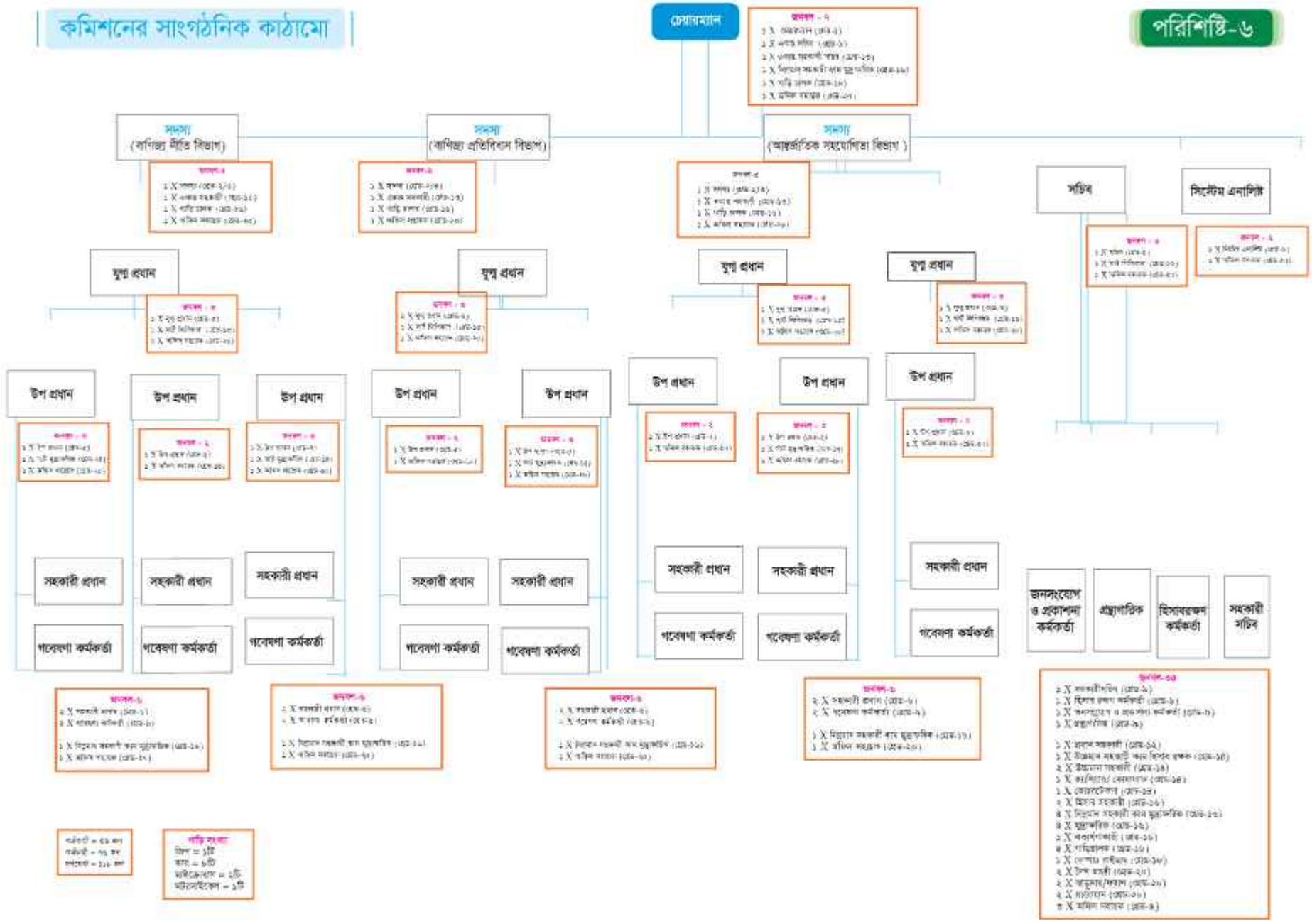

বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন
১ম ১২ তলা সরকারি অফিস ভবন (১০ ও ১২ তলা)
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
www.btc.gov.bd